চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 42 Wednesday, 11 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা ❋ ২৬ পৌষ, ১৪২৯, বুধবার, ১১ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পুলিশের চোখে ‘ধুলো’ দিয়ে গঙ্গা আরতি, প্রিজনভ্যানে সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ এতদিন পর্যন্ত বালিঘাট, কয়লা খাদান, পাথর খাদানের দখলদারি ছিল। এখন মা গঙ্গাকেই দখল করে নিল তৃণমূল। বাবুঘাটের কাছে বাজে কদমতলা ঘাটে গঙ্গা আরতিতে পুলিশের অনুমতি না পাওয়ার পরেই এ ভাষাতে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। অনুমতি না মিললেও একই জায়গায় আরতির আয়োজন করা হবে বলে পদ্ম শিবিরের তরফে জানানো হয়েছিল। যা নিয়ে বাড়ছিল চাপানউতর। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুর থেকে বাবুঘাটের কাছে পদ্ম সমর্থকদের ভিড় বাড়তেই তাঁদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। দুপক্ষের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। গ্রেফতার করা হয় বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, গোপাল সরকারদের। শেষ পর্যন্ত ওই ঘাট থেকে একটু দূরে গঙ্গা আরতি করতে দেখা যায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। অনুমতি না থাকলেও পুলিশের চোখে ‘ধুলো’ দিয়ে অন্য ঘাটে এই গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হল। ‘‘আমরা বোঝাতে চাই পুলিশ যদি ডালে ডালে চলে তবে আমরা পাতায় পাতায় চলি।’’ গঙ্গা আরতি শেষে প্রতিক্রিয়া সুকান্তর। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, হিন্দুদের যে কোনও কর্মসূচিতেই বাধা দিচ্ছে পুলিশ। তাঁর কথায় উঠে আসে দুর্গাপুজো-সরস্বতী পুজোর প্রসঙ্গ। পুলিশের বক্তব্য ছিল, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ইতিমধ্যেই বহু পুন্যার্থী বাবুঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। এমন অবস্থায় বিজেপির কর্মসূচি আয়োজিত হলে, যানজট তৈরি হবে এবং পুন্যার্থীদের সমস্যায় পড়তে হবে। পাশাপাশি জি-২০ বৈঠকও চলছে কলকাতায়। এই সমস্ত কারণেই মেলেনি অনুমতি। এসব পুলিশের ‘অজুহাত’, কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের। তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, ‘‘গঙ্গা আরতি করলে কী করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে? যাঁরা গঙ্গা সাগরে যাওয়ার জন্য এসেছেন তাঁরা গঙ্গার

পুজো করেন। আমরাও করছি। আমাদের দেখে তাঁরা তো আর রেগে যাবেন না। পুলিশ বাধা দিতে চাইছে তাই বাধা দিচ্ছে। তবে সেই বাধা আমরা অতিক্রম করতে পেরেছি।’’ তবে এদিনের কর্মসূচির জন্য সেনার অনুমতি রয়েছে বলে আগে দাবি করেছিল বিজেপি। এদিন সুকান্ত আরও বলেন, ‘‘আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য সবরকম চেষ্টা করেছিল পুলিশ-প্রশাসন। কিন্তু, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই অত্যাচারী পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতীকী গঙ্গা আরতি আমরা করবই। আমাদের বহু নেতা-কর্মীকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা আজকে সেই গঙ্গা আরতি করলাম। পুলিশকে আমরা বোঝাতে চাই পুলিশ যদি ডালে ডালে চলে তবে আমরা পাতায় পাতায় চলি। পুলিশ পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ডালে ডালে পাতায় পাতায় ধাপ্পা খাবে। তবে বিজেপির কর্মসূচি নয়, হিন্দুদের যে কোনও কর্মসূচি হলেই বাধা দেওয়া হবে। আগামী দুর্গাপুজোয় কী হয় দেখুন না। সরস্বতী পুজোয় কী হয় দেখুন।’’ এদিকে গঙ্গা আরতি শেষে সুকান্ত যখন ফেরার পথ ধরেছিলেন তখন পুলিশ তাঁদের প্রিজন ভ্যানে করে বেশ কিছু বিজেপি সমর্থককে লালবাজারে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছিল। দেখা মাত্রই সেই প্রিজন ভ্যানের সামনে দলবল নিয়ে বসে পড়েন সুকান্ত। ফলে আটক করা বহু বিজেপি সমর্থককেই লালবাজারে নিয়ে যেতে পারেনি পুলিশ। শেষ পর্যন্ত সুকান্ত সহ বহু নেতা কর্মীদের প্রিজনভ্যানে তোলে পুলিশ।

আদালত অবমাননার রুল জারি করলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ আদালতে প্রবেশে বাধা দেওয়ায় অবমাননা রুল ইস্যু করলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। সোমবারের ঘটনায় এই অবমাননার রুল জারি করলেন তিনি। বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা ও ‘রাউডি’ মনোভাব দেখানো হয়েছে বলে এই রুল জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ নেন বিচারপতি মান্থা। রুল ইস্যু করে সেই ফাইল প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়েছেন তিনি। এবার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বিচারের কাজে বাধাদানকারী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ চেয়ে মঙ্গলবার লিখিত আবেদন করা হয় প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে। হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশ এই

আবেদন করে। স্বতঃপ্রণোদিত আদালত অবমাননার রুল জারি চেয়ে আবেদন করা হয়। এরপরই রুল জারি করা হয়েছে। অভিযুক্ত আইনজীবীদের চিহ্নিত করতে এদিন ছবি সহ হলফনামা পেশ করা হয়। সেই হলফনামা গ্রহণ করে প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি জানান, বিচারব্যবস্থাকে যে ভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা অপরাধমূলক। বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। আইনজীবী আরও জানান, সুপ্রিম কোর্ট বারবার জানিয়েছে, আইনজীবীদের কোনও অধিকার নেই আদালত বয়কট করার। তাই এ ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ করা উচিত বলেই মনে করেন তিনি। প্রয়োজনে আইনজীবীদের লাইসেন্স বাতিল করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন এই আইনজীবী। বিচারপতিকে বাধা দেওয়ার ঘটনায় এদিন কড়া মনোভাব পোষণ করেছেন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। তিনি বলেছেন, ‘‘গতকাল বিচারপতির কাজে বাধা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। এখন যে আইনজীবীরা আদালতে এসে বলছেন সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার কথা, গতকাল ঘটনার সময় সেই আইনজীবীরা এজলাস সচল করতে কোনও অনুরোধ করলেন না কেন? আন্দোলনকারীদের আন্দোলন তুলতে অনুরোধ করলেন না কেন? আদালত সবকিছুর ওপর নজর রাখছে।’’ এদিন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে সওয়াল করেন, বিচারপতি রাজাশেখর মান্থাকে কাজে বাধা দেওয়াই নয়, সামাজিকভাবে বিচারপতির মানহানি করা হচ্ছে। বিচারপতির বাড়ির বাইরে রঙিন পোস্টার সাঁটানো হয়েছে, কুৎসা রটানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, আজ বিচারপতি মান্থার সঙ্গে যা হচ্ছে, কাল অন্য কোনও বিচারপতির বিরুদ্ধে একই কাজ হবে হয়ত।

মিঠুনের ‘এলিতেলি গঙ্গারাম’ মন্তব্যে পাল্টা আক্রমণ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ দেবের ‘প্রজাপতি’ সিনেমা ঘিরে বিতর্ক ব্যক্তিগত আক্রমণে পৌঁছে গেল। মিঠুন চক্রবর্তী বনাম কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার বিজেপির কর্মসূচিতে ত্রিপুরা সফরে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে মিঠুন ‘এলিতেলি গঙ্গারাম’ বলে কুণালকে কটাক্ষ করেন। তার জবাবে কুণাল অতীতের অনেক ঘটনার কথা তুলে ধরে দাবি করলেন, মিঠুনকে অনেক কারণে তাঁর কাছে আসতে হয়েছিল। তবে মিঠুন যে ভাল অভিনেতা, তারও উল্লেখ করেন কুণাল। বিতর্কের শুরু অভিজিৎ সেন পরিচালিত ‘প্রজাপতি’ ছবি ঘিরে। বড়দিনে ওই ছবি মুক্তি পেলেও নন্দনে প্রদর্শনের জায়গা পায়নি। এ নিয়ে ছবির প্রধান মুখ তথা সহ-প্রযোজক দেব টুইট করেন, ‘এ বার তোমায় মিস্ করব নন্দন। কোনও ব্যাপার নয়, আবার দেখা হবে। গল্প শেষ।’ পরে নন্দন প্রেক্ষাগৃহ না-পাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। মিঠুন বিজেপি করেন বলেই ‘প্রজাপতি’ ছবিকে আলাদা চোখে দেখা হয়েছে বলে দাবি করে গেরুয়া শিবির। দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, ‘‘যে হেতু মিঠুন চক্রবর্তী বিজেপিতে আছেন, তাই তাঁকে বয়কটের চেষ্টা হচ্ছে।’’ জবাবে কুণাল বলেছিলেন, ‘‘এই সিনেমায় দেবের অভিনয় দারুণ। বিশেষ করে এই যে বাবা-ছেলের রসায়ন। ‘টনিক’-এ দেব আর পরানবাবু (প্রবীণ অভিনেতা পরান বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন। পরানবাবু সুপারহিট। আর এখানে ডুবিয়ে দিয়েছে মিঠুনদা। মিঠুনদাকে ১০ গোল দিয়ে দিয়েছেন পরান বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে এই জায়গা থেকে ছবিটাকে টানার জন্য হয়তো কোনও বিতর্ক তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি।’’ বিতর্ক আরও বাড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ দেব বলেন, ‘‘কুণালদা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তবে একটাই কথা বলব, উনি রাজনৈতিক মুখপাত্র। আমার মনে হয় সিনেমা নিয়ে ওঁর পড়াশোনা নেই। আমি ওঁকে ছোট করে কিছু বলতে চাইছি না। যথেষ্ট সম্মাননীয় এক জন মানুষ। তবে আমি মনে করি, সিনেমাটা আমার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।’’ কুণাল ফের জবাব দেন। কিন্তু তার পরে পরেই দেব জানান এই বিষয় নিয়ে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি কেটে গিয়েছে। কুণালের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। সেই মন্তব্যের জেরে ফের বিতর্ক তৈরি হল মঙ্গলবার। তখন মিঠুন চুপ থাকলেও মঙ্গলবার তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘‘চেয়েছিলিস তো আমার টিআরপি নামাতে, মরা অব্দি পারবি না।’’ এটা কি তিনি কুণাল সম্পর্কে বললেন? এই প্রশ্নের জবাবে মিঠুন বলেন, ‘‘এলিতেলিদের আমি

জবাব দিই না, ও সব গঙ্গারামদের আমি জবাব দিই না।’’ এর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিস্ফোরক কুণাল। দাবি করেন রাজনৈতিক কারণে অনেক বারই মিঠুন তাঁর সাহায্য নিয়েছেন। এমনকি, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও। কুণাল বলেন, ‘‘আজ যাঁকে উনি এলিতেলি গঙ্গারাম বলছেন তাঁর সঙ্গে কেমন যোগাযোগ ছিল তিনি তা নিজে ভাল করে জানেন। আমি এখনও বলছি, ওই চরিত্রটায় পরান বন্দ্যোপাধ্যায় ঢের ঢের ভাল অভিনয় করতেন।’’ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘মিঠুনদা যে ভাল অভিনেতা তা তো অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু ভাল অভিনেতা মানেই সব ছবি হিট করবে তা তো বলা যায় না। যদি টিআরপি-র কথা উনি বলেন, তবে ক’টা ছবি করেছেন আর ক’টা হিট তার হিসাব করলেই বোঝা যাবে।’’ এর পরে ‘এলিতেলি গঙ্গারাম’ মন্তব্যের জবাবে নানা বিস্ফোরক দাবি করেন কুণাল। তিনি বলেন, ‘‘ওঁকে এই এলিতেলি গঙ্গারামের সঙ্গে গিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ঝামেলা মেটাতে হয়েছিল। এর সঙ্গে গিয়েই সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে দূরত্ব মেটাতে হয়েছিল। এর সঙ্গে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েই পদ্মশ্রীর সুপারিশ পাঠাতে হয়েছিল।’’ কুণালের আরও সংযোজন, ‘‘উনি তো নিজেকে সাপ বলেন। সাপের মতোই উনি মরসুমে মরসুমে খোলস বদলান।’’

কোটি কোটি মানুষের দরজায় পৌঁছবেন লাখ লাখ স্বেচ্ছাসেবক!

দিদির কেন্দ্রে চালু হল ‘দিদির সুরক্ষা’!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ দিদির কেন্দ্রে দিদির সুরক্ষা। দলীয় কর্মসূচীর সূচনা করলেন ফিরহাদ হাকিম-সুব্রত বক্সী-মালা রায় ও দেবাশিষ কুমার। হাজির ছিলেন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কাউন্সিলররা। এই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে এই কেন্দ্রের দলীয় কর্মসূচী ঘিরে আগ্রহ রয়েছে গোটা রাজ্যের। আগামী ৬০ দিন ধরে এই কর্মসূচী চলবে। এদিন তৃণমূল নেতৃত্বের তরফ থেকে বলা হয়, পার্টির স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে সব মানুষ রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি পেয়েছেন কিনা, সেই বিষয়ে জানা। এই সংক্রান্ত সব তথ্য জানতে হবে। সামাজিক কর্মসূচীর বিষয়ে সবাই সাহায্য পেয়েছেন কিনা সেটা দেখতে হবে। আবাস যোজনায় যাদের পাওয়া উচিত, কিন্তু পাচ্ছেন না। সেটা দিদির দূতরা গিয়ে দেখবেন। এটা মানুষের জন্য অত্যন্ত সাহায্যকারী হবে। ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘২ কোটি বাড়িতে ১০ কোটি মানুষের কাছে সাড়ে তিন লাখ স্বেচ্ছাসেবক আগামিকাল থেকে যাবেন। দুয়ারে সরকার

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার পেয়েছে। এর পাশাপাশি এবার দলের সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা পৌঁছবেন বাড়ি বাড়ি। জনপ্রতিনিধি ছাড়াও বুথ ও ওয়ার্ড সভাপতিরাও যাবেন বাড়ি বাড়ি।’’ অন্যদিকে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বলেন, ‘‘আমাদের সাড়ে তিন লাখ সহকর্মী যাবেন ঘরে ঘরে। আগামী দু’মাসে পরিষেবা পৌঁছে যাবে প্রত্যেকের কাছে।’’ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ফল দেখলে দেখা যাবে, ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে মমতা লিড পেয়েছেন ২৩৬৬ ভোটে। ৭০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এগিয়ে ছিলেন ১৫৫৬ ভোট। ৭১, ৭২, ও ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে যথাক্রমে ৬০৯৯, ৩৫০০ এবং ৫৮৮৯ ভোটে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ৭৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে লিড ছিল ৪৯৭৯ ভোটের। ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ২১৬৭৯ ভোটের ব্যবধান রেখেছিলেন মমতা। আর ৮২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ব্যবধান ছিল ১২ হাজারেরও বেশি। ২০১৪ সাল থেকেই বিজেপি টানা লিড নিয়ে এসেছিল ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে। ২০১৪ সাল থেকে এই একটি মাত্র ওয়ার্ডে কখনই কোনও নির্বাচনে পিছিয়ে থাকেনি বিজেপি। এমনকী, গত বিধানসভা নির্বাচনেও এখান থেকে বিজেপি এগিয়ে ছিল। কিন্তু উপনির্বাচনে মমতা এখানে প্রার্থী হতেই সব হিসেব-নিকেশ কার্যত উল্টে যায়। বিজেপিকে বড় ধাক্কা দিয়েছে ভবানীপুরের ৬৩ নম্বর, ৭৪ নম্বর ও ৭১ নম্বর ওয়ার্ড। ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবাঙালি আধিপত্য বেশি। মোট ভোটারদের মধ্যে ৫০ শতাংশ এই ওয়ার্ডে অবাঙালি। কিন্তু এখানেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি বিজেপি নেতৃত্ব।

অভিষেকের অফিসে দুই বিজেপি বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ ক’দিন আগে কাঁথিতে সভা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কর্মীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেছিলেন, দরজাটা একটু ফাঁক করব? সমস্বরে জবাব এসেছিল না। অভিষেক বলেছিলেন, ‘‘মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য খুলব।’’ তাই হল। মঙ্গলবার সন্ধেয় ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে যেতে দেখা গেল দুই বিজেপি বিধায়ককে। তাঁরা কারা? সূত্রের খবর, এদিন অভিষেকের অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন খড়গপুর সদরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে গিয়েছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। হিরণ আগে তৃণমূলে ছিলেন। কদিন আগে খড়গপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে প্রদীপ সরকারকে সরিয়েছে তৃণমূল। তখনই অনেকে আন্দাজ করেছিলেন যে হিরণকে তৃণমূলে এনে তাঁকে পুরসভার চেয়ারম্যান করা হতে পারে। এখন দেখার যে সত্যিই হিরণকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে কিনা। এদিকে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভাল সংগঠকের অভাব রয়েছে। অনেকের মতে সেই অঙ্ক কষেই শঙ্করকে দলে নিতে আগ্রহী অভিষেক।

‘গুরু’ কুরেশির মগজধোলাইয়ে ‘চ্যালা’ সাদ্দাম খুঁজত শুধুমাত্র বাংলার শিক্ষিত তরুণদের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ গত সপ্তাহেই হাওড়া থেকে আইএস জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে মহম্মদ সাদ্দাম ও সইদ আহমেদ নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। এবার মধ্য প্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হল বাংলার আইএস মডিউলের মাথা আব্দুল রকিব কুরেশিকে। কলকাতা এসটিএফ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। কলকাতায় ট্রানজিট রিমান্ডে এনে বুধবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তাঁকে তোলা হবে। সাদ্দাম-সইদদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য সামনে আসছে। বিশেষ করে আইএস-এ সাদ্দামের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে গোয়েন্দারা। তদন্তে এসটিএফ জানতে পেরেছে, বাংলায় আইএস-এর সংগঠন বিস্তারে আব্দুল রকিব কুরেশির প্রধান ভরসা ছিলেন এই সাদ্দাম। সাদ্দামের উপর শিক্ষিত যুবাদের ‘মগজধোলাই’-এর ভার দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন ‘গুরু’ কুরেশি। এমনও সূত্রের খবর, সাদ্দামের মগজ ধোলাইয়ের শিকার সইদ আহমেদও। যিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়ুয়া। গোয়েন্দারা তদন্তে জানতে পেরেছে, দীর্ঘদিন ধরে কট্টরবাদী ইসলামিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এই আব্দুল রকিব কুরেশি। নিষিদ্ধ ইসলামিক সংগঠন সিমির কাজ করেন। সাদ্দাম গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ উদ্ধার করেন গোয়েন্দারা। সেখান থেকে কুরেশির ‘ক্লু’ পান তাঁরা। তারপরই খোঁজ শুরু হয় কুরেশির। এসটিএফের একাধিক টিম বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য প্রদেশে যে টিম গিয়েছিল, তাঁদের জালেই ধরা পড়েন তিনি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, কুরেশিই সাদ্দামকে সমস্ত নির্দেশ দিতেন। কাদের সংগঠনে নিয়োগ করতে হবে, কীভাবে নিয়োগ করতে হবে, কোথায় প্রশিক্ষণ হবে, সব নখদর্পণে ছিল তাঁর। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, কুরেশিই ভরসা দিয়েছিলেন, সাদ্দামের নিয়োগ করা যুবকরা প্রশিক্ষণ নিতে যাবেন বিদেশে। সিরিয়ায় পাঠানো হবে। টেকস্যাভি সাদ্দাম সোশাল মিডিয়ায়ও প্রচার চালাতেন বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। সাদ্দাম ২০টির বেশি টেলিগ্রাম চ্যানেলের যুক্ত। এর মাধ্যমে বিদেশে যোগাযোগ করত তারা। জেহাদি কার্যকলাপ চলত। সিরিয়া সৌদি আরব থেকে অপারেট হতো। ২০টির বেশি টেলিগ্রাম প্রোফাইলে যুক্ত ছিলেন সাদ্দাম। কুরেশিই তাঁকে ঢুকিয়েছিল প্রোফাইলগুলিতে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সাদ্দাম জেরায় জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে ৮ মাসের জন্য নয়ডায় গিয়েছিলেন। ৩ জনের মগজ ধোলাই করেন তিনি।

প্রাক্তন সদস্য তিনি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন তথ্য প্রমাণও গোয়েন্দারা পেয়েছে বলে সূত্রের খবর। এমনও জানা যাচ্ছে, সাদ্দামদের বাংলা আইএস মডিউলের মাথা ও হ্যান্ডলার কুরেশি। গোয়েন্দারা মনে করছেন, এই কুরেশির অঙ্গুলিহেলনেই পা ফেলতেন সাদ্দাম। সাদ্দামের দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে তথ্য। তার আগে ছিল হামলার ছকও। এই ছক সফল হলে মডিউলটি প্রচারে সুবিধা হতো তাঁদের। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, দেশ ছাড়ার আগে অস্ত্র কেনার ছক, কীভাবে হামলা হবে সে সংক্রান্ত পরামর্শ কুরেশির কাছ থেকেই সাদ্দাম পেয়েছিলেন। কুরেশি কার্যত বাংলার মডিউলকে গাইড করছিলেন। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, শুধু বাংলা নয়, আরও একাধিক রাজ্যে এই ধরনের মডিউল রয়েছে যার মাথায় কুরেশি হ্যান্ডলার হিসাবে সাদ্দামকে গ্রেফতার করে তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৮টির মতো ইলেকট্রনিক্স গেজেট পাওয়া গিয়েছে। বেশ কিছু নথি পাওয়া গিয়েছে। আইএসের সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেকদিনের বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। অনেকদিন ধরেই সম্পর্ক তা জোরাল করেছে। সাদ্দামের বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে বায়াত পাওয়া গেছে। আইএসের শপথ বাক্য। আইএসে গুরুক্কপূর্ণ পজিশনে যায়, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় তাদের এই বায়াত পাঠ করানো হয়। সাদ্দাম সে পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আর সেটা যে একদিনে সম্ভব নয়। সাদ্দামের ঘর থেকে যে ডায়েরি গোয়েন্দারা পেয়েছেন, তাতে আইএসআইএস-এর ‘শপথবাক্য’ (বায়াত) লেখা রয়েছে। সাদ্দাম হাতে লিখেছেন তা। এই বায়াত তাঁরাই পাঠ করেন, যাঁরা আইএসের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। এখনও অবধি তথ্য অনেক উঠে এসেছে। তবে সবই তদন্ত করে দেখছেন গোয়েন্দারা।

এত সাহস কোন দুর্বৃত্তদের, খুঁজে বের করতে হবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গে বিচার ব্যবস্থাকে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা চলছে। এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এমনটাই বললেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবারই আদালতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন আইনজীবীদের একাংশ। তাঁকে আদালতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় বলেই অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবারই সেই ঘটনায় আদালত অবমাননার রুল জারি করেছেন বিচারপতি মান্থা। এরপরই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করলেন, এমন ঘটনা হাইকোর্টে আগে কখনও দেখেননি তিনি। কারা এই কাজ করছেন, তাঁদের খুঁজে বের করা জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে শাসক দলের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, শাসক দলও এই বিষয়টাকে সমর্থন করেন না বলে জানতে পেরেছেন তিনি। মঙ্গলবার ‘চিকিৎসা বিজ্ঞান দিবস’ উপলক্ষ্যে গণদর্পণের উদ্যোগে মরণোত্তর দেহদান নিয়ে গণদর্পণের অন্যতম সম্পাদক শ্যামলের লেখা ‘মৃত্যুই শেষ কথা নয়’ শিরোনামে একটি বই প্রকাশ হয়। বই প্রকাশ করেন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভটাচার্য। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গীকারও করেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে হাইকোর্টের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিচারপতি বলেন, ‘‘এটা তো সারা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গে বিচার ব্যবস্থাকে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা চলছে। কোনও একটা অংশ জেলার বিচারপতিদের সন্ত্রস্ত করে নিজেদের পথে আনতে চাইছে।’’ তবে কোনও রাজনৈতিক দলের কথা উল্লেখ করতে চাননি তিনি। বিচারপতি বলেন, ‘‘কোনও দলের কথা বলছি না। আমি শুনেছি শাসক দলও এই ঘটনা প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে যাঁরা করেছেন, তাঁদের আমরা জানি। তাঁরা আগেও এমন কাজ করেছেন। কী উদ্দেশে করেছেন, তা তদন্ত সাপেক্ষ। এত সাহস কোন দুর্বৃত্তদের হচ্ছে দেখা দরকার।’’ বিচারপতি জানান, ২৩ বছর ধরে আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্টে কাজ করছেন তিনি। ৫ বছর ধরে রয়েছেন বিচারপতি পদে। কখনও এরকম ঘটনা দেখেননি। সাংবাদিকরা শাসক দলের প্রসঙ্গ তুলতে তিনি বলেন, ‘‘শাসকদলের অনেকে আমাকে বলেছেন, তাঁরা আমাকে ভালবাসেন।’’ এদিন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

জোশীমঠে বিক্ষোভ, শুরু করাই গেল না বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙার কাজ

জোশীমঠ, ১০ জানুয়ারিঃ ফাটল ঘিরে আতঙ্কের মধ্যেই স্থানীয়দের বিক্ষোভে তেতে রইল উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ। একাধিক বাড়ি, হোটেলে ফাটল দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেশ কিছু বাড়ি ও হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরাখণ্ড প্রশাসন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা জানিয়ে মঙ্গলবার প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন জোশীমঠের বাসিন্দারা। আগে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক, তার পর বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙুন- এই দাবিই জানিয়েছেন তাঁরা। জোশীমঠের ২টি হোটেল ‘মাউন্ট ভিউ’ ও ‘মালারি ইন’ পরস্পরের গায়ে হেলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ২টি হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। মঙ্গলবার এই ২টি হোটেল ভাঙার কাজ করতে তৎপর হয় প্রশাসন। কিন্তু বিক্ষোভের জেরে সেই কাজ আপাতত থমকে গিয়েছে। বুধবার ওই দুই হোটেল ভাঙা হবে বলে জানা গিয়েছে। হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধিতা করেন হোটেল মালিকরা। তাঁদের অভিযোগ, হোটেল ভাঙার কথা আগাম জানায়নি প্রশাসন। হোটেল ভাঙার আগে এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক, এই দাবিই জানিয়েছেন হোটেল মালিকরা। ‘মালারি ইন’ হোটেলের মালিক ঠাকুর সিংহ বলেন, ‘‘সকালে সংবাদপত্র পড়ে এই খবর জানলাম। আগে থেকে কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। যদি আমার হোটেলকে বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তা হলে ভাঙার আগে এককালীন

ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত ছিল।’’ সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি আরও বলেন, ‘‘মঙ্গলবার সকাল ৯টায় এসডিএম আমায় হোটেল ভাঙার কথা জানান। অনেক রক্ত, ঘাম ঝরিয়ে এই হোটেল তৈরি করেছিল। যদি এটা ভেঙে ফেলা হয়, কী হবে আমার?’’ ‘মালারি ইন’ হোটেলের মতোই বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘মাউন্ট ভিউ’কে। ওই হোটেলের মালিক লালমণি সেমওয়াল পিটিআইকে বলেছেন, ‘‘আমাদের অন্তত এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।’’ তবে শুধু হোটেলে মালিকরাই প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা জানাননি। মঙ্গলবার প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন জোশীমঠের বাসিন্দারাও। ক্ষতিপূরণ না ঘোষণা করে কেন ঘরবাড়ি ও হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্ত নিল সরকার, সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ‘মালারি ইন’ হোটেলের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন জোশীমঠের বহু বাসিন্দা। অন্য দিকে, ভাঙার কাজের জন্য হোটেলগুলিতে বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। যার জেরে অন্ধকারে ডুবেছে হোটেল সংলগ্ন এলাকার বাড়িগুলিও। প্রায় ৫০০টি বাড়িতে বিদ্যুসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জোশীমঠে মোট ৬৭৮টি বাড়িতে ফাটল ধরা পড়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৮১টি পরিবারকে নিরাপদে অন্যত্র সরানো হয়েছে। অনেকে ঘর ছেড়ে আতঙ্কে ঠান্ডার মধ্যেই খোলা আকাশের নীচেই রাত কাটাচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ক্ষতিপূরণের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। জোশীমঠের বিপর্যয়ে সুপ্রিম কোর্ট যাতে হস্তক্ষেপ করে, জনস্বার্থ মামলাটিতে সেই অনুরোধও জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার সেই মামলার দ্রুত শুনানিতে রাজি হয়নি শীর্ষ আদালত। আগামী ১৬ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি। অন্য দিকে, জোশীমঠে বিপর্যয়ের মধ্যেই মঙ্গলবার চামোলি জেলার কর্ণপ্রয়াগেও ফাটল দেখা গিয়েছে। বহুগুণা নগর এলাকায় প্রায় ৫০টি বাড়িতে ফাটল ধরেছে। এলাকায় ছোটখাটো ধসও নেমেছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। আতঙ্কে অনেক বাসিন্দা তাঁদের পরিজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রথমবার মেক্সিকো সীমান্ত সফর করলেন বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি ঃ আমেরিকার মেক্সিকো সীমান্ত সফর করলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর সীমান্তে এটি তার প্রথম সফর। স্থানীয় সময় রবিবার অনিবন্ধিত অভিবাসীদের আগমন সরাসরি দেখতে টেক্সাসের এল পাসো শহরে যান বাইডেন। এই শহরটি মেক্সিকো সীমান্তে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শহরগুলোর মধ্যে একটি। সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার অভিবাসী আসেন।সেখানে গিয়ে বাইডেন বলেন, প্রতি মাসে ৩০ হাজার কিউবান, নিকারাগুয়ান, হাইতিয়ান ও ভেনিজুয়েলান নাগরিকের আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে তাদের নিজ দেশ থেকে আবেদন করতে হবে। আমেরিকায় এসব অভিবাসীদের দুই বছর পর্যন্ত বৈধভাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে অবৈধভাবে প্রবেশ করলে তাদের মেক্সিকোতে ফেরত পাঠানো হবে বলেও জানান বাইডেন।মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, নতুন পরিকল্পনার অধীনে টাইটেল ৪২ আইনটি আরও প্রসারিত করা হবে। এর মাধ্যমে সীমান্তরক্ষীরা স্থলপথে পৌঁছান আরও বেশি অভিবাসীকে তাক্ষণিকভাবে ফিরিয়ে দিতে পারে।২০২০ সালে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন করোনা মহামারিকে সামনে রেখে এই আইনটি কার্যকর করেছিল।সীমান্ত নিরাপত্তার প্রতি নমনীয় মনোভাবের অভিযোগ তুলে রিপাবলিকানরা দীর্ঘদিন ধরে বাইডেনের সমালোচনা করে আসছিল। এই সফরের আগে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়, বাইডেন তার দুই বছরের শাসনকালের সীমান্ত নিরাপত্তার কাজ মূল্যায়ন করবেন।

প্রকৃতির সঙ্গে খেলার ফল জোশীমঠের দুর্ঘটনাঃখাড়গে

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃপ্রকৃতির সঙ্গে খেলার কারণেই জোশীমঠ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করে উত্তরাখণ্ডের দেবভূমি জোশীমঠে যে লাগামহীন ' ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং যোশীমঠের মানুষের পাশে রয়েছে তা নিয়ে চিন্তিত গোটা দেশ।খাড়গে সোমবার টুইট করেন, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোশীমঠ ট্র্যাজেডিকে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ ও স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে গঠিত নতুন কমিটি প্রতিবেদন না দেওয়া পর্যন্ত রেল ও জলবিদ্যুৎসহ সব নতুন প্রকল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। খাড়গে বলেন, মাত্র ৫ হাজার টাকার পরিবর্তে জোশীমঠের বিতাড়িতদের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ড থেকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠে ভূমিধসের ঘটনা সামনে

কোভিড-সংক্রমণ কমে ১২১ সক্রিয় রোগীও নিরন্তর কমছে

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১২১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে একজনের মৃত্যুর পর মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭২২ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৩১৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৭,১৭৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। ভারতে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৪৬,৮০,২১৫ জন।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৬

১৯ জানুয়ারি তেলেঙ্গানায় সফর প্রধানমন্ত্রীর, বন্দে ভারতের সূচনা-সহ রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ আগামী ১৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন হায়দরাবাদে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী, দেশকে উৎসর্গ করবেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প। সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে অষ্টম বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশনের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের ভূমিপুজো করবেন

তিনি।সেকেন্দ্রাবাদ এবং মাহবুব নগরের মধ্যে ১৪০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ৮৫ কিলোমিটার রেলপথ ডাবলিং লাইন উৎসর্গ করবেন। ১৮৫০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ১৫০ কিলোমিটারের তিনটি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের সম্প্রসারণ কাজের ভূমিপুজো করবেন। এছাড়াও কাজিপেটে ৫২১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রেল পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিং ওয়ার্কশপের ভূমিপুজো করা হবে ওই দিন। এখানেই শেষ নয়, আইআইটি, হায়দরাবাদের ২,৫০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে অনুমোদিত একাডেমিক, গবেষণা ও হোস্টেল ভবনগুলি দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। পরে প্রধানমন্ত্রী সেকেন্দ্রাবাদের প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত জনসভায় অংশ নেবেন।

জোশীমঠ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানি প্রত্যাখ্যান করল সুপ্রিম কোর্ট, ১৬ জানুয়ারি ঠিক হয়েছে শুনানির দিন

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ জোশীমঠ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানিতে সম্মত হল না সুপ্রিম কোর্ট। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়ে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, এ বিষয়ে শুনানি হবে আগামী ১৬ জানুয়ারি। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয়গুলি যে সুপ্রিম কোর্টেই আসতে হবে, তা উচিত নয়। সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করছে।উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল পাহাড়ের কোলে ছোট্ট জনপদ জোশীমঠ। ১৯৩৯-এ প্রথম বার এই জনপদের ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ওঠে। তার পর কেটে গিয়েছে ৮৪ বছর। ছোট্ট জনপদ এখন রীতিমতো বড় শহর। কিন্তু, এই মুহূর্তে আতঙ্কের আর এক নাম জোশীমঠ! বাড়ি, হোটেল, রাস্তায় ফাটল ধরছে। গৃহহীন অসংখ্য মানুষ। এই নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, সেই আর্জি প্রত্যাখ্যান করেছে সর্বোচ্চ আদালত।

শৈত্যপ্রবাহের জন্য ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দেহরাদুনের সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ

দেহারাদুন, ১০ জানুয়ারি ঃ চলমান শৈত্যপ্রবাহের জন্য ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ দেহরাদুনের সমস্ত স্কুল । প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং অত্যন্ত ঘন কুয়াশার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরাখণ্ড সরকার স্কুলের ছুটি বাড়িয়েছে। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের মহাপরিচালক বংশীধর তিওয়ারি ।সোমবার ৯ জানুয়ারি জারি করা নোটিশে বলা হয়েছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও কুয়াশার কারণে আগামী ১৫ জানুয়ারি সব সরকারি-বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, সরকারি স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সব স্কুলে ছুটি থাকবে। নোটিশে স্কুল শিক্ষা মহাপরিচালক লিখেছেন, উপরোক্ত নির্দেশ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে যাতে শিশুরা অসুবিধায় না পড়ে। এ কারণে মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে যাওয়া স্কুলগুলোর প্রি-বোর্ড পরীক্ষাও পিছিয়ে যাবে।প্রসঙ্গত, বেশিরভাগ স্কুল মঙ্গলবার থেকে অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি থেকে খোলার কথা ছিল।

সরস্বতী পুজোয় ২৭ জানুয়ারি বাড়তি ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজো নিয়ে অতীতে বিজেপির আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। নতুন করে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক চাইছে না রাজ্য সরকার। আর সে কারণেই এবার সরস্বতী পুজোর জন্য বাড়তি একদিনের ছুটি দিল রাজ্য সরকার।প্রসঙ্গত, এবার সরস্বতী পুজো পড়েছে ২৬ জানয়ারি। প্রথাগতভাবে এই দিনটি জাতীয় ছুটির দিন। কিন্তু বাগদেবীর আরাধনার জন্য প্রত্যেক বছরই ছুটির তালিকায় একটি দিন নির্দিষ্ট থাকে। সাধারণতন্ত্র দিবসে সরস্বতী পুজো পড়ায় খুব স্বাভাবিকভাবে সরকারি ছুটির দিন বাদ পড়ে যায়। তবে এবার সরস্বতী পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ২৭ জানুয়ারি এই দিনটিতে বাড়তি ছুটি দেওয়া হয়েছে।যদিও এই ঘটনার মধ্যে রাজনৈতিকভাবে বাধ্যবাধকতা দেখতে পাচ্ছে রাজনৈতিক মহল। এবছরই পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে রাজ্যে। এই অবস্থায় সরস্বতী পুজোর জন্য আলাদা করে ছুটি না দেওয়া হলে, তা বিজেপির কাছে একটা বড় ইস্যু হতে পারে বলে অনেকের মত। আবার রাজনীতির ময়দানে নেমে বিজেপি এমন প্রচার শুরু করতে পারে, এই রাজ্যে সরস্বতী পুজোর জন্য ছুটি দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা রাজ্যের শাসক দল বিরোধীদের হাতে নতুন করে কোনও অস্ত্র তুলে দিতে চায় না। আর সে কারণেই মনে করা হচ্ছে এই ছুটি ঘোষণা করা হল। প্রসঙ্গত, যদিও এই ছুটি নিয়ে সরকারিভাবে আলাদা করে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।আবার অনেকের ধারনা, ডিএ মামলা নিয়ে এমনিতেই অনেকটা পিছিয়ে আছে রাজ্য সরকার। এই ইস্যুতে সরকারি কর্মচারিদের রোষের মুখে রাজ্য সরকার। কিছুটা হলেও কর্মচারিদের খুশি করতে এই বা।তি ছুটি ঘোষণা করেছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। তবে এই বাড়তি ছুটি ঘোষণার ফলে কর্মচারিরা ২৪ জানুয়ারি একটা ছুটি নিলেই টানা এক সপ্তাহের ছুটির আনন্দ উপভোগ করবেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কাশ্মীরি কবি রেহমান রাহী প্রয়াত

শ্রীনগর, ১০ জানুয়ারিঃ প্রয়াত হলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত কাশ্মীরি কবি রেহমান রাহী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। সোমবার সকালে শ্রীনগরে তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তিনিই প্রথম কাশ্মীরি লেখক যিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর কাব্য সংকলন সিয়াহ্ রুদ জায়েরেন মানজ (ইন ব্ল্যাক ড্রিজল)-র জন্য দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন রেহমান রাহী।অধ্যাপক রেহমান রাহী তাঁর কাব্য সংকলন নওরোজ-ই-সাবার জন্য ১৯৬১ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০০ সালে তিনি পান পদ্মশ্রী পুরস্কার। ২০০৭ সালে তিনি

মস্কো-গোয়া চার্টার্ড বিমানে মেলেনি সন্দেহজনক কিছুই, নিরাপদ ঘোষণা বিমানবন্দরের ডিরেক্টরের

জামনগর, ১০ জানুয়ারি ঃ মস্কো-গোয়া চার্টার্ড বিমানে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। বিমান, যাত্রীদের ব্যাগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালানোর পরও কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই বিমানটিকে নিরাপদ ঘোষণা করেছেন জামনগর বিমানবন্দরের ডিরেক্টর। জামনগরের কালেক্টর সৌরভ পারঘি জানিয়েছেন, এনসিজি, পুলিশ ও বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড নিবি।ভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। যাত্রীদের হাত ব্যাগ, চেক-ইন ব্যাগেজ তল্লাশি চালানো হয়েছে। কিন্তু, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।প্রসঙ্গত, বোমাতঙ্কের জেরে গুজরাটের জামনগর বিমানবন্দরে অবতরণ করে মস্কো-গোয়া চাটার্ড বিমান। ওই বিমানে ২৩৬ জন যাত্রী ও ৮ জন ক্রু মেম্বার ছিলেন। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। সমস্ত যাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে বের করে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে রাখা হয়। রাশিয়ার মস্কো থেকে গোয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল বিমানটি। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই, বিমানে বোমা আছে বলে হুমকি ফোন আসে। তার পরেই তড়িঘড়ি জামনগর বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে। যাত্রীরা সকলে সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গিয়েছে।মস্কো-গোয়া বিমানে বোমা থাকার বিষয়ে ফোন আসে গোয়া গোয়ার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-এর কাছে, এরপরই গোয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে সোমবার রাতে জামনগর বিমানবন্দরে বিমানটিকে অবতরণ করানো হয়। রাত ৯.৪৯ মিনিটে বিমানটি যাত্রীদের নিয়ে জামনগরে নামে।কালেক্টর সৌরভ পারঘি জানিয়েছেন, মস্কো-গোয়া বিমানে বোমা সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছি আমরা, ওই বিমানটিকে জামনগরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বিমানে ২৩৬ জন যাত্রী এবং ৮ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন। প্রায় ৯ ঘন্টা বিমানবন্দর ঘিরে রাখে নিরাপত্তা বাহিনী। বিমান ও যাত্রীদের নিবিড় তল্লাশি করা হয়। যাত্রীদের লাগেজও চেক করা হয়। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।

ব্রেক ফেল করে ফুটপাথে উঠে পড়ল বাস, দিল্লিতে ঘুমিয়ে থাকা ৩ জন আহত

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে ব্রেক ফেল করে ফুটপাথের ওপর উঠে পড়ল একটি বাস। বেসামাল হয়ে পেভমেন্টে ধাক্কা মারে বাসটি। ফুটপাথে সেই সময় ঘুমিয়ে ছিলেন কয়েকজন। এই দুর্ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির রোহতক রোডে সরাই রোহিল্লা রেল স্টেশনের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারায় ক্লাস্টার বাসটি।প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ব্রেক ফেল করার কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি। আহত অবস্থায় ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জোশীমঠে আতঙ্ক বাড়ছেই! কর্নপ্রয়াগে বেশ কিছু বাড়িতেও এবার দেখা গেল ফাটল

জোশীমঠ, ১০ জানুয়ারি ঃ জোশীমঠে আতঙ্ক ক্রমেই বা।ছে, এবার কর্নপ্রয়াগ পৌরসভার বহুগুনা নগরে বেশ কয়েকটি বাড়িতেও ফাটল দেখা গিয়েছে। যে সমস্ত বাড়িতে ফাটল ধরেছে, ইতিমধ্যেই সেই সমস্ত বাড়ির সদস্যদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।এদিকে, জোশীমঠের যে সমস্ত হোটেল ও বাড়িতে ফাটল ধরেছে, সেই হোটেল ও বাড়িগুলি মঙ্গলবার ভেঙে ফেলা হয়েছে। চামোলির জেলাশাসক জানিয়েছেন, অসুরক্ষিত জোনে থাকা বাড়িগুলিকে মার্ক করা হয়েছে, সেই বাড়িগুলি ইতিমধ্যেই খালি করে দেওয়া হয়েছে। অসুরক্ষিত ঘোষিত হওয়ার পর মঙ্গলবারই জোশীমঠের হোটেল মালারি ইন ও হোটেল মাউন্ট ভিউ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

বিরক্তিকর ও পীড়াদায়ক ছবি টিভি চ্যানেলগুলি সম্প্রচার করায় সতর্কতা জারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি,১০ জানুয়ারিঃসুরুচি ও শালীনতার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, হিংসা, তা সে মহিলা, শিশু বা প্রবীণ যাঁর বিরুদ্ধেই হোক না কেন, টিভি চ্যানেলগুলি তা সম্প্রচার করা নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। মন্ত্রক টিভি চ্যানেলগুলিতে বেশ কিছু এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর এই নির্দেশিকা জারি করেছে।মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, মৃতদেহ, আহত ব্যক্তি ছবি বা ভিডিও, রক্তাক্ত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি, মহিলা, শিশু বা প্রবীণ ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে আঘাত করা হচ্ছে - খুব কাছ থেকে তোলা এ ধরনের ছবি বা ভিডিও কোনও শিশুকে তার শিক্ষক বেদমভাবে আঘাত করছেন, বেশ কয়েক মিনিট ধরে এই ঘটনাকে বারবার দেখানো হচ্ছে, যার ফলে এটি ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে - এই ধরনের ঘটনাগুলিকে ক্যামেরায় দূর থেকে নেওয়া ছবি হিসাবে না দেখিয়ে বা আক্রান্ত ব্যক্তির ছবিকে আবছা করে না দিয়ে, তা বেশি করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের সম্প্রচার দর্শকের কাছে কুরুচিকর ও পীড়াদায়ক।এই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে যে, দর্শকের মনের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং শিশুদের উপরও এক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির গোপনীয়তা বিঘ্নিত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে এক মানহানির পর্যায়ে পৌঁছয়। টিভি সম্প্রচার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে যে কোনও পরিবারের বিভিন্ন বয়সের মানুষ একসঙ্গে বসে দেখেন। কার্যক্রম বিধি এবং বিজ্ঞাপন বিধিতে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের ভিডিও-গুলির বেশিরভাগই সামাজিক মাধ্যম থেকে নেওয়া হচ্ছে কার্যক্রম বিধি মেনে তার কোনও রকম সম্পাদনা ও পরিমার্জনা ছাড়াই তা পরিবেশন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক এ ধরনের বেশি কিছু সম্প্রচারের দৃষ্টান্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তুলে ধরেছে।যেমন - গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর মাসের একটি সম্প্রচার হ'ল - একজন ক্রিকেটারের সড়ক দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ছবি কোনও রকম ঝাপসা না করেই তা দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে, গত বছর ২৮ অগাস্ট একজন ব্যক্তি একটি মৃতদেহকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। তেমনই গত বছর ৬ জুলাই তারিখে বিহারের পাটনার একটি কোচিং - এ একটি পাঁচ বছরের ছেলেকে তার শিক্ষক মহাশয় বেদম প্রহারে ফলে ছেলেটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এই ক্লিপিং-টি এমনভাবে প্রচার করা হয়, যেখানে ভিডিও-টিতে দেখা যাচ্ছে শিশুটি মার্জনা চেয়ে আর্তনাদ করছে এবং প্রায় ৯ মিনিট ধরে তা লাগাতার সম্প্রচার করা হয়।এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা সম্প্রচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মন্ত্রক জানিয়েছে যে, প্রবীণ, মহিলা ও শিশু সমেত জনস্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছে টিভি চ্যানেলগুলি। সমস্ত বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলির ক্ষেত্রে মন্ত্রক কঠোর নির্দেশিকা জারি করে বলেছে, হিংসা, দুর্ঘটনা এবং অপরাধের ঘটনা সচিত্র পরিবেশনের ক্ষেত্রে কার্যক্রম বিধির কথা মাথায় রেখে প্রথাগত নিয়মাবলীগুলিকে মেনে চলতে হবে।

৮৩তম অল ইন্ডিয়া প্রিসাইডিং অফিসারস কনফারেন্সের উদ্বোধন করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি,১০জানুয়ারি ঃ আজ,বুধবার ১১ জানুয়ারি জয়পুরে ৮৩তম অল ইন্ডিয়া প্রিজাইডিং অফিসারস কনফারেন্স-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেবেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। গত সোমবার এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে।অল ইন্ডিয়া প্রিজাইডিং অফিসারস কনফারেন্স হল ভারতের আইনসভাগুলির শীর্ষ সংস্থা। ২০২১ সালে তার শত বছর পূর্ণ করেছে। প্রথম সম্মেলনটি ১৯২১ সালে সিমলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি চতুর্থবারের মতো সম্মেলনের আযোজন করা হচ্ছে জয়পুর শহরে।আসন্ন ৮৩তম অধিবেশন তার দিনব্যাপী আলোচনায় সমসাময়িক প্রাসঙ্গিক তার বিষয়গুলির উপর আলোচনা করা হবে। গণতন্ত্রের জননী হিসাবে জি২০-এ ভারতের নেতৃত্ব, সংসদ এবং বিধানসভাকে আরও কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং উৎপাদনশীল করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করা হবে। এ উপলক্ষে একটি বই প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট সহ অন্যান্যরা সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করালেন শরদ পওয়ার, সুস্থ আছেন এনসিপি প্রধান

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি ঃ ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র প্রধান শরদ পওয়ার মঙ্গলবার মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে তাঁর ডান চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করিয়েছেন, দলের একজন কর্মী এমনটা জানিয়েছেন। চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৮২ বছর বয়সী শরদ পওয়ারকে।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শরদ পওয়ার এখন ভাল

আছেন। তাঁর ডান চোখে ছানির অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগে একটি চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছিল শরদ পওয়ারের। শারীরিকভাবে সময়টা খুব ভাল কাটছে না শরদ পওয়ারের।

বাইকুল্লা জেল থেকে মুক্তি পেলেন চন্দা কোচার, প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্তীর স্বামীও মুক্ত

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি ঃমুম্বইয়ের বাইকুল্লা জেল থেকে মুক্তি পেলেন প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্তী চন্দা কোচার। চন্দার পাশাপাশি মঙ্গলবার জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন চন্দার স্বামী দীপক কোচারও। দীপক মুক্তি পেয়েছেন মুম্বইয়ের আর্থার রোড কারাগার থেকে। সোমবারই চন্দা ও তার স্বামীকে মুক্তির নির্দেশ দেয় বম্বে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট জানায়, আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করা হয়নি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও চন্দা কোচার এবং তার স্বামী দীপক কোচারকে।দম্পতিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ মতো মঙ্গলবার সকালে বাইকুল্লা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন চন্দা কোচার। দীপক মুক্তি পেয়েছেন

মুম্বইয়ের আর্থার রোড কারাগার থেকে। প্রসঙ্গত, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সিইও থাকাকালীন নিয়ম ভেঙে ভিডিওকন গ্রুপকে তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল চন্দার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগেই গত ২৩ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। গ্রেফতার করা হয়েছিল দীপককেও।

উপর্যুপরি চারবার জোরালো ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ায়, সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক ৭.৭

জাকার্তা, ১০ জানুয়ারি ঃ পরপর চারবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোররাত ৩.১৭ মিনিট নাগাদ জোরালো কম্পন অনুভূত হয়। ইউরোপিয়ান মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৭। ইএমএসসি আরও জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাতে ইন্দোনেশিয়ার তানিমবার এলাকা ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯৭ কিলোমিটার গভীরে ছিল কম্পনের উৎসস্থল। ৩-৫ সেকেন্ড জোরালো কম্পন অনুভূত হয় প্রথম বার। তার আরও চার বার কম্পন হয়। এই সময় কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫।৩০টি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার তানিমবার দ্বীপপুঞ্জ। ইন্দোনেশিয়ার বিপর্যয় মোকাবিলা

বাহিনী সূত্রে খবর, জোরালো ভূমিকম্পে ১৫টি বাড়ি, ২টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। তবে সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পাওয়া যায়নি। শুধু ইন্দোনেশিয়া নয়, ডারউইন-সহ অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগেও এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। সেখানে সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় সময় সকাল পৌনে ৬টা নাগাদ সেই সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়েছে।

দিল্লি ফের বায়ুদূষণের কবলে! ঘন কুয়াশায় আবারও ট্রেন ও বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ আবারও মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণের কবলে চলে গেল রাজধানী দিল্লি। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে দূষণের পরিমান একধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যায়। দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান বেড়ে ৪১৮-তে পৌঁছে যায়, যা খুব খারাপ পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। প্রবল ঠান্ডার মধ্যে আবারও খারাপ হল দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি। বায়ুদূষণ নতুন করে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে রাজধানীতে। দিল্লির বাতাসে দূষণ আবার বাড়ছে, তাই বেশ কিছু যানবাহনে নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে। বিএস থ্রি পেট্রল এবং বিএস ফোর ডিজেল গাড়ি চলাচলের উপর শুক্রবার পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহালের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।এদিকে, ঘন কুয়াশার দাপটে ফের জনজীবন বিপর্যস্ত দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারতে। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে মঙ্গলবার রেল ও বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে দিল্লিতে। ঘন কুয়াশার কারণে উত্তর রেলওয়ে অঞ্চলে ৩৬টি ট্রেন দেরিতে চলেছে। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘন কুয়াশা ও দৃশ্যমানতার অভাবে মোট ৩৬টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে, পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, ইন্দোর-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস, মালদা টাউন-দিল্লি এক্সপ্রেস, প্রয়াগরাজ-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস প্রভৃতি। দিল্লি বিমানবন্দরে বিঘ্নিত হয়েছে উ।ান পরিষেবাও। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা কম থাকায় দিল্লি-কাঠমান্ডু, দিল্লি-জয়পুর, দিল্লি-শিমলা, দিল্লি-দেহরাদূন, দিল্লি-চণ্ডীগড়-কুল্লু বিমান বিলম্বিত হয়েছে।

যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাকের সঙ্গে ৫টি গাড়ির সংঘর্ষ, বিদেশী পর্যটক-সহ কয়েকজন আহত

মথুরা, ১০ জানুয়ারি ঃঘন কুয়াশা ও দৃশ্যমানতার অভাবে ফের দুর্ঘটনা ঘটল উত্তর প্রদেশে। মঙ্গলবার সকালে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ওপর মথুরা টোল প্লাজায় একটি ট্রাক ও ৫টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বিদেশী পর্যটক-সহ কয়েকজন যাত্রী। দুর্ঘটনাস্থল থেকে যানবাহন সরানোর সময় আরও তিনটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়।পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে। মথুরা টোল প্লাজার কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে ৫টি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশী পর্যটক রয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ২৬পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১১জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৬ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২৬ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৫.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৩.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৯১শতকরা এবং ৫০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৯মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা -০১০মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে আজকের দিনেটিতেই

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য
বৃষ রাশিঃঘরের উত্তেজনা আপনাকে ক্রুদ্ধ করবে। সেগুলি চেপে রাখা কেবলমাত্র শারীরিক সমস্যা বাড়াবে। শুভদিন হবে।
মিথুন রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মন্দ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন।। শুভদিন
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ।
সিংহ রাশিঃতেল এবং মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। অর্থ ব্যয়।
কন্যা রাশিঃআনঃদদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। বিবাহের যোগ হবেই।
তুলা রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন। বিবাহের যোগ হবেই।
বৃশ্চিক রাশিঃযোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য হবে
ধনু রাশিঃআপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেযার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত
মকর রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। আর্থিক সংকটে হবে না
কুম্ভ রাশিঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। কিন্তু বেশি চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই-কারণ আপনার সুখ আপনাকে হতাশার চেয়ে বেশি আনন্দ।।
মীন রাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয় করেছিলেন তা আজ কাজে লাগতে পারে। ব্যাহত করে। দিন, কারণ তিনি আপনার অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে

সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবার তৈরি হতে চলেছে বনবন্ধু প্রকল্প

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ১০ জানুয়ারি ঃ এবার সুন্দরবনের নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস, কাঠ কাটাসহ বেআইনি কাজ রুখতে বারুইপুর পুলিস জেলায় বনবন্ধু প্রকল্প চালুর পরিকল্পনা নিলো পুলিশ। নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করা। নির্বিচারে জঙ্গলের কাঠ কেটে নেওয়া সহ বেআইনি কাজের ঘটনা লেগেই থাকে সুন্দরবন এলাকায়। এই জিনিস বন্ধ করতে এবার বদ্ধ পরিকর বারুইপুর পুলিস জেলা। তাই 'বনবন্ধু' প্রকল্প চালু করে এই জিনিস বন্ধ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুন্দরবন এলাকায়। বারুইপুর পুলিস জেলা সূত্রে খবর গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, মৈপীঠ উপকূল, সুন্দরবন উপকূল থানা এলাকায় এই প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পুলিস জেলার এক আধিকারিক বলেন, বন দপ্তর, বিডিও এর সঙ্গে আলোচনা চলছে দ্রুত এই প্রকল্প চালুর ব্যাপারে। পুলিস জেলার এ ও সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বনবন্ধু টিমে পুলিস, বনদপ্তর, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বেসরকারি সামাজিক সংস্থা, স্থানীয় পঞ্চায়েত এর প্রতিনিধিরা থাকবে। একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই টিম কাজ করবে ৫ টি থানা এলাকায়। নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ কাটা, গাছের কাঠ কেটে নেওয়া, নদীর পাড়ে মাছের ভেড়ি নির্মাণ খবর কানে এলেই বনবন্ধুরা দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। প্রয়োজনে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও করা হতে পারে। শুধু এটা আটকানো নয়, যে সব জায়গা থেকে ম্যানগ্রোভ কেটে নেওয়া হয়েছে সেই সব জায়গায় নতুন করে ম্যানগ্রোভ বসাবেও এই টিম। পাশাপাশি, নদীর আশপাশ এলাকায় জোরদার নজরদারি চালানো হবে। এই কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা হবে বারুইপুর পুলিস জেলার সদর অফিস থেকে। প্রসঙ্গত, কুলতলি ও মৈপীঠ, বাসন্তী থানা এলাকায় নদীর পাড় থেকে ম্যানগ্রোভ কেটে নেওয়া ও মাছের ভে।নির্মাণের ঘটনা প্রায়শই হচ্ছে। এক পুলিস আধিকারিক বলেন, নদীর পাড় থেকে ম্যানগ্রোভ কেটে নিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে। এই জিনিস আর বরদাস্ত করা হবে না। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিকে ও এই টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কারণ, পঞ্চায়েতের কাছে অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন। আর সুন্দরবনকে রক্ষা করতে গেলে এই টিমের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন প্রকৃতি প্রেমীরা।

হাওড়া স্টেশনের কাছে গাড়ি পার্কিং স্ট্যান্ডে অভিযান চালিয়ে পুলিশের জালে ৯ বাংলাদেশী

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১০ জানুয়ারি ঃ হাওড়া স্টেশনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নজরদারি চালিয়ে পুলিশের জালে ৯ বাংলাদেশী। গোলাবাড়ি থানার পুলিশের অভিযানে ধৃত মোট ১০। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন নিউ কমপ্লেক্সের গাড়ি পার্কিং স্ট্যান্ডে হানা দিয়ে দুটি গাড়ি আটক করে সেখান থেকে নয় বাংলাদেশী সহ মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করলো গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে পুলিশ হাওড়া স্টেশন এলাকার তিন নং পার্কিং স্টান্ডে নজরদারি চালায়। সেখানেই দুটি গাড়িতে ১০ জন বসেছিলেন। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জানা যায় একজন বাদে বাকিরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু তাদের কাছ থেকে ভিসা বা বৈধ কাগজপত্র চাইতে গেলে তারা তা দেখাতে পারেননি। এরপরেই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এরা স্বীকার করেছে যে তাদের মধ্যে ৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং আরেক মূল অভিযুক্ত সুদীপ দাস ভারতীয় নাগরিক। এরাজ্যের বাসিন্দা সুদীপ দাস (২৭) সহ বাংলাদেশী মহঃ খুসরুল মোল্লা'কে (৩০) সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের জন্য এবং বাকিদের জেল হেফাজতের জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া দুই নাবালককেও আদালতের মাধ্যমে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা সীমান্ত পেরিয়ে এরা দু'টি গাড়ি করে হাওড়া স্টেশনে এসেছিলেন। অনুমান, কোনও দালালচক্রের মাধ্যমেই কাগজপত্র ছাড়াই বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ওই

বাংলাদেশীরা এরাজ্যে ঢোকেন। কাজের জন্য ট্রেনে চেপে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল এদের। কিন্তু এদের কাছে কোনও কাগজপত্র না থাকায় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ এদের গ্রেফতার করে। এদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে ও অন্যান্য বিভিন্ন ধারায় মামলা শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, এরা ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছিল কাজের উদ্দেশ্যে। তবে এদের কাছে ভিসা বা পাসপোর্ট কোনও কিছুই ছিল না বলে অভিযোগ। স্টেশনের বাইরে দুটি গাড়িতে তল্লাশি করে এদেরকে গ্রেফতার করে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। এদের মধ্যে একজন ভারতীয় ছিল। তিনিই এদের নিয়ে এসেছিলেন। উল্লেখ্য, কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের হাতে জঙ্গি সন্দেহে হাওড়ার দুই যুবকের গ্রেফতারির পর থেকেই নিরাপত্তা নিয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করেছে পুলিশ প্রশাসন। হাওড়া স্টেশনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সেরকমই তল্লাশিতে ধরা পড়েছে একসঙ্গে এতজন বাংলাদেশী।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ল ভ্যান, চালকের মৃতদেহ নিয়ে বাসন্তী হাইওয়েতে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১০ জানুয়ারি ঃ বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ ধরে যানজটে কর্মব্যস্ত দিনে সমস্যার মুখে যাত্রীরা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়লেন ইঞ্জিন ভ্যানের চালক। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ধারকাজ হয়নি, এই অভিযোগে রাস্তায় নেমে আসে উত্তেজিত জনতা। প্রায় একঘণ্টা পর খাল থেকে চালকের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর সেই ক্ষোভের আগুনে কার্যত ঘি পড়ে। দেহ নিয়ে বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করেন তাঁরা। যে ভ্যানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে, তা বন্ধ করতে পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাই এদিন বিক্ষোভে নামেন তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে একাধিক গাড়ি। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল সাড়ে ছ'টা। মুরগির প্লাস্টিকের ঝাঁকা নিয়ে একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যান দক্ষিণ ২৪ পরগনা লাগোয়া কলকাতা-বাসন্তী হাইওয়ে ধরে চণ্ডীপুর থেকে যাচ্ছিল। বামুনিয়া ব্রিজের কাছে আসতে ইটবোঝাই একটি গাড়িকে পাশ দিতে গিয়ে সজোরে ব্রিজের গার্ডওয়ালে ধাক্কা মেরে ভ্যানটি ছিটকে পড়ে খালে। জলে পড়ে ভ্যানচালক তলিয়ে যান। ঘটনাটি নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, ভ্যানটি জলে পড়ার পর এলাকার কয়েকজন যুবক ভ্যানচালককে খোঁজাখুঁজি করেন। যত বেলা গড়াতে থাকে, মানুষের ভিড়ও বাড়তে থাকে কলকাতা- বাসন্তী বামুনিয়া ব্রিজের উপর। কার্যত অবরোধের চেহারা নেয় হাইওয়ে। ছোট গাড়ি, বাস সব দাঁড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছায় বামুনিয়া ব্রিজের কাছে। কলকাতা- বাসন্তী রাস্তার উপর থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য বোঝাতে থাকে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, জলে নেমে ওই ভ্যানচালককে উদ্ধারের চেষ্টা কেন করেনি পুলিশ? পুলিশ- বিক্ষোভকারীদের একপ্রস্থ বচসার পর স্থানীয় কয়েকজন খালে নেমে চালককে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। এক ঘণ্টার পর ভ্যান চালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। এরপর সেই দেহ নিয়ে দফায় দফায় চলে অবরোধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে বাস, ছোট গাড়ি, লরি। সমস্যায় পড়েন পথচলতি মানুষ। তাঁদের একটাই অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসন ও শাসকদলের নেতারা অবৈধ ইঞ্জিন ভ্যান রাস্তা থেকে তুলে দিচ্ছে না। তাই এধরনের গাড়ির বাড়বাড়ন্ত। আর তার জেরে ব্যস্ত সময় দুর্ঘটনা বাড়ছে। কলকাতা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এই পরিস্থিতিতে খুবই সমস্যা হয়।

হরিপাল ও সিঙ্গুরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আদিবাসী ভাইবোনদের বস্ত্র বিতরণ, উপস্থিত বিধায়ক ও নেতৃবৃন্দ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১০ জানুয়ারি ঃ আদিবাসী মানুষের শ্রেষ্ঠ উৎসব শাকরাত উপলক্ষ্যে ৭৫০ জন দুঃস্থ আদিবাসী মা, ভাই- বোনেদের জন্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হলো সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সিঙ্গুর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ ধারা সহ নেতৃত্ববৃন্দ। আদিবাসী মানুষের শ্রেষ্ঠ উৎসব শাকরাত উপলক্ষ্যে ৫৫০ টি দুঃস্থ আদিবাসী মা, ভাই- বোনেদের জন্যে প্রতি বসরের ন্যায় এবৎসরেও সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হল সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে ও ২৫০ টি পরিবারকে এবং আনন্দনগর রমানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫৫০ টি পরিবারকে বস্ত্র বিতরণ করা হল । উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সিঙ্গুর, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ ধারা সহ নেতৃত্ববৃন্দ।

বেলঘড়িয়ায় একই পরিবারের ৩ ভাইবোনের রহস্যমৃত্যুতে ধোঁয়াশা, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ১০ জানুয়ারি ঃ বেলঘড়িয়ায় তিন ভাইবোনের রহস্যমৃত্যু। পুকুরে মিলেছে দাদার দেহ। ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই-ভাইবোনের দেহ। ভাই- বোনকে খুন করে দাদা আত্মঘাতী হয়েছেন? নাকি তিনজনই আত্মঘাতী, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন তিনজনই। জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম বিমল চৌধুরী, সজল চৌধুরী ও রানু চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘড়িয়ার পূর্ব পাড়ার প্রিয়নাথ গুহ রোড এলাকার আবাসনে থাকতেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে আবাসনের পাশের একটি জলাশয়ে দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় থানায়। এরপরই পুলিশ গিয়ে পুকুর থেকে উদ্ধার করে সজল চৌধুরীর দেহ। এতেই সন্দেহ দানা বাঁধে পুলিশ ও প্রতিবেশীদের মনে। পুলিশ হাজির হয় চৌধুরীদের আবাসনে। সেখানে মেলে বিমল ও রানু চৌধুরীর নিথর দেহ। তড়িঘড়ি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। কীভাবে মৃত্যু হল এই তিন ভাইবোনের? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রানু চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসাও চলছিল। বিমল চৌধুরীরও মানসিক ও শারীরিক সমস্যা ছিল। এদিকে সজল চৌধুরীর বাজারে প্রচুর ধার ছিল। ফলে সবমিলিয়ে আর্থিক সমস্যা একটা ছিল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সমস্যায় জেরবার হয়েই আত্মঘাতীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনজন। যদিও বিষয়টা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতি, খেলাধূলাকে ধরে রাখতে অভিনব রূপসজ্জা আয়োজন জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১০ জানুয়ারি ঃ গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফিরে এলো এবার দক্ষিন বারাসতে। সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ জীবনে সকল ধর্মের সকল বয়সের সাধারণ মানুষের বিনোদনের একটা উৎস রূপসজ্জা, অঙ্গসজ্জা। সাধারণত সেভাবে আর গ্রাম বাংলায় দেখা যায় না এই রূপসজ্জা। আগে যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। এই রূপসজ্জা লোক সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। আস্তে আস্তে এই ধরনের অনুষ্ঠান গ্রাম বাংলায় বন্ধ হতে বসেছে। জয়নগর থানা এলাকার দক্ষিন বারাসতের মাসটিকারি ক্লাবের উদ্যোগে আবার সেই ফিরে এলো রূপসজ্জা। মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠানে প্রায় একশোরও বেশি প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে রূপসজ্জার শিল্পীরা এসে ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন রকমের রূপ তুলে ধরেন দর্শকদের

মন কারার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন হাওড়া হুগলি নন্দীগ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর সহ একাধিক জেলা থেকে এসে ছিলেন প্রতিযোগিরা। এই রূপসজ্জা সাধারণত আলোক চরিত্র বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তারা তাদের চরিত্র অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে রূপসজ্জায় তাদের রূপকে ফুটিয়ে তুলে ছিল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে জয়নগরের বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এখানে জড়ো হয়েছিল শুধুমাত্র এরূপ সজ্জা দেখার টানে। যদি ও ক্লাবের পক্ষ প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত ও করেছে। তবে এদের মধ্যে সেরার সেরা হয়েছে তাকে একটি ১৬০ লিটারের ফ্রিজ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কে একটি স্টিলের খাট দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতি, খেলাধূলা যাতে হারিয়ে না যায় এটাই উদ্যোক্তাদের মূল উদ্দেশ্যে বলে জানা গেল।

কংগ্রেস সিপিএম, তৃণমূলের অবৈধ প্রেম বললেন সুকান্ত মজুমদার কামারপুকুরে

গোপাল রায়, আরামবাগ, ১০ জানুয়ারি ঃ হুগলি কামারপুকুর বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্মী সম্মেলন যোগ দিলেন। মঙ্গলবার এদিন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে পুজো দিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তারপরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে কামারপুকুর লালবাজার থেকে একটি বাইক র‍্যালি করে কামারপুকুর চটি পর্যন্ত র‍্যালিটি শেষ হয়। তারপরে একটি কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন সুকান্তবাবু। এদিন হাজির ছিলেন আরামবাগ জেলা সাংগঠনিক বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেড়া, পুড়শুড়া বিধাযক বিমান ঘোষ ছাড়াও আরো অনেকে হাজির ছিলেন। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নে সুকান্ত মজুমদার বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ২৪ এর ভোট যত এগিয়ে আসবে। পঞ্চায়েত ভোট কাটলেই মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর, প্রকাশ করাতে এর সাথে একসাথে বসে বৈঠক করবেন আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দেখলাম। কংগ্রেস ও সিপিএম ও তৃণমূলের সাথে তলে তলে অবৈধ প্রেম রয়েছে। তৃণমূলের সব নেতারা এখন ধোলাই এর কথা বলছে। তবে ধোলাই কখন হয় এক পক্ষে ধোলাই হয় না আমরা ধোলাই দিতে পারি। ধোলাই দেব না আমরা আত্মরক্ষা করব। বাড়িতে সাপ ঢুকলে আমরা এসিড ব্যবহার করা করা হয় সাপ তাড়াবার জন্য।

চলতি গঙ্গাসাগর মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ চলতি বছরের গঙ্গাসাগর মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আগামীকাল বিকালে কলকাতার আউট্রাম ঘাটে রাজ্য সরকারের তরফে প্রস্তাবিত এক অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থেকে পুণ্যার্থীদের শিবিরে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আউট্রাম ঘাট ও কলকাতা ময়দানে যাত্রীদের জন্য যে ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে সেগুলিও সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, এবছরে গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাজ্য পরিবহন দপ্তর আজ থেকে বাস পরিষেবা চালু করছে। আজ সকাল ৬ টা থেকে হাওড়া ও বাবুঘাট থেকে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম WBTC ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা SBSTC এই বাস পরিষেবা দেবে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রের খবর। WBTC আজ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত হাওড়া টার্মিনাস ও বাবুঘাট থেকে এই বাস পরিষেবা দেবে। আজ নিগমের পক্ষে ৫৫ টি ট্রিপ চালানোর পরিকল্পনা থাকলেও আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে ১৫

> পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাজ্য পরিবহন দপ্তর অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালু করেছে

জানুয়ারি পর্যন্ত এই ট্রিপের সংখ্যা প্রতিদিন ২৪০ থেকে ২৬০ করা হবে বলে WBTC - র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন। তবে আগামী ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি ওই ট্রিপের সংখ্যা কমিয়ে প্রতিদিন দেড়শো করা হবে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা SBSTC আজ হাওড়ার জাগৃতি সংঘ ও বাবুঘাট থেকে আগামী ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত বাস পরিষেবা দেবে। প্রতিদিন গড়ে ৭৫ টি বাস সব মিলিয়ে ৪৭০ ট্রিপ চালাবে বলে সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন। তিনি বলেন পুণ্যার্থীদের চাহিদা বৃদ্ধি হলে বাসের সংখ্যা ৭৫ থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ একশো করা হবে এবং সর্ব মোট ট্রিপের সংখ্যা সাতশ করা হবে। অন্যান্য বারের মত এবারও বাসের ভাড়া বাবুঘাট থেকে লট এইট অবধি মাথা পিছু ৬০ টাকা এবং হাওড়া থেকে লট এইট পর্যন্ত মাথা পিছু ভাড়া ৬৫ টাকা থাকছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রের খবর।

দেশের উন্নয়নে সকলকেই একসঙ্গে মিলিতভাবে চলা উচিত, বললেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জানুয়ারি ঃ দেশের উন্নয়নে সকলকেই একসঙ্গে মিলিতভাবে চলা উচিত। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উপর পাথর সে বিহার, ঝাড়খণ্ড বা পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই পড়ুক, এই বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়। বললেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে সফর করে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার ঘটনার কড়া নিন্দা করেন তিনি। জানিয়ে দেন যারা এই ধরনের কাজ করছেন তাদেরও মনে রাখতে হবে তাঁরাও দেশের নাগরিক। দেশের বিকাশে তাঁদেরও যোগদান জরুরি। এই ধরনের কাজ করে মানুষের অসুবিধা করা উচিত নয়। এদিন আবাস যোজনা দুর্নীতি, পঞ্চায়েত ভোট নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। এদিন তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দেশ অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকার এই ট্রেন চালিয়ে দেশের অগ্রগতি করছে। এই ট্রেনে খুব তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়। ক্লান্তিও কম। এই ট্রেন নিয়ে যাত্রীরা সকলেই খুশি। সেখানে দেশের এই উন্নয়নে সকলকে মিলিত হয়ে সহযোগিতা করা উচিত। এইরকম পাথর ছোঁড়া খুবই নিন্দনীয় বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, সকলেই দেশের নাগরিক। আর দেশের এই উন্নয়নে সকলকেই একসঙ্গে মিলিতভাবে চলা উচিত। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উপর পাথর সে বিহার, ঝাড়খণ্ড বা পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই পড়ুক এই বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়। আবাস যোজনায় গরীব লোকেরা ঘর পাননি এই সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অনলাইনে ঘরের তালিকা পাঠানো হয়। যদি রাজ্য সরকার কোনও ভুল নাম পাঠায় আর সেই সম্পর্কে কোনও অভিযোগ আসে তাহলে তদন্ত করতে হবে। অনেক সময় টার্গেট দেবার পরও এই কাজ সঠিক সময় হয় না। দেরি হয়ে যায়। তার জন্য সমস্যা হয় বলে তিনি জানান। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল জানান, পঞ্চায়েত নির্বাচন তো কেন্দ্রীয় সরকার করবে না, রাজ্য সরকার করবে। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্য সরকার ভালভাবে করুক বলে তিনি বলেন।

তিলোত্তমায় কনকনে শীত উধাও, সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে চড়তে পারে পারদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ পারদ চড়তেই শীতের শিরশিরানি উধাও হয়ে গেল তিলোত্তমা থেকে। তবুও হালকা ঠাণ্ডা রয়েছে, কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ। এই সপ্তাহান্তে তাপমাত্রার পারদ চড়তে পারে কলকাতা- সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কিছুটা বেড়ে মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই ছিল, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। মঙ্গলবার সকালেও কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল কলকাতা ও বেশ কয়েকটি জেলা, তবে শীতের শিরশিরানি সেভাবে মালুম হয়নি। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা ঠান্ডা থাকলেও, কনকনে শীত উধাও হয়ে গিয়েছে তিলোত্তমা থেকে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়তে পারে। আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে চলতি সপ্তাহের শেষে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে তাপমাত্রা ফের বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে দুর্বল হয়ে এসেছে উত্তুরে হাওয়া। বদলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বাতাস রাজ্যে প্রবেশ করছে। সেই কারণেই আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা বাড়তে পারে কয়েক ডিগ্রি। সপ্তাহের শেষে জাঁকিয়ে শীত উধাও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সল্টলেকের দত্তাবাদ এলাকার রেশন দোকান পরিদর্শনে লকেট চট্টোপাধ্যায় ও দোলা সেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের গণ বণ্টন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সল্টলেকের রেশন দোকান ঘুরে দেখলেন সংসদের ফুড কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স এন্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। মঙ্গলবার সল্টলেকের দত্তাবাদ এলাকার একটি রেশন দোকান পরিদর্শনে আসেন তাঁরা । এদিন সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনও। কীভাবে কাজ চলছে, সেখানকার মানুষজন রেশন ঠিকঠাক পরিমাণে পাচ্ছেন কি না, কোথাও কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না, সেই সব বিষয়ে খোঁজখবর নেন সাংসদরা। কেন্দ্রের তরফে যে অতিরিক্ত রেশন বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেই বিষয়েও খোঁজ নেন কমিটির সদস্যরা। বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনও এই স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান। দোলা সেন জানালেন, সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির তরফে শিলং, সিকিম ও কলকাতায় একটি স্টাডি ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই কাজেই ফুড কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স এন্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা ঘুরে দেখেন দত্তাবাদের একটি রেশন দোকান। সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় জানান, এর আগে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখছেন। ইতিপূর্বেই মেঘালয়ের রেশনিং ব্যবস্থা ঘুরে দেখেছেন তাঁরা। কলকাতার কাজ পরিদর্শনের পর সিকিমের কাজ পরিদর্শনে যাওয়ার কথা। বিজেপি সাংসদ বললেন, কোভিডের সময় বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। রেশনের চালের গুণগত মান নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন অনেকে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই একাধিক রাজ্যে ঘুরছেন সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। লকেটের বক্তব্য, অত্যন্ত উচ্চমানের চাল পাঠান হয় রেশন দোকানগুলির জন্য। কিন্তু সেই চাল সকলে ঠিকঠাক পাচ্ছেন কি না, সেটিই ঘুরে দেখছেন তাঁরা।

ডোমজুড়ের কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী আগুন, তদন্তে দমকল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের অঙ্কুরহাটি এলাকার একটি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। আরও ইঞ্জিন আনা হতে পারে বলে দমকল সূত্রে জানা গেছে। কীভাবে আগুন লেগেছে তা জানার চেষ্টা চলছে। হতাহতের খবর নেই। আগুন বিধ্বংসী আকার নিয়েছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার বিকেলে ওই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জাতীয় স।কের ধারে সরস্বতী কমপ্লেক্সের একটি রাসায়নিক কারখানায় ঘটে ওই অগ্নিকান্ডের ঘটনা। কারখানার ভিতরে কাজ চলাকালীন আগুন লাগার ঘটনা ঘটায় স্বভাবতোই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওই কমপ্লেক্সে। কারখানাতে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকার দরুণ আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারখানার কর্মীরা স্থানীয় দমকলে খবর দিলে সেখান থেকে পরপর ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। মূলতঃ শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগার ঘটনা বলেই অনুমান করা হচ্ছে। যদিও আগুনের ঘটনায় কারোর হতাহতের খবর নেই বলেই জানা গেছে। কমপ্লেক্সের অন্যান্য শ্রমিকদের অভিযোগ নানা ধরনের দাহ্য পদার্থ নিয়ে এখানে কাজ হত। ওই কারখানার একটি ইউনিটে আগুন লেগে তা পাশের ইউনিটে ছড়িয়ে যায়।

স্কুল পড়ুয়াদের পথ নিরাপত্তায় বিশেষ অ্যাপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে যানবাহনে যাত্রী সুরক্ষা বাড়াতে সব যাত্রিবাহী গাড়িতে অবস্থান নির্ণায়ক প্রযুক্তি বা লাগানোর প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করার পরের ধাপে এবার স্কুল পড়ুয়াদের পথ নিরাপত্তায় বিশেষ অ্যাপ আনা হচ্ছে। ওই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অভিভাবকেরা নিজেদের মোবাইলে ছেলেমেয়ের স্কুলবাস ও পুলকারের অবস্থান জানতে পারবেন । রাজ্যের পরিবহণ দফতর কলকাতা ও শহরতলি এলাকার প্রত্যেকটি সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের বাস ও পুলকারকে বাধ্যতামূলক ভাবে এই অ্যাপের আওতায় আনবেন বলে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। এর ফলে স্কুলগাড়ি দেরি করলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বলে তিনি জানান। স্কুলগাড়ি কিংবা পুলকার চালকদের একাংশের যথেচ্ছাচারে লাগাম টানা যাবে।

টেন্ডারের দুর্নীতি তুলে ব্যাপক বিক্ষোভ গোঘাটে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১০ জানুয়ারি ঃ টেন্ডারের দুর্নীতি অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ, রাস্তায় শুয়ে তীব্র বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলেরই এক অংশ কর্মীরা। তুমুল বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল গড় মান্দারণ। ঘটনাটি ঘটেছে, গোঘাটে গড় মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের প্রধান তার ঘনিষ্ঠদের টেন্ডার পাইয়ে দিচ্ছেন। এই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের একাংশ কর্মীরা গড় মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। এরপর কামারপুকুর গড়বেতা রোডে রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবি অবিলম্বে এই প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক এই কারণেই বিক্ষোভ দেখায় লোকজনেরা।

গৃহবধূকে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকের বিরুদ্ধে, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১০ জানুয়ারি ঃ জয়নগর ২ নং ব্লকের বেলে দুর্গানগর পঞ্চায়েতের পশ্চিম তেঁতুলবেড়িয়ার এক গৃহবধূকে। শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল ঐ গৃহবধূর স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। আহত ওই গৃহবধূর নাম এসমোতোরা হালদার। ঐ গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ি বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের পশ্চিম ঠাকুরচকে। ওই গৃহবধূর ঠাকুমা বলেন, ৮ বছর আগে দেখাশোনা করে তাঁর নাতনির সাথে পশ্চিম ঠাকুরচকের আমিনুদ্দিন হালদার পেশায় দর্জির সাথে বিবাহ হয়। ওদের দুটো মেয়ে আছে। বিয়ের কয়েক বছর পর থেকে বিভিন্ন কারনে নাতনির উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। একাধিকবার দুজনের বোঝাপড়া করে মিটমাট করে দেওয়ার পরেও শ্বশুরবাড়ি থেকে ক্রমাগত নির্যাতন করা হত। এদিন আমরা খবর পেয়ে গিয়ে দেখি নাতনি ঘরে গুরুতর আহত অবস্থায়

পড়ে আছে, প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়ে কিছু না হওয়ায় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার রাতে জয়নগরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়, বর্তমানে সেখানে আশংকা জনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে ঐ গৃহবধূর। বকুলতলা থানায় ওই গৃহবধূর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করার পরে ওই গৃহবধূর স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ি লোকজন পলাতক। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪২ সংখ্যা, বুধবার, ২৬ পৌষ, ১৪২৯

জি-২০ কর্মযজ্ঞ শুরু

ভারত ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেই কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের সব রাষ্ট্র নেতারা ভারতে এসে উপস্থিত হবেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং তার সমাধান করা পথ রচিত হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর আসার কথা রয়েছে। রয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন সম্ভবত আসতে পারছেন না। তবে তিনি তাঁর দেশের বিদেশ মন্ত্রীকে রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে ভারতে পাঠানোর কথা জানা গিয়েছে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক আসছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে এদিকে আবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক বলেছেন যে প্রবল গরম এবং খরার মুখে পড়তে চলেছে বিশ্ব। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একেবারে অসম্ভব। এক দল বিজ্ঞানী আবার বলেছেন যে বিশ্বের অধিকাংশ স্থলভাগ জলের তলায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামি দশ থকে পনেরো বছরের মধ্যে তা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে সব রাষ্ট্র নায়কদের এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করছে মানুষই। তারা এই ধ্বংসের প্রধান কারণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় উজ্জ্বল উদাহরণ। যেভাবে একটি বৃহৎ শক্তি একটি দেশকে একেবারে নাৎসীবাদ তকমা দিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিতে শুরু করে দিয়েছে তা নিন্দার ভাষা নেই। কিন্তু তবুও সেই দেশের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তার একটি মাত্র কারণ সেই দেশটি শক্তিশালী। অধিকাংশ রাষ্ট্রকে দমন করার ক্ষমতা সে রাখে। সেই ভয়ে তাকে সবাই এখন তোয়াজ করে চলেছে। গোটা বিশ্ব পরিস্থিতি খুবই জটিল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিন আবার ভারত সীমান্তে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু আর্থিক কারণে শ্রীলঙ্কা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। শ্রীলঙ্কাকে কব্জা করে নিয়েছে চিন। চিনের লক্ষ্যই হচ্ছে তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির উপরে আধিপত্য বিস্তার করে চিনের স্থায়ীত্বকে নিশ্চিত করা। চিন তার চারপাশে কোনও শত্রুদেশ রাখতে একেবারে নারাজ। ভারতকে চিন গ্রাস করতে পারছে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। এই দুই দেশে ভারতীয়দের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক কমলা হ্যারিস। আবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটেন নাগরিক ঋষি সুনক। তার ফলে ভারতের ভুকৌশলগত রাজনীতি একটি মানকে বজার রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যেসব দেশ ভারত সম্পর্কে সন্দিহান তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে চিন। চিন ইতিমধ্যে আফগানিস্তানের সঙ্গে তেল তোলা নিয়ে চুক্তি করলো। যে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে কোনও রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়নি তাদের সঙ্গে চিন ১৫ কোটি ডলারের চুক্তিবদ্ধ হল। তার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চিন ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। চিন এই সব দেশের অভ্যন্তরে যে ব্যাপক গণ্ডগোল তৈরি হয়েছিল তার সমাধান করতে শুরু করে দিয়েছে। করোনায় আক্রান্ত চিন সীমান্ত খুলে দিয়েছে। জনগণের চলার রাস্তাতে একেবারে উন্মুক্ত করে ফেলেছে। তার ফলে কোন চিনা নাগরিক ইচ্ছা করলে বিদেশ সফর এবং চিন দেশে সবাই আসতে পারবে। তাতে কোনও বাধা নেই। এদিকে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র চিনা নাগরিকদের দেশে প্রবেশ করতে দিতে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে চিনের বিকাশ হওয়ার পথটা ক্রমশ শঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশই কিন্তু চিনা পণ্য পচ্ছন্দ করে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিনা পণ্যের কোনও স্থায়িত্ব নেই। তার ফলে ইউরোপের বাজার ধরা চিনের পক্ষে মুশকিল হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। সেই কারণে চিন এবারে তাদের বাজার কৌশল পরিবর্তন করে ফেলেছে। চিন এখন অনুন্নত দেশগুলিতে বাজার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তাদেরকে অল্পমূল্যে উন্নত মানের পণ্য দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে তাদের স্থায়িত্ব নিয়ে কোনও গ্যারান্টি দেওয়ার কথা বলতে পারছে না। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলি আপাতত চিনের পণ্য নিয়ে তারা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে। ভারতের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে চিন। কিন্তু চিন ভারতের চারদিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে যাতে ভারত বেশি নাড়াচাড়া না করতে পারে। এখনও বহু ভারতীয় পণ্যের বাজার বেশ শক্তিশালী। আবার ভারতের গাফিলতিতে চিন যেমন বেশ কিছু পণ্যের বাজার তৈরি করে ফেলেছে। যেমন চা শিল্প। ভারত এতকাল ধরে বিশ্বের একচেটিয়া চা শিল্পকে ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু সেখানে চিন এসে উপস্থিত হওয়ার ফলে বাজার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আজকে ভারতের চা বাগানগুলি শুকিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্ন্তজাতিক বাজারে ভারতের চা'য়ের চাহিদা আগের মতো আর নেই। তার ফলে চা শিল্পে ভারত ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করেছে। চিন ক্রমশ সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভারতের চা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে ইউরোপ। এখনও ইউরোপ আমেরিকা ভারতের চা'কে পচ্ছন্দ করে। তার একটি মাত্র কারণ ভারতীয় চায়ের যে স্বাদ রয়েছে তা কিন্তু অন্য কোনও দেশে নেই। যেসব দেশ ভারতীয় চা ব্যবহার করেছে তারা অন্য কোনও দেশের চা'কে গ্রহণ করতে চায় না। তার ফলে ভারতের চায়ের বাজার আগেকার মতো তেজি নয়। কিন্তু চিন চা থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যাপক উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছে। তার গুণগত মান হয়তো নেই। কিন্তু সাময়িক ব্যবহার যোগ্য বলা যেতে পারে। তার ফলে সাময়িক সমস্যার সমাধান করে দেশকে এগিয়ে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে এই সব দেশগুলি। তার মধ্যে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানও রয়েছে। আফগানিস্তান তালিবান সরকারকে চিন সমর্থন গোড়া থেকেই করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আফগানে যে তেল রয়েছে তাকে গ্রহণ করা। তাই এই প্রথম দেশ চিন আফগানদের সঙ্গে কোটি ডলারের চুক্তি করলো। রাজনীতিতে চিন সব দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলো শ্রীলঙ্কা।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

তোমার ভাষা যদি কুৎসাকলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসানরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত রাজ পরিবার ব্রিটিশ রাজ পরিবার

রবীন্দ্রকুমার শীল

ব্রিটিশ রাজ পরিবার বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত রাজ পরিবার। আবার এই পরিবার সবচেয়ে সক্রিয়। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় রাজার কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলে এক একটি সময়ে দেখতে পাওয়া যায় যে রাজা প্রধান ভূমিকা পালন করছেন। জনগণের সঙ্গে একেবারে মিশে রয়েছে রাজ পরিবার। এখনও কমনওয়েলথ গেমসের সূচনা করে থাকেন রাজা বা রানি। লর্ডসে ক্রিকেট দেখা দেখতে আসেন রাজা স্বয়ং। আবার উইম্বলডন টেনিস খেলার অংশ গ্রহণ করে থাকে রাজ পরিবার। ব্রিটিশ রাজ পরিবারের মতো এতো সক্রিয় রাজ পরিবার আর বিশ্বে একটি দেখতে পাওয়া যায় না। জাপানের রাজ পরিবার একটি সময়ে সক্রিয় ছিল। তারপরে তারা আর জাপান শাসন ব্যবস্থা বিশেষ উপস্থিত থাকে না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় রাজা বা রানি এখন সেখানকার পার্লামেন্টের উপস্থিত থেকে প্রারম্ভিক ভাষণ পরিবেশন করেন। সেই ভাষণের ওপরে ভিত্তি করে ব্রিটিশ সংসদে আলোচনা শুরু হয়। ব্রিটিশ রাজপরিবার থেকে আজও নাইট উপাধি দেওয়া হয়ে থাকে। সেই ব্রিটিশ রাজপরিবার এখন সবার দৃষ্টি আকর্ষন করে নিয়েছে। তবে এটা বলে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে ব্রিটিশ রাজপরিবার কিন্তু খুবই রক্ষণশীল পরিবার। তারা রাজপরিবারের মর্যাদা রক্ষা করতে একেবারে বদ্ধ পরিকর। এখনও অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় রাজ পরিবারের সদস্যদের সম্মান দিয়ে থাকে। এই রক্ষণশীল রাজ পরিবার কোনও রকম ভাবে মর্যাদাহীন কাজে লিপ্ত থাকে না। রাজপরিবারের মর্যাদহানি হচ্ছে এই রকম কোনও ঘটনা ঘটতে থাকলে তাকে ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাজ পরিবারের একটি সময়ে চালর্সের লেডি ডায়না রাজ পরিবারের রক্ষণশীলতার মধ্যে থেকে একেবারে নাভিঃশ্বাস উঠতে শুরু করেছিল। তিনি ছিলেন একেবারে মুক্তমনা মহিলা। ব্রিটিশ রাজ পরিবারের কঠিন আইনের মধ্যে থাকতে একেবারে নারাজ ছিলেন। তিনি স্বয়ং এই সব রক্ষণশীল রাজ আইনের হাত থেকে রক্ষা পেতে ডির্ভোস মামলা করে জিতে গিয়ে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সঙ্গে সংযোগ ত্যাগ করেছিলেন। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। টোডির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেন ডায়না। কিন্তু রাজ পরিবার সেই সম্পর্ককে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। দুই সন্তানের জননী ডায়নার বেপরোয়া জীবন যাত্রা ব্রিটিশ রক্ষণশীল রাজ পরিবারকে মনে হচ্ছিল চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তি চুপ করে বসেছিল। তাদের করার কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁর দুই সন্তান উইলিয়াম এহং হ্যারি রাজ পরিবারের সন্তান। তাদের রক্তে রাজ পরিবারের রক্ত বইছে। ফলে তাদেরকে একেবারে রাজ পরিবার অস্বীকার করতে পারছে না। রানি এলিজাবেথ তাঁদেরকে গ্রহণ করে রাজ পরিবারের মর্যাদা দিয়ে লালন পালন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বারবার ডায়না যেভাবে উগ্র হয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করেছিলেন এবং সংবাদপত্রে শিরোনামে উপস্থিত হতে শুরু করেছিলেন তাতে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের ধমনীতে আঘাত দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল যে লেডি ডায়না গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। কিন্তু রাজ পরিবার

তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে রাজকীয় সম্মান দিয়ে সমাধিস্থ করেছিল। চাপা পড়ে গিয়েছিল লেডি ডায়নার গাড়ি দুর্ঘটনার কারণ। আজও এই নিয়ে বহু তদন্ত হয়েছে। কিন্তু কেন হঠাৎ করে ডায়নার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়লো তার রহস্য উন্মোচন হয়নি। এবারে কিন্তু ব্রিটিশ রাজ পরিবারের দ্বিতীয় নাটক উপস্থিত হয়েছে। রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে যুবরাজ হ্যারি চলে গিয়েছেন আমেরিকাতে। তিনি যুবরাজ আখ্যা পরিত্যাগ করেছেন। তিনি বলছেন তাঁর স্ত্রী মেগানকে সহ্য করতে পারছে না ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যরা। তাঁর ভাই উইলিয়াম পর্যন্ত মেগানকে সহ্য করতে পারছে না। এমনকী হ্যারির মেগানকে বিবাহ করা নিয়ে বহু কথা উঠেছিল। হ্যারিকে বলা হয়েছিল সে যেন মেগানকে বিবাহ না করে। কিন্তু রাজ পরিবারের অমতে সে মেগানকে বিবাহ করে। সেই থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। সেই হ্যারি এবারে একটি বই প্রকাশ করেছেন। সেই বইটির নাম হচ্ছে 'স্পেয়ার'। বইটি জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। প্রতিটি ব্রিটিশ নাগরিকেরা এই বইটি কিনতে শুরু করে দিয়েছে। তার আগে হ্যারি জীবনী নিয়ে একটি তথ্য চিত্র প্রকাশ পেয়েছিল। সেই সব তথ্য চিত্রে তাঁর ওপরে কী রকম মানসিক অত্যাচার হয়েছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বইটিতে হ্যারি লিখেছেন, একদিন তাঁকে দাদা উইলিয়াম ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। তাঁর দাদা মেগানকে সমস্যা সৃষ্টি কারী এবং অভদ্র বলে মন্তব্য করেছিলেন। তা নিয়ে ভাই হ্যারি প্রতিবাদ করায় তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। সে আঘাত পায়। এই ঘটনাটি ঘটেছিল স্যান্ড্রিংহ্যাম রাজপ্রসাদে। তার পরে অবশ্য দাদা উইলিয়াম দুখ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর আচরণের জন্য। 'স্পেয়ার' বইটি প্রকাশ হওয়ার আগেই স্পেনের একটি দোকানে চলে গিয়েছিল। প্রকাশকেরা তাড়াতাড়ি সেই সব বইগুলি দোকান থেকে সরিয়ে ফেলে। কিন্তু বেশ কয়েকটি বই জনগণের হাতে গিয়ে পড়ে। মায়ের মৃত্যু সংবাদ থেকে শুরু করে প্রথম শারীরিক সম্পর্ক সব কথাই তিনি লিখেছেন। কোনও কথাকে তিনি গোপন করেনি। প্রকাশ্যে বলেছেন। ২০০৭, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সেনা হয়ে। সেখানে তিনি বেশ কয়েকজন তালিবানদের গুলি করে হত্যা করেছিলেন। ১৭ বছর বয়সে কোকেন সেবন করেছিলেন। তার আগে তিনি নিয়মিত মারিহুয়ানা নিতেন। পরে জানতে পেরে তাঁর পিতা চার্লস তাকে মাদকমুক্তি কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এবং দাদা উইলিয়াম বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ক্যামিলাকে বিবাহ না করেন। কিন্তু পিতা তা শোনেন নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাজ পরিবারের মর্যাদাকে রক্ষা করতে হবে। রানি থাকার ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় থাকতে হবে। একবার 'যেমন খুশি তেমন সাজো' প্রতিযোগিতায় নাৎসী পোশাক পরে সেজে ছিলেন। তাতে তিনি হাসির খোরাক হন। নাৎসী পোশাক পরার বুদ্ধিটি দাদাই তাঁকে দিয়েছিলেন। একজন তাঁর চেয়ে বেশি বয়সের মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেটা কেউই দেখতে পায়নি। তবে হ্যারি স্বীকার করেছে যে দাদা উইলিয়াম মেগানকে বিবাহ করার ব্যাপারে কোনও বাধা দেননি। ব্রিটিশ রাজের পরবর্তী রাজা সম্ভবত হতে চলেছেন দাদা উইলিয়াম। সেই কারণে তিনি খুবই সতর্ক হয়ে রাজ প্রসাদের নীতি গ্রহণ করে রক্ষণশীলতা ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছেন। হ্যারি বলেছেন, তিনি আমেরিকাতে ভালোই আছেন। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ এর মৃত্যুর দিন হ্যারি রাজ পরিবারের ব্যবহারে আহত হয়েছিলেন। দাদা উইলিয়াম তাঁকে বলেছিলেন বিয়েতে দাঁড়ি রাখা চলবে না। এটা রাজ পরিবারের বিবাহ রীতি বিরোধী। কিন্তু হ্যারি দাঁড়ি রেখে বিবাহ করেছিলেন। তবে বেশ কিছু লোক বলতে শুরু করে দিয়েছে যে লেডি ডায়নার মতো হ্যারি রাজ বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাঁর মা যেমন ছিলেন রাজ বিদ্রোহিনী। ঠিক সেই রকম হ্যারিও রাজ বিদ্রোহী হতে শুরু করে দিয়েছেন। মায়ের রক্ত বইতে শুরু করে দিয়েছে ছেলে হ্যারি মধ্যে। তবে দাদা উইলিয়াম পিতা তৃতীয় চালর্সকে অনুসরণ করে রাজ পরিবারের ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ব্রিটিশ রাজ পরিবারের মর্যাদা লক্ষ্য করাই তাঁর অন্যতম কর্তব্য।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্মৃতি ফিরে এলো ব্রাজিলে

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের স্মৃতি ফিরে এলো এবারে ব্রাজিলে। যে ব্রাজিল ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোর আচরণে। ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বালসোনারো আবার করোনা টিকা কেলেঙ্কারী থেকে শুরু করে সরকারি অর্থ তছরূপ করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সংসদ এই সব বিষয়ে তদন্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল। ব্রাজিলের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট বালসোনারোকে পরাস্ত করে অতীতে প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তিনি বামপন্থী সমর্থক। আবার বালসোনারো হচ্ছেন দক্ষিণপন্থী সমর্থক। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বালসোনারোর সমর্থকেরা ব্রাজিলের কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের তান্ডব চালালো। বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুলাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন পদত্যাগ করবেন না। তিনি অত্যাচারি প্রেসিডেন্ট বালসোনারোর কথাকে বেশি পাত্তা দিতে রাজি নন। এদিকে লুলার সমর্থকেরা প্রতিরোধ করতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রাজিলের বালসোনারোর সমর্থকদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল প্রেসিডেন্টের কার্যালয়কে দখল করে বালসোনারোর সমর্থকেরা লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করে দিয়েছিল। বালসোনারোর সমর্থকদের এই রকম তাণ্ডবের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছেন বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র নায়কেরা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে একটি নির্বাচিত প্রেসিটেন্টের সঙ্গে এই রকম ধরনের আচরণ করার জন্য বালসোনারোকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। তাঁর উস্কানিতে তার দলের সমর্থকেরা এই ধরনের দাণ্ডব চালায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে আক্রমণ বলে নিন্দা প্রকাশ করেছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান সচিব আন্তোনিও

গুতেরেসসহ আরও অনেকেই। বালসোনারোর সমর্থকেরা মিছিল করে লুলা বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে রাজধানির থ্রি পাওয়ার্স স্কোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হয়। এটা ব্রাজিলের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র। সেখানে ভাঙচুর থেকে শুরু করে লুটপাট চালায়। সংবাদ মাধ্যম বলেছে যে বর্তমান বামপন্থী প্রেসিডেন্ট লুলার পদত্যাগ চেয়ে তারা স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছিল। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কাঁদানে গ্যাস থেকে শুরু করে লাঠি চার্জ করতে শুরু করে। ব্যবহার করা হয় রবার বুলেট এবং পেপার স্প্রে। এদিকে হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট লুলা। তিনি বলেছেন ব্রাজিল দেশটাকে একেবারে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে উগ্রপন্থীরা। এদের অসৎ উদ্দেশ্যকে একেবারে বানচাল করে দিতে হবে। রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে ফুটবল জগতেও। তার ফলে সেখানকার প্রতিবেশীরা খেলাধুলা সুষ্ঠুভাবে করতে পারছে না। এই হামলার ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিটারপতি রোজা ওয়েবার এবং বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ফ্লাভিও দিনো। সমালোচনা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থকেরা এই পথটা দেখিয়েছিল। তারপরে শ্রীলঙ্কা দেখতে পাওয়া গেল গণ বিদ্রোহ। কিন্তু ব্রাজিলের য্যা দেখতে পাওয়া গেল তাতে মনে হল সেখানকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বিশ্বের কোনও রাষ্ট্র নেতারা এই ধরনের অগণতান্ত্রিক বিক্ষাভকে সমর্থন করতে নারাজ। তার ফলে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বালসোনারো সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ এই ঘটনার পিছনে আমেরিকার সিআইএ এর হাত দেখতে পাচ্ছে। দক্ষিণপন্থীদের মদত দিয়ে থাকতে পারে বর্তমান আমেরিকার প্রশাসন। তারা দক্ষিণ আমেরিকাতে বামপন্থী স্থান বিরোধী অবস্থা গ্রহণ করে থাকে। গুয়াতেমোলা হাকোবা আরবেনজ, নিকারাগুয়ার স্যান্দিনিস্তা সরকার বা চিলির আয়েন্দে সরকারের মতো ব্রাজিলের অশান্ত করার পিছনে আমেরিকার হাত থাকতে পারে।

বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেয় ঃ জো বাইডেন

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা,বাংলাদেশ ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, তার দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়। ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তিনি একটি 'উল্লেখযোগ্য ঘটনা' বলে অভিহিত করেছেন।ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরানের পরিচয়পত্র গ্রহণের সময় তিনি এ কথা বলেন। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাইডেন ঢাকার সাথে তাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানান। আজ ৮ জানুয়ারি রবিবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান এক বার্তায় এ খবর জানান ।মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করার সময় রাষ্ট্রদূত ইমরান তাকে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা জানান। বাইডেন রাষ্ট্রদূত ইমরানকে বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবিক, শরণার্থী, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা,সন্ত্রাস দমন, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশ তার বৃহত্তর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিতে সম্প্রসারিত করেছে, যা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে একটি প্রধান অংশগ্রহণকারী হতে প্রস্তুত।বাইডেন বলেন, আমি আশা করি আমাদের দেশগুলো গণতান্ত্রিক শাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, শরণার্থী এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা আপনার সাফল্যে বিনিয়োগ করছি এবং সমস্ত বাংলাদেশিদের স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণে তাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষমতাকে সমর্থন

করি।প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তারা এই শরণার্থীদের এবং তাদের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে।তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই মানবিক সংকটের টেকসই এবং কার্যকর সমাধান খুঁজতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।কোভিড১৯ মহামারী প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে, কোভিড১৯ গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত।বাইডেন বলেন, আমরা সামনের মাস এবং বছরগুলিতে আমাদের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব প্রসারিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বাইডেন বলেন, তার প্রশাসন দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। রাষ্ট্রদূতকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন, 'আমার প্রশাসন আমাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করার জন্য আপনার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ, কারণ আমরা সামনের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব। আপনাকে ওয়াশিংটনে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত।'বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।করোনভাইরাস মহামারীর পরে এই প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি সদ্য নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের ব্যক্তিগত পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন।রাষ্ট্রদূত ইমরান ১০ জন রাষ্ট্রদূতের একটি দলের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি পরিচয়পত্র পেশ করেন।হোয়াইট হাউস থেকে ফেরার পর রাষ্ট্রদূত ইমরান বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে ঃ ওবায়দুল কাদের

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা,বাংলাদেশ ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মানঅভিমান ভুলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে।৯ জানুয়ারি রোববার দুপুরে জাতীয় পার্টি (জেপি)'র ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অধিবেশনটি রমনার ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাঁচাতে হবে। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিজয়কে সুসংহত করতে হলে মুক্তিযুদ্ধেরচেতনাকে বাঁচাতে হবে।দেশের উন্নয়নকে বাঁচাতে হলে ক্ষমতার মঞ্চে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, রাজনীতিকে ভালো ও মেধাবীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, নতুবা খারাপ লোকদের হাতে রাজনীতি থাকলে দেশ খারাপ থাকবে। ৭৫ পরবর্তী সময়ে দেশ উল্টো পথে চলেছে, বিপ্লবের বদলে প্রতিবিপ্লব হয়েছে। বার বার রাজনৈতিক সম্পর্কে দেয়াল তৈরি হয়েছে। রাজৈনতিক দলের মধ্যে কোন ব্রিজ বা সেতু তৈরি হয়নি জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে শক্তিশালী বিরোধীদল দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতির নষ্ট দলের কাছে বারেবারে বিভিন্ন দল আত্মসমর্পণ করেছে। নষ্ট রাজনীতি নষ্ট রাজনীতিককেই জন্ম দেয়। ওবায়দুল কাদের আরো বলেন, নষ্ট রাজনীতি নষ্ট মানুষের জন্ম দেয়, নষ্ট রাজনীতিবিদের জন্ম দেয়। নষ্ট রাজনীতিকরা নষ্ট রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখে, আর বাংলাদেশের অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। এজন্য তো আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি। যে লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ, সেই বাংলাদেশ কি আমরা রাখতে পেরেছি?আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক

বলেন, খারাপ লোকদের কাছে রাজনীতি গেলে দেশটা খারাপ হয়ে যাবে। খারাপ লোকের কাছে রাজনীতি থাকলে তারা এমপি হবে, মন্ত্রী হবে, দেশ চালাবে। ভালো লোকদের রাজনীতিতে আনতে হবে। সৎ লোকদের আনতে হবে। মেধাবীদের রাজনীতিতে আনতে হবে, তা না হলে রাজনীতি মেধাশূন্য হয়ে যাবে। চরিত্রবানদের রাজনীতিতে নিয়ে আসতে হবে, তা না হলে রাজনীতি চরিত্রহীন হয়ে যাবে। ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, স্বাধীনতার পর তিন তিনবার কেউ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হতে পারেননি। যেটা আমার ভাগ্যে জুটেছে। আল্লাহর রহমত আর শেখ হাসিনার উছিলায়। আমার ১৭ বছরের মন্ত্রিত্ব, এটাও বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার। তিনবারের সাধারণ সম্পাদক সৌভাগ্যের ব্যাপার। উপরে আল্লাহ, নিচে শেখ হাসিনা এত দূর পর্যন্ত আমাদের নিয়ে এসেছেন। এটা অস্বীকার করলে আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হবে। এটাই বাস্তবতা। জেপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সভাপতিত্বে সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ১৪ দলের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পাটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, জেপির সাধারণ সম্পাদকশেখ শহিদুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহাদাত হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে জোট গঠন নিয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জোট করা ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, বিএনপি সংবিধান নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। অশুভ উদ্দেশ্যে বিএনপি দেশকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এ সময় বিএনপিকে নিজেদের দল মেরামত করার আহ্বান জানান তিনি।

খুন তৃণমূলকর্মী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ জানুয়ারি ঃ মাঝরাতে পুলিশ পরিচয়ে বাড়িতে ঢুকে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন। সোমবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার মালোপাড়ার ঘটনা। নিহত তৃণমূলকর্মীর নাম এসাদুল মণ্ডল (৫০)। ঘটনায় কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে তৃণমূল। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সোমবার রাত ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ এসাদুলের বাড়িতে যায় কয়েকজন যুবক। নিজেদের পুলিশকর্মী বলে পরিচয় দিয়ে বাড়িতে ঢোকে। এর পর এসাদুলের স্ত্রীর হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে তারা। তার পর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় এসাদুলের ওপরে। তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। আক্রান্তের আর্তনাদ শুনে স্থানীয়রা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা পালায়। এর পর এসাদুলকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, মাস ছয়েক আগে এসাদুলের ছেলের ওপরেও প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। তার পর থেকে কার্যত শয্যাশায়ী যুবক। ওদিকে অভিযোগ তুলে নিতে এসাদুলের ওপর চাপ দিচ্ছিল হামলাকারীরা। কিন্তু অভিযোগ প্রত্যাহারে রাজি ছিলেন না তিনি। তার জেরেই এই হামলা বলে অনুমান পরিবারের। এই ঘটনায় কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলেছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, এসাদুল তাদের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাঁকে পরিকল্পনামাফিক খুন করেছে কংগ্রেস। ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের খুঁজছে পুলিশ।

টোটো নিয়ন্ত্রণে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ টোটো চালকদের সুবিধার্থে শহরে এই প্রথম টোটো চার্জিং স্টেশনের পাশাপাশি শহরে পার্কিং জোনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জী। এক একজন মালিক একাধিক টোটো কিনে টোটো ভাড়া দিচ্ছে। জলপাইগুড়ি শহরে অবৈধ টোটো রুখতে বিশেষ উদ্যোগ জলপাইগুড়ি পুরসভার। জলপাইগুড়ির পুরভবনে বামপন্থী এবং তৃণমূলপন্থী দুই টোটো ইউনিয়নেরর সাথে বৈঠকে বসে জলপাইগুড়ি পুরসভা। উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জী, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো সহ জলপাইগুড়ি ট্রাফিক ওসি বাপ্পা সাহা সহ অন্যান্যরা। সেখান থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভা এবং চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার টোটোদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদান করার কথা ঘোষণা হয়। পরিচয়পত্র ছাড়া বাইরের টোটো যদি শহরে ঢোকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় পুরসভার তরফে। এছাড়াও টোটোতে করে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন সহ বেশ কয়েকটি নিয়ম লাগু করা হয়।

ক্ষতিপূরণ চেয়ে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি ঃ লাগাতার হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত কালচিনি ব্লকের খোকলাবস্তির বাসিন্দারা বনদফতরের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের রাঙ্গামাটি বীট কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল। খোকলাবস্তির এলাকার বাসিন্দারা বর্তমানে বুনো হাতির হানা বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রায় প্রতি রাতে গ্রামে হাতি প্রবেশ করে তাণ্ডব চালাচ্ছে। গত পরশু হাতির আক্রমণে জখম হয়েছেন এক মহিলা। বর্তমানে তিনি আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন গ্রামবাসীরা আহত মহিলাকে চিকিৎসা করার দাবিতে এবং গ্রামে বনদফতরের পাহারা দেওয়ার দাবিতে বীট কার্যালয়ে এসে ক্ষোভ দেখায়। বনদফতরের হ্যামিল্টণগঞ্জ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী গ্রামবাসীদের সাথে বৈঠক করেন এবং আশ্বাস দেন আহত মহিলার চিকিৎসা খরচ প্রদান করা হবে এবং খোকলাবস্তি গ্রামে বনকর্মীরা পাহারা দেবেন।

আচমকা প্রশাসনিক বৈঠক বাতিলে ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ জানুয়ারি ঃ প্রশাসনের বৈঠক আচমকাই বাতিল হয়ে যাওয়ায় মালদায় এসে চরম অসন্তুষ্ট প্রকাশ করলেন কেন্দ্রের পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মোড়েশ্বর পাতিল। মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপির জেলা কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরাসরি জেলা প্রশাসনের রিভিউ মিটিং হঠাৎ করে বাতিল করে দেওয়ার বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রের একজন মন্ত্রী মালদায় আসছেন, সেটা অবশ্যই প্রশাসন জানে। এবং কোনো মন্ত্রী আসার আগে তার সিডিউল প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিন পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়েই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জেলা প্রশাসন এই বৈঠক বাতিল করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। কেন হঠাৎ করে এই বৈঠক বাতিল হলো সেটা মালদা প্রশাসনের কর্তারাই বলতে পারবেন। তবে আমার মনে হয় কিছু ব্যক্তিগত বিষয় আড়াল করার চেষ্টা করতেই হয়তো এই রিভিউ বৈঠক বাতিল করা হয়েছে। এদিন দুপুরে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়েই সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রের পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মোড়েশ্বর পাতিল। তিনি বলেন, মালদায় দুদিনের কর্মসূচির মধ্যে মঙ্গলবার বিকালে জেলা প্রশাসনিক ভবনে পঞ্চায়েত স্তরের কাজকর্ম নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে জানানো হয় বিশেষ কোনো কারণে সেই বৈঠক করা যাচ্ছে না। এখন সেই কারণ কি, সেটা আমি জানতে যাব না। কিন্তু পঞ্চায়েত স্তরের ১০০ দিন কাজ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন বিষয় ছিল। যে বিষয়ে কেন্দ্র সরকার নিয়মিত রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে। কিন্তু একজন কেন্দ্রের মন্ত্রী এই জেলায় এসে পঞ্চায়েত স্তরের কাজকর্মের অগ্রগতির বিষয়টি জানতে পারলেন না। অন্যদিকে বন্দে ভারত সুপারফাস্ট ট্রেনে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মোড়েশ্বর পাতিল। যদিও বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষ দেখছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী। মঙ্গলবার বন্দে ভারত ট্রেনে চেপেই সকাল সাড়ে দশটায় মালদায় আসেন তিনি। এদিন মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। এই আবাস যোজনায় দুঃস্থ মানুষদের ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে উঠছে। কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মালদায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে গিয়েছেন। সেই তদন্তের রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা পড়বে। তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার, ১০ জানুয়ারি ঃ সোনার দোকানে চুরির মামলায় মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল আলিপুরদুয়ারের আদালত। প্রায় ১৪ বছর আগে ২০২২ সালের আলিপুরদুয়ারে দু'টি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল নিশীথের। তা নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল আলিপুরদুয়ার থানায়। প্রথম ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথের বিরুদ্ধে আইপিসি ৪৫৭,৩৮৫ ও ৪১১ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়। দ্বিতীয় চুরির ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬১, ৩৭৯ ও ৪১১ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এই দুই মামলার বিচার বারাসাতের এমএলএ, এমপি আদালতে বিচারের জন্য গিয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্টের অনুমতি ক্রমে এই দুই মামলা ফের আলিপুরদুয়ারের ট্রায়াল কোর্টে ফেরত আসে। জোড়া চুরির ঘটনায় গত বছরের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জারি হয়েছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা। ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে নিশীথ প্রামাণিককে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে। এরপর এদিন নিশীথ নিজেই আলিপুরদুয়ার আদালতে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন কর্মী, সমর্থক। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আদালত চত্বর ছিল নিরাপত্তা বলয়ে মোড়া। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বেরিয়ে যান তিনি। এ বিষয়ে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। এদিকে আলিপুরদুয়ার আদালতে হাজিরা দেন নিশীথ প্রামানিক, অন্যদিকে কোচবিহার শহরে সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করালো তৃণমূল কংগ্রেস। নিশীথ প্রামাণিক আদালতে হাজির হওয়ায় কোচবিহারে কাচারি মোড় এলাকায় সাধারণ মানুষকে মিষ্টি মুখ করালেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের, দাবি আলিপুরদুয়ারে যার নামে সোনার দোকানে ডাকাতির মামলা রয়েছে তিনি দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। এটা কোচবিহারের মানুষের জন্য লজ্জার। তার নামে আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস নিশীথ প্রামাণিককে গ্রেফতারের আন্দোলনে নেমেছিল। আজ নিশীথ প্রামানিক আদালতে হাজির হয়ে জামিন নিলেন। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের নৈতিক জয়।

মিড ডে মিলের রান্না ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় মিড ডে মিলের রান্নাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। বচসার জেরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ফুটন্ত গরম জল, ভাতের ফ্যান ছুড়ে মারার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। ভগবানগোলা ব্লক ২ এর অন্তর্গত নসিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুলে কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রান্না করেন। তাঁরা একটি রুটিন মানেন। সেই রোটেশন অনুযায়ী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কাজ করে থাকেন। অভিযোগ, সেখানে জনা কয়েকজনকে দিয়েই স্থায়ীভাবে কাজ করান হচ্ছে। শেষ কয়েকদিনে ২০ জন মহিলা এক নাগাড়ে কাজ করছেন। ফলে বাকিরা আর সুযোগ পাননি। এই নিয়েই চাপা অসন্তোষ ছিল। মঙ্গলবার সকালে ওই মহিলারা যখন রান্না করছিলেন, তখন অপর এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এসে বাধা দেন। দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। কথা কাটাকাটির ফাঁকেই ভিতর থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিকে কেউ গরম জল ছুড়ে মারে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে দু'পক্ষের বচসা আরও চরমে ওঠে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

কুয়োয় ফেলে খুন

দুরন্ত বার্তা, অন্ডাল, ১০ জানুয়ারি ঃ কুয়োয় ফেলে গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা অন্ডালের উখরায়। উত্তেজিত জনতা মৃতের স্বামী ও তার পরিবারের ওপর চড়াও হয়। মৃতের বাপের বাড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে আটক স্বামী, জা ও শাশুড়ি মঙ্গলবার সাত সকালে দুর্গাপুরের অন্ডালের উখরার কাঁকড়ডাঙা এলাকার কুয়ো থেকে উদ্ধার হয় সবিতা সাউ নামে এক বধূর দেহ। বছর তিনেক আগে অরবিন্দ সাউয়ের সাথে বিয়ে হয়েছিল বিহারের সবিতা সাউয়ের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই সাংসারিক অশান্তি শুরু হয়। অশান্তি মেটানোর চেষ্টা করেন সবিতার মাসি। কিন্তু কাজ হয়নি। দিন কয়েক ধরে অশান্তি চরমে পৌঁছয়। রীতিমতো মারধর করা হয় সবিতাকে। সোমবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। মঙ্গলবার সকালে কুয়ো থেকে উদ্ধার হয় বধূর দেহ। সবিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে স্থানীয়রা চড়াও হয় তাঁর শশুরবাড়িতে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সবিতাকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছেন তাঁর স্বামী অরবিন্দই। এই অভিযোগ তুলে মারধর করা হয় মৃতার স্বামী অরবিন্দ সাউ ও তার পরিবারের সদস্যদের। উত্তেজিত জনতার রোষ আছড়ে পড়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ওপর, পুলিশ উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে অভিযুক্ত তিনজনকে থানায় নিয়ে যায়।

গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ আপার প্রাইমারি চাকরি দেওয়ার নাম করে ১৭লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠলো এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। টাকা ফেরত না পেয়ে পুলিশের দারস্থ চাকরিপ্রার্থী। গ্রেফতার অভিযুক্ত শিক্ষক। জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ির ঘটনা। অভিযোগ আমবাড়ি চিন্তামোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষ বর্মন বাপ্পা মালাকার নামে এক চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে আপার প্রাইমারীতে চাকরি করে দেওয়ার নাম করে গত তিন বছর আগে প্রায় ১৭লক্ষ টাকা নিয়েছিল। চাকরি তো পায়নি, টাকা ফেরত চাইলে টাকাও ফেরত পায়নি। বাধ্য হয়ে সোমবার আমবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ করলে অভিযুক্ত শিক্ষক সন্তোষ বর্মনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অভিযোগকারী বাপ্পা মালাকার অভিযোগ করে বলেন, আমি ১৭ লক্ষ টাকা দিয়েছি এর বাইরেও আরো বহু চাকরিপ্রার্থী রয়েছে তারাও এই শিক্ষককে বহু টাকা দিয়েছে। আমি বাড়ি বিক্রি করে টাকা দিয়েছি এখন বর্তমানে ভাড়া বাড়িতে রয়েছি। টাকা নেওয়ার পরে বহুবার তার বাড়িতে গিয়েছিলাম টাকা চাইতে, সেই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে ১৭ লক্ষ টাকা ঘুষ ও অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতারের ঘটনায় আমবাড়ী এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

চলচ্চিত্র উৎসব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাকে নিয়েই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ও দীনবন্ধু মঞ্চ অ্যাডভাইজারি কমিটির পক্ষ থেকে এই উৎসব করা হচ্ছে। আগামী ১২জানুয়ারি থেকে ২১জানুয়ারি অবধি দীনবন্ধু মঞ্চে সত্যজিৎ রায়ের ২০টি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। উদ্বোধনে থাকছেন তার ছেলে পরিচালক সন্দীপ রায়।

স্বনির্ভর ও উদ্যোগমুখী করতে ওয়ার্কশপ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১০ জানুয়ারি ঃ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বনির্ভর, উদ্যোগ মুখী করতে ও সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত করার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার গভর্নমেন্ট আইটিআই ইন্দপুরে অনুষ্ঠিত হলো একটি কর্মশালা। ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রি সেন্টার বাঁকুড়া আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চন্দন সেন, ইন্দপুর বিডিও শ্রী সৌমেন দাস, ম্যানেজার ক্রেডিট ডিআইসি রথীন্দ্রনাথ রায়, লিড ডিস্ট্রিক্ট ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শ্রী তপন কুমার মণ্ডল। বাঁকুড়া চেম্বার ও কমার্সের পক্ষ থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারি শিব কুমার জালান মহাশয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদের নিজেদের লড়াই করার কথা বলেন উদ্যোগপতি সৌভিক কর্মকার ও বিষ্ণু কুমার জালান। এছাড়া

উপস্থিত ছিলেন আইটিআই অধ্যক্ষ শ্রী আলি ইমাম খান ও অন্যান্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ। আইটিআই-এর অধ্যক্ষ আলি ইমাম খান বলেন, এলাকার কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী যারা চাকরির পরিবর্তে নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, ওয়েল্ডিং দোকান, গাড়ির গ্যারেজ, সার্ফিং অর্গানাইজেশন করতে চায় বা করেছে তাদের সরকারি নিয়ম ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে অবগত করার জন্যই এই ওয়ার্কশপের আয়োজন। জিএম ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রি সেন্টারকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম আমাদের এখানে এই ধরনের একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য। ওনারা আমাদের কথা রেখেছেন এবং সেইমতো ব্যবস্থা করেছেন।

তারাপীঠে পুজো দিতে এসে আক্রান্ত উত্তরবঙ্গের পুন্যার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ জানুয়ারি ঃ মা তারার পুজো দিতে গিয়ে টোটো চালকদের দাদাগিরিতে আক্রান্ত হয়ে তারাপীঠ ছাড়লেন পুন্যার্থীরা। ভাঙচুর করা হয়েছে পুন্যার্থীদের গাড়ি। উপযুক্ত পুলিশি নিরাপত্তা না পেয়ে পুজো না দিয়েই তারাপীঠ ছাড়েন আক্রান্ত দুটি পরিবার। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থেকে দেওঘর হয়ে সড়কপথে তারাপীঠে পৌঁছান প্রণবেশ ঘোষ ও প্রবীর ঘোষের পরিবার। তারাপীঠের দ্বারকা নদীর সেতু পেরিয়ে মুণ্ডমালিনী তলা রাস্তা ধরে লজে যাওয়ার চেষ্টা করলে এক টোটো চালক প্রণববাবুর গাড়িতে ধাক্কা মারে। প্রণববাবু এবং তার চালক প্রতিবাদ করতে গেলে টোটো চালক প্রণববাবুর উপর চড়াও হয়। এরপর আরও কিছু লোকজন ডেকে এনে টোটো চালকরা প্রণবেশবাবুর গাড়ির কাঁচ ভাঙচুর করে। গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোঁড়ে। মারধর করা হয় প্রণববাবুর বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে। গাড়ির ভাঙা কাঁচে প্রত্যেকের শরীর রক্তাক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তারাপীঠ থানায় জানানো হলে পুলিশ তিন টোটো চালককে আটক করে। গাড়ির কাঁচ ভাঙতে গিয়ে এক টোটো চালকের হাত রক্তাক্ত হয়। প্রণবেশবাবু বলেন, সন্ধ্যার সময় আমরা তারাপীঠে ঢুকে আগে থেকে বুকিং করা লজের দিকে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার সময় এক টোটো চালক নিজেই আমাদের গাড়িতে ধাক্কা মারে। আমরা প্রতিবাদ করতেই আমাদের উপর চড়াও হয়। টোটো চালকেরা প্রত্যেকে মদ্যপ অবস্থায় ছিল। আমরা তারাপীঠ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এই কাণ্ড দেখে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। নিরাপত্তার অভাবে আমরা তারাপীঠে থাকার সাহস পাচ্ছি না। তাই ফিরে যাচ্ছি। মা তারার পুজো দিতে এসে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে ভাবতেও পারিনি।

কংগ্রেসে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১০ জানুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরের জেলার গোয়ালপোখর ২ নম্বর ব্লকের ডাইটন এলাকায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেই যোগদান সভায় তৃণমূল ছেড়ে কয়েকশো কর্মী-সমর্থক কংগ্রেসে যোগদান করেন। সেই যোগদান সভায় উপস্থিত হন চাকুলিয়া প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। তৃণমূল ছেড়ে আসা কর্মী-সমর্থকদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন তিনি। কংগ্রেস নেতা আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর বলেন, প্রায় কয়েক শতাধিক তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা এদিন কংগ্রেসে যোগদান করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই যোগদান অনেকটাই প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে তিনি। অন্যদিকে তৃণমূলের কেউ আজকে কংগ্রেসে যোগদান করেননি বলে দাবি স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তৃণমূলের দলনেতা জামিল আকতার। এবং যারা যোগদান করেছে তারা সিপিএমের বলে দাবি করেন তিনি।

কন্যাশ্রী কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ী, ১০ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সিউড়ী সদরে ডি আর ডি সি মিটিং হলে মহকুমার একশো ৩৩টি বিদ্যালয়ের নোডাল শিক্ষকদের নিয়ে কিশোরী কিট বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাতে কন্যাশ্রী ক্লাবের ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কিশোরী কিটের সঠিক ব্যবহারের উপরে জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ী মহকুমা শাসক অনিন্দ্য সরকার, কন্যাশ্রী ওসি, জেলা সমন্বয় আধিকারিক, স্যাগ কেপি, ক্রাই ইউনিসেফ জেলা সমন্বয় আধিকারিক, কন্যাশ্রী সেলের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

NIT

The office of undersigned invites Tender for **NIQ No-01/EO/MNG/JAL of 2022-23, Dated-06/01/2023.** Last date of Bid submission is **20/01/2023 up to 18.00 P.M.** For further details please contact the concerned office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Maynaguri Panchayat Samity

প্রোগ্রেসিভ মিটারস প্রাইভেট লিমিটেড- অধীন সিআইআরপি
আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান সমাধান পরিকল্পনা জমা করার তারিখ বর্ধিতকরণ

এতদ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ২৭ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস-কলকাতা এবং দিল্লি সংস্করণ (ইংরেজি ভাষায়), ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (ইংরেজি ভাষায়) জয়পুর সংস্করণ এবং দুরন্ত বার্তা-কলকাতা সংস্করণ (বাংলা ভাষায়) আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান (ইওআই) আগ্রহী সমাধান আবেদনকারী দ্বারা জমা করতে সমাধান পরিকল্পনা প্রোগ্রেসিভ মিটারস প্রাইভেট লিমিটেড (বানিজ্যিক ঋণী অধীন সিআইআরপি) বিষয়ে অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত অসামাধান ও ব্যাঙ্ক খেলাপি কোড, ২০১৬, ঋণদাতাদের কমিটি ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেষ তারিখ বর্ধিত করতে আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান **১০ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি, ২০২৩** পর্যন্ত। আগ্রহী ব্যক্তিদের উল্লেখিত বিজ্ঞাপন দেখতে এবং ইওআই জমা করার ফরম্যাট এবং বিস্তারিত শর্ত ও নিয়ামবলীর নথিপথ পাওয়া যাবে ই-মেল করে progressivemeters.sipl@gmail.com এবং আরও আপলোড করা রয়েছে আমাদের ওয়েবসাইটে https://stellarinsolvency.com/public-aaouncement/progressive-meters-private-limited/ ইওআই জমা করতে।

স্বা /- আইপি অনুপ কুমার সিং
সমাধান আধিকারিক
প্রোগ্রেসিভ মিটারস প্রাইভেট লিমিটেড-অধীন সিআইআরপি
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১১.০১.২০২৩
রেজি. নং.- আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০০১৫৩/২০১৭-১৮/১০৩২২

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following works:

(1) NIT No. : Z-1/L-22/W-30/22-23/KMC
Name of the work: **Beautification of lighting arrangement at different areas in Ward No.-030.** Estimated amount: ₹ **1,98,996.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : Z-1/L-21/W-30/O & M/22-23/KMC
Name of the work: **Operation & maintenance work of street lighting system at different places in Ward No.-30.** Estimated amount: ₹ **3,98,812.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **300 days.**

(3) NIT No. : Z-1/L-23/W-30/INST/O & M/22-23/KMC
Name of the work: **Operation and maintenance of lighting system at Borough-III office & other Institution.** Estimated amount: ₹ **3,16,332.00.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **365 days.**

(4) NIT No. : LTG/Z-1/35/22-23/17
Name of the work: **Operation & maintenance of street lighting arrangement at different places in Ward No.-35.** Estimated amount: ₹ **3,94,930.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **300 days.**

(5) NIT No. : LTG/Z-1/33/22-23/22
Name of the work: **Operation & maintenance of street lighting arrangement at different places in Ward No.-33.** Estimated amount: ₹ **3,99,810.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **300 days.** Last date & time of submission of bid: **24.01.2023 (12.00 Noon) (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on & from **09.01.2023 (5.00 PM) (For Sl. No. 1 to 3)** and **10.01.2023 (9.00 AM) (For Sl. No. 4 & 5).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/251
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at R.N.C. Road (Pottery Road Auto Stand to Railway Bridge) & surrounding area in Ward No.-56, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **2,44,122.05.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/261
Name of the work: **Development and beautification of lighting arrangements with glow signboard near Loretto Convent School in Ward No.-56.** Estimated amount: ₹ **1,99,978.91.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/262
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at Topsia 1st and 2nd Lane, Kustia Masjid Bari Lane Bustee and surrounding area in Ward No.-66, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **1,95,816.83.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/250
Name of the work: **Installation of glow sign board at Pottery Road and R.N.C. Road in Ward No.-56 under BR-VII.** Estimated amount: ₹ **1,48,753.81.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/255
Name of the work: **Development of street lighting arrangement at 73/1C, 73/2, 73/6, 42D, Palm Avenue in Ward No.-65, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **4,99,982.32.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/252
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at R.N.C. Road (Bibibagan crossing to Pottery Road Auto Stand) & surrounding area in Ward No.-56, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **2,49,877.03.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **20.01.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 to 6).** Bid opening date for technical proposals: **21.01.2023 - 2.30 PM (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **11.01.2023 (6.00 PM) (For Sl. No. 1 to 6).**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/244
Name of the work: **Supply & delivery of LED street light fittings at Manasatala Lane, B. K. Road & other places in Ward No.-77.** Estimated amount: ₹ **1,96,928.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/245
Name of the work: **Improvement of street lighting system at S. P. Mukherjee Road in Ward No.-83.** Estimated amount: ₹ **4,74,985.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/248
Name of the work: **Installation & modification of existing trident poles with mono light at Hazra crossing to Gurupada Halder Road crossing in Ward No.-83.** Estimated amount: ₹ **4,72,477.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/258
Name of the work: **Renovation of electrical wiring, electrical accessories and allied electrical works at Orphangunge Market Office under BR-IX.** Estimated amount: ₹ **2,13,016.00.** Earnest money: ₹ **4,300.00.** Period of completion: **30 days.**

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/259
Name of the work: **Supply & installation of LED street light fittings for New Road, Alipore Avenue & other places in Ward No.-74.** Estimated amount: ₹ **4,97,479.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **20.01.2023 up to 2.00 PM (For Sl. No. 7 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 from 2.00 PM (For Sl. No. 7 to 11).**

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/257
Name of the work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-84.** Estimated amount: ₹ **4,53,288.00.** Earnest money: ₹ **9,100.00.** Period of completion: **334 days.** Last date & time of submission of bid: **19.01.2023 (12.00 Noon).** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 (4.00 PM).**

(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/260
Name of the work: **Operation & maintenance of street lighting system in Ward No.-80.** Estimated amount: ₹ **4,97,851.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **215 days.** Last date & time of submission of bid: **18.01.2023 (2.00 PM).** Tender opening date: **19.01.2023 (2.00 PM).** The bid forms and other details are available on & from **10.01.2023 (2.00 PM).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 13).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, KMC invites tender/quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/AB/22-23/08
Name of the work: **Renovation works for electrical power distribution system, fire extinguisher, A.C system, fans light fitting etc. in assessment collection (SSU) office at Taratala under Ward No.-119.** Estimated amount: ₹ **3,98,352.12.** Earnest money: ₹ **7,970.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **19.01.2023 (5.00 PM).** The bid forms and other details are available on and from **11.01.2023 (5.00 PM).**

(2) NIT No. : KMC/LTG/CM/22-23/03
Name of the work: **Operation of 100KVA DG set and allied electrical work at G. R. Unit, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **1,55,958.00.** Earnest money: ₹ **3,200.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/CM/22-23/02
Name of the work: **Comprehensive maintenance of 02 nos. elevators with auto door (G+3) at Borough XV Office Complex, GRU.** Estimated amount: ₹ **2,01,400.00.** Earnest money: ₹ **4,100.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **24.01.2023 (5.00 PM) (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2023 (5.00 PM) (For Sl. No. 2 & 3).**

(4) NIT No. : KMC/LTG/AA/22-23/04
Name of the work: **Renovation of street lighting system at Rail Line Road, Herur Math More, Health Centre More in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **1,97,693.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **27.01.2023 (5.00 PM).** The bid forms and other details are available on and from **14.01.2023 (5.00 PM).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

(964/22-23)

পে' এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

অকশন ক্যাটালগ নং. পে' এণ্ড ইউজ-০৬। এসাইনমেন্ট নং. ৩৫/১। [illegible] পি এন ইউ-টি এস কে-এন টি এস কে-টিওয়াই-৩-২৩-১ (পে এণ্ড ইউজ - টয়লেট)। [illegible] ডিব্রুগড়। [illegible] তিনসুকিয়া [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

ডিভিশন্যাল (আইটিপি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

এলএইচবি কোচে এয়ার ব্রেক পাইপ লাইনে পরিবর্তন ও সংশ্লিষ্ট ফিটিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৩-০১, তারিখ ঃ ০৬-০১-২০২৩। টেন্ডার নং. ঃ এম-টিএসকে-২০২৩-০১। কাজের নাম ঃ [illegible] কোচিং ডিপোতে এলএইচবি কোচে এয়ার ব্রেক পাইপ লাইনে পরিবর্তন ও সংশ্লিষ্ট ফিটিং। কাজের স্থান ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিব্রুগড় কোচিং ডিপো। টেন্ডার মূল্য ঃ [illegible] টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ঃ [illegible] টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ [illegible] টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারী সংস্থা)
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK
(A Govt of India Enterprise)

প্রধান কার্যালয় ঃ নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া-৭১১১০১
আঞ্চলিক কার্যালয় ঃ হাওড়া ঃ ২০/১/৫, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, হাওড়া-৭১১১০১, ফোন নং. (০৩৩) ২৬৭৭-৬২২১ থেকে ৬২২৬, ফ্যাক্স-২৬৭৭-৬২২০

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি (ধারা ৮(১) অনুবিধি ৪(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা,
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন স্বীকৃত আধিকারিক পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক, হাওড়া আঞ্চলিক কার্যালয়, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০২০ (নং. ৫৪-২০০২) এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৯ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ দাবী বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে উল্লেখিত তারিখে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে আহ্বান জানানো যায় গ্রাহক/ জামিনদারদের পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত বকেয়া রাশি উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে ৬০ দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করার তারিখ থেকে। যদি গ্রাহক/ জামিনদাররা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে গ্রাহক/ জামিনদারদের এবং জনস্বার্থে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করবেন এখানে উল্লেখিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগ বলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(৪) আইনে, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত তারিখে অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে। বিশেষ করে গ্রাহক / জামিনদারদের এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে এই সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করতে এবং কোন ধরণের লেনদেন এই সম্পত্তির পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক তরফে দাবী করা হবে বকেয়া এবং সুদ যা নিম্নে উল্লেখিত।

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দাবী বিজ্ঞপ্তি ও অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখে বকেয়া রাশির পরিমান (টাকায়)
গ্রাহক ঃ ১. শ্রী সুদীপ দে, পিতা-শীতল চন্দ্র দে, ৬ বুড়োবিবি লেন, থানা-শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩, ২. শ্রী সোমনাথ মুখার্জি, পিতা-গিরিজা শঙ্কর মুখার্জি, ৯/ এইচ মনসাতলা লেন, পোস্ট-মাহেশ, থানা-শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩ উভয়ের সম্পত্তি অ্যাকাউন্ট নাম ঃ জিয়া অ্যাকা. নং. ১১০৭০৫০০০০০০৪৬ নওঘর মোড় শাখা	সম্পত্তির মালিক-শ্রী সোমনাথ মুখার্জি, পিতা-গিরিজা শঙ্কর মুখার্জি, ৬/এ রায়ঘাট লেন, পোস্ট ও থানা-শ্রীরামপুর, হুগলী, মৌজা-শ্রীরামপুর, জেএল নং. ১৩, দাগ নং-আরএস ২৫৬০, এলআর ১৫৬৪, ১৫৬৭, খতিয়ান নং-আরএস ৩২৮০, এলআর ১৬৪৫০, ১৭০৮৩, জমির এলাকা-১৬০ ব.ফু., ডিড নং-০১৩১৪ সাল ২০০৫, বুক নং-১, সিডি ভলিউম নং-১, পাতা ২৫৯০৯ থেকে ২৫৯২৭ পর্যন্ত, জমির শ্রেনী- বাস্তু। পরিসীমা ঃ পূর্ব- এম.এন. রায় স্ট্রীট, পশ্চিম-কমপ্লেক্স-২ হিন্টারল্যান্ট, উত্তর-গঙ্গাভিলা অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণ-রায়ঘাট লেন।	০৪/০৮/২০২১ ও ০৯/০১/২০২৩	টাকা. ১২,৮৫,৯৬৯.০০ (বারো লক্ষ পঁচাশি হাজার নয়শত উনসত্তর টাকা মাত্র) ২৩-০৩-২০২১ তারিখে সঙ্গে (সুদ লাগু হয়েছে ৩০-০৪-২০১৯ পর্যন্ত) সঙ্গে পরবর্তী সুদ, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, মূল্য, দাবী ইত্যাদি।

তারিখ ঃ ১১.০১.২০২৩
স্থান ঃ হাওড়া

স্বা /- স্বীকৃত আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক, হাওড়া আঞ্চলিক কার্যালয়

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ঘরোয়া উপায়ে দূর হবে মৃত কোষে ত্বকের সমস্যা!

ত্বকের মৃত কোষেই ঢাকা পড়ে যায় ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। ত্বক নিস্তেজ হয়ে পড়ে, রুক্ষশুস্ক হয়ে যায়। তাই, ত্বকের মৃত কোষ যতক্ষণ না সরানো যাবে, ততক্ষণ হাজার চেষ্টাতেও ফিরবে না ত্বকের জেল্লা। ত্বক মসৃণ, কোমল ও উজ্জ্বল করতে অনেকেই নামীদামী প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন, পার্লারে গিয়ে ফেশিয়াল করেন। কিছুতেই কিছু হয় না। এর কারণ একটিই, উপরে জমে থাকা মৃত কোষ ঠিকভাবে পরিষ্কার হচ্ছে না। ত্বকের মৃত কোষ দূর করার পথ আছে। বিশেষ করে ঘরোয়া পদ্ধতির জবাব নেই এই বিষয়ে চিনি, কফি পাউডার, মধু, যে কোনও জিনিসই ব্যবহার করা যায় এ ক্ষেত্রে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ত্বক থেকে মৃত কোষ দূর করতে কোন কোন ঘরোয়া জিনিস কাজে লাগাবেন। **ব্রাউন সুগার**- ১ টেবিল চামচ ব্রাউন সুগারের সঙ্গে ১ চা চামচ আমন্ড অয়েল বা নারকেল তেল মিশিয়ে ত্বকে লাগান। কয়েক মিনিট বৃত্তাকার গতিতে স্ক্রাব করুন। তারপর আরও পাঁচ মিনিট রেখে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার বা দুইবার এটি করতে পারেন। চিনি ডেড স্কিন এক্সফোলিয়েট করতে দারুণ কাজ করে। শরীরে প্রচুর স্ট্রেচ মার্ক রয়েছে? অ্যালোভেরা জেল লাগালেই রেহাই মিলবে সমস্যা থেকে! **বেকিং সোডা**- ১ টেবিল চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে ১ টি ভিটামিন ই ক্যাপসুল এবং জল ভালো করে মিশিয়ে মুখে লাগান। কয়েক মিনিট স্ক্রাব করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। প্রতি সপ্তাহে একবার এটি করতে পারেন। বেকিং সোডা ত্বক থেকে ডেড স্কিন সেল দূর করতে দারুণ কাজ করে। **চিনি এবং মধু** - ১ টেবিল চামচ চিনির সঙ্গে ১ চা চামচ মধু মিশিয়ে মুখে কয়েক মিনিট স্ক্রাব করুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ১২ বার এই স্ক্রাবটি ব্যবহার করতে পারেন। বাদামী এবং সাদা উভয় ধরনের চিনিই ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে সাহায্য করে। মধু ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করবে। হাত, পা এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও এই পেস্টটি ব্যবহার করতে পারেন।

ত্বকের যত্নে ব্যবহার করুন কাঁচা আদা, ব্রণ ও দাগছোপ দূর হবে নিমেষেই! **আপেল সাইডার ভিনেগার**- ১ চা চামচ আপেল সাইডার ভিনেগারে ১ চা চামচ জল মিশিয়ে পাতলা করুন। এই মিশ্রণে তুলো ভিজিয়ে গোটা মুখে লাগান ভালো ভাবে। ১৫ মিনিট রাখার পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। পায়ের মৃত ত্বক এক্সফোলিয়েট করতে, হাফ বালতি জলে আধা কাপ আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এতে ১০ মিনিট আপনার পা ভিজিয়ে রাখুন। সপ্তাহে একবার এটি করতে পারেন। ভিনেগার ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বককে সংক্রমণ মুক্ত রাখে। তবে সেনসিটিভ ত্বকে আপেল সাইডার ভিনেগার ব্যবহার করবেন না, কারণ ত্বকে জ্বালাপোড়া হতে পারে। **কফি পাউডার** - ৩ টেবিল চামচ কফি পাউডারের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল এবং পরিমাণমতো জল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে স্ক্রাব করুন কয়েক মিনিট। তারপর ধুয়ে ফেলুন। প্রতি সপ্তাহে একবার এটি করতে পারেন। কফিতে ক্যাফেইন থাকে, যা ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়।

ভিটামিন ডি-র অভাব পূরণে প্লেটে থাকুক এই খাবারগুলি

ভিটামিন ডি বা ক্যালসিফেরল ঘাটতি নেই, এমন মানুষ চট করে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কর্কটক্রান্তীয় এলাকায় এই সংখ্যা অনেকটাই। রিপোর্ট বলছে গত কয়েক বছরে এই সংখ্যা বেড়েছে। শীত এলে অবশ্য এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কারণ পর্যাপ্ত রোদে না থাকার দরুণ। দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবার খেলে এই ঘাটতি মেটানো সম্ভব। **মাশরুম**- মাশরুম অনেকে পছন্দ করেন, অনেকে করেন না। কিন্তু শরীরে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি পূরণে কিন্তু এর জুরি মেলা ভার। সব সবজি দিয়ে হোক কিংবা মাশরুম স্যুপ। শীতে মন্দ লাগবে না। **দুধ**- দুধ যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটানোর জন্য মূল মাধ্যম তা আমরা কম বেশি সকলেই জানি। ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স না থাকলে এই সুষম খাদ্যটিকে রোজকারের ডায়েটে রাখতেই পারেন। **কমলালেবুর রস**- শীতকাল আর কমলালেবু - একে অপরের পরিপূরক। মিঠে রোদে বসে একের পর এক কমলালেবু খেলে ভিটামিন ডি এর চাহিদা শরীরে পূরণ করতে পারবেন অনায়াসেই। **ডিম ভাজা**- ডিমের কুসুম কিন্তু ভিটামিন ডি এর খনি একদম। তাই এমনি কুসুম খেতে যদি অসুবিধাও হয়, তারা ডিম ভেজে খেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, কুসুম বাদ দিয়ে ডিম খেলে ঘাটতি কিন্তু থেকেই যাবে। **পালং শাক এবং আমন্ড**- এই দুটি খাবার আলাদা আলাদাও খেতে পারেন আবার একসঙ্গে ব্লেন্ড করে স্মুদি বানিয়েও খেতে পারেন। উপকার পাবেন অনেকটাই। শীতকালে কচি পালং খাওয়া শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সঙ্গে পাওয়া যাবে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি কমানোর রসদও।

বাজারে রয়েছে লাখ টাকার বহু ব্যাগ! জানেন কোন কোন ব্র্যান্ডের?

সংসদে দাঁড়িয়ে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ভাষণে তুফান তুলছেন তখনই কাকলি ঘোষ দস্তিদার। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়ার প্রতিবাদ করে কাঁচা বেগুনে কামড় বসিয়ে দিয়েছেন তিনি। এদিকে আরেক তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র পাশে বসে নিজের ব্যাগ লুকিয়ে নিচ্ছেন। নেটিজেনদের দাবি, মহুয়ার ব্যাগটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড লুই ভিত্তোঁর। যার দাম আনুমানিক দু লাখ টাকা! তবে শুধু লুই ভিত্তোই নয়। বাজারে পাওয়া যায় এমন আরও ব্যান্ডের ব্যাগ যার দাম লাখ টাকা থেকে শুরু। যা কিনা দেশিবিদেশি সেলিব্রিটিরা হামেশাই ব্যবহার করে থাকেন। দামি ব্যাগের তালিকায় প্রথমেই আসবে, 'প্রাডা'র নাম। প্রাডার ব্যাগের দাম শুরু হয় লাখ টাকা থেকেই। তবে প্রাডার যে ব্যাগটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় তা হল ব্লু স্যাফিয়ানো। এই ব্যাগটি বহু বিক্রিত। ভারতীয় মুদ্রায় যার দাম ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এছাড়াও প্রাডার ঝুলিতে রয়েছে আড়াই লাখ, তিন লাখ, চার লাখ টাকার ব্যাগও। এরপরেই নাম আসে 'গুচি'র। ফ্যাশন দুরস্ত মানুষদের কাছে কালো রঙের গুচির লেদার ব্যাগ খুবই পছন্দের। বিশেষ করে যে মহিলারা নিয়মিত পার্টিতে অংশ নেন তাঁদের কাছে গুচির কালো লেদার ব্যাগ প্রথম পছন্দ। গুচির যেকোনও লেদার ব্যাগের দাম শুরু হয় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ব্যাগের মাপ অনুযায়ী, দামও থাকে বাড়তে। গুচির ডার্ক নাইট লেজার ব্যাগটির দাম সাড়ে তিন লাখ টাকা! যাঁদের দামি ব্যাগের শখ রয়েছে। তাঁদের পছন্দের তালিকায় খুব সহজেই জায়গা করে নিতে পারে 'ডিয়োর' ব্যান্ডের ব্যাগ। মাঝারি মাপের ডিয়োরের কালো লেদার ব্যাগের দাম শুরু হয় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা থেকে। তবে যদি লেদার পাউচ কিনতে চান, তা পেয়ে যাবেন ২৫ থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে। এই তালিকায় শেষের দিকে নাম থাকবে বালেন্সিয়াগা, ভ্যালেন্টিনো, ব্যালেসিয়াগা ও ব্ল্যাকবেরিসের ব্যাগ। এই তিন ব্যান্ডের ব্যাগেরই দাম শুরু হয় ৯৫ হাজার থেকে। আর মোটামুটি ৩ লাখের মধ্যেই পাওয়া যায় এই ব্যান্ডের ব্যাগগুলি।

শীতে ঠোঁট ফাটছে, দূর করতে কয়েকটি নিয়ম

শীতকালে হাত- পায়ের চামড়া শুকনো, খসখসে হওয়ার পাশাপাশি শুকিয়ে যায় ঠোঁটও। ঠোঁট রুক্ষশুস্ক হয়ে যায়, ফাটতে শুরু করে। অনেক সময়ে শুস্কতার পরিমাণ এত বেশি হয় যে, ঠোঁট ফেটে রক্তপাতও হয়। কমবেশি প্রত্যেকেই এই ভোগান্তির শিকার হয়। তাই ঠোঁটের সঠিক যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই শীতে ঠোঁট থাকবে নরম ও মসৃণ। জেনে নিন, ঠোঁটের যত্ন নিতে কী কী করবেন - **ঘন ঘন ঠোঁটে জিব দিয়ে চাটবেন না**- শীতে ঠোঁট খুব শুস্করুক্ষ হয়ে যায়, ফাটতে শুরু করে। যে কারণে আমরা অনেকেই ঘন ঘন ঠোঁট চাটতে থাকি। কিন্তু এতে ঠোঁটের আরও ক্ষতি হয়। লালায় রয়েছে এক ধরনের এনজাইম, যা ঠোঁটের শুস্কতা আরও বাড়িয়ে তোলে। যদি খসখসে ভাব অনুভব করেন, তাহলে লিপ বাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগান। **ভালো লিপ বাম ব্যবহার করুন**- ঘুমানোর আগে ঠোঁটে লিপ বাম লাগান। ঠোঁট সুস্থ রাখতে পারবেন এবং অ্যালকোহল মুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করুন। ঘুমানোর সময়ে লিপ বাম ঠিক করে কাজ করতে পারে। দোকান থেকে লিপ বাম কেনার সময় দেখে নিন তাতে পেট্রোলিয়াম জেলি, এসেনশিয়াল অয়েল এবং গ্লিসারিন রয়েছে কি না। এই উপাদানগুলি ঠোঁটের কোমলতা ও মসৃণতা দীর্ঘ ক্ষণ বজায় রাখবে। **সানস্ক্রিন মাখুন**- শীতকালে সানস্ক্রিন মাখুন ঠোঁটেও। ভালো থাকবে ঠোঁট। দিনের বেলা ঘর থেকে বেরোনোর আগে ব্যবহার করুন হাইড্রেটিং লিপ বাম, এর সঙ্গে এসপিএফ থাকা জরুরি। তবেই সূর্যের কড়া আলো থেকে ঠোঁটকে রক্ষা করা যেতে পারে। ঠোঁটকে রক্ষা করে, ঠোঁটে পিগমেন্টেশন এবং শুস্ক হতে দেয় না। **প্রচুর জল পান করুন**- শরীর হাইড্রেট থাকলে ঠোঁটও আর্দ্র থাকবে। শীতকালে আমরা খুব একটা তৃষ্ণার্ত বোধ করি না, ফলে জল পানও খুব কম হয়। যে কারণে ঠোঁট আরও বেশি শুকিয়ে যায়। তাই প্রচুর জল খান। **স্ক্রাব করা**- ঠোঁট স্ক্রাব করলে মরা চামড়াগুলো অপসারিত হয়। ফলে ঠোঁট কোমল ও মসৃণ থাকে। **শুস্ক**, ফাটা ঠোঁটে মধু ও চিনির স্ক্রাব ব্যবহার করার পরামর্শ দেন রূপ বিশেষজ্ঞরা। মধু এবং চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে ৫ মিনিট ঠোঁটে স্ক্রাব করুন, তারপরে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

একমুখী বিশেষ ট্রেন চালানো হবে

কলকাতা, ১০ জানুযারি ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভি। দূর করার লক্ষ্যে, শালিমার এবং স্যার এম বিশ্বেরায় টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু এর মধ্যে ১৩.০১.২০২৩ তারিখে শালিমার ছেড়ে যাওয়ার একমুখী বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৮৮৬৩ শালিমার -স্যার এম বিশ্বেরায়া টার্মিনাল স্পেশাল ১৩.০১.২০২৩ তারিখে ১৮.৩০ ঘন্টা শালিমার ছেড়ে যাবে এবং ১৫.০১.২০২৩ তারিখে ২০.০০ টায় স্যার এম বিশ্বেরায়া টার্মিনালে পৌঁছাবে। দুটি এসি ২ টায়ার, তিনটি এসি৩ টাযার, পনেরটি স্লিপার ক্লাস এবং দুটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ সহ ট্রেনটির এসইআর এখতিয়ারের সাঁতরাগাছি, খড়গপুর, টাটানগর, পুরুলিয়া, মুড়ি, রাঁচি, হাতিয়া, নুয়াগাঁও, রৌরকেলা এবং ঝাড়সুগুড়াতে স্টপেজ থাকবে।

জোড়াসাঁকো বিধানসভার বিধায়ক শ্রী বিবেক গুপ্ত দিদির সুরক্ষা কবচ সম্পর্কে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রূপায়িত ৬টি ক্ষেত্রে বিভক্ত, মোট ১৫ টি সর্বাঙ্গীণ ও বহুমুখী প্রকল্পের এক সমাহার।

ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে

কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরিতে আসার কারণে, কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচী নিম্নরূপ পুনঃনির্ধারণ করা হবে- ১৩৪৮৩ মালদা টাউন-দিল্লি এক্সপ্রেস ১১.০১.২০২৩ তারিখে ১৯.১৫ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে ১১.০১.২০২৩ তারিখে ০০.০৫ টায় মালদা টাউন থেকে ছাড়বে। ২২৪০৫ ভাগলপুর- আনন্দ বিহার গরীব রথ এক্সপ্রেস ১০.০১.২০২৩ তারিখে ১৩.৪০ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে ভাগলপুর থেকে ২১,০০ টায় ছেড়ে যাবে। ২২৪৫৯ মধুপুর- আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস ১০.০১.২০২৩ তারিখে তার নির্ধারিত প্রস্থান ১২.১৫ টায় মধুপুর থেকে ১৮,১৫ টায় ছেড়ে যাবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

লংকায় নতুন রোড ওভার ব্রিজ চালু

মালিগাঁও, ১০ জানুয়ারি ঃ রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং গেট লুপ্ত করা এবং সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও একটি পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে একটি নতুন রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) চালু করা হয়েছে। লামডিং ডিভিশনের অধীনে লংকা রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন লেভেল ক্রসিং গেট নং.-এসটি-৪৫ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে এবং ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে এর পরিবর্তে জনগণের জন্য নতুন একটি আরওবি খুলে দেওয়া হয়। এই আরওবি-র কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৯-এর এপ্রিল মাসে এবং ২০২২-এর নভেম্বর মাসে এটি সম্পূর্ণ হতে প্রায় ৩ বছর ৬ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই আরওবি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে এই আরওবি নির্মাণ করা হয়, যেখানে ট্রেন ভেহিক্যাল ইউনিট ছিল প্রায় ৫,৪৫,৮৯৫। এই আরওবি, লংকা রেলওয়ে স্টেশনের উভয় দিকের এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলের জনগণকে সুগম তথা ঝামেলামুক্ত চলাচলের সুবিধা প্রদান করবে। অতিরিক্তভাবে এই আরওবি ট্রেন চলাচলের সুরক্ষাও অনেকাংশে বৃদ্ধি করবে।

বেঙ্গালুরুতে নির্মীয়মান মেট্রোর স্তম্ভ ভেঙে মৃত্যু মা ও ছেলের মৃত্যু, জখম বাবা ও মেয়ে

বেঙ্গালুরু, ১০ জানুয়ারি ঃ কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান মেট্রোর স্তম্ভ। মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর আউটার রিং রোডে নাগাওয়ারার কাছে। মেট্রোর পিলার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে মা ও তাঁর আড়াই বছরের সন্তানের, মহিলার স্বামী এবং অন্য এক সন্তান গুরুতর জখম। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন বেঙ্গালুরু পূর্বের ডিসিপি ভীমশঙ্কর এস গুলেড। এক মহিলা ও তাঁর আড়াই বছরের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। মেট্রোর স্তম্ভ নির্মাণের জন্য লোহার খাঁচা তাঁদের বাইকের ওপর ভেঙে পড়ে। দম্পতি ও তাঁদের দুই সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার জেরে আউটার রিং রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ডিসিপি জানিয়েছেন, মেট্রোর পিলার ভেঙে দু'জনের মৃত্যু হয়। এফএসএল এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছে। বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন তেজস্বিনী নামে ওই মহিলা, তাঁর স্বামী এবং যমজ সন্তান। তখনই হুড়মুড়িয়ে তাঁদের উপর ভেঙে পড়ে মেট্রোর একটি স্তম্ভ। সঙ্গে সঙ্গে চার জনকে কাছের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসার সময় মারা গিয়েছেন তেজস্বিনী এবং তাঁর আড়াই বছরের ছেলে। হাসপাতালে এখন চিকিৎসা চলছে তাঁর মেয়ে এবং স্বামী লোহিতের। পুলিশ জানিয়েছে, তেজস্বিনীর স্বামী বাইক চালাচ্ছিলেন। তিনি পিছনে বসেছিলেন। দু'জনের মাথায় ছিল হেলমেট। ৪০ ফুট দীর্ঘ পিলারটি তাঁদের উপর ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে। লোহার রডের তৈরি স্তম্ভটির ওজন কয়েক টন। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। জানিয়েছে, বেঙ্গালুরু মেট্রো রেল কর্পোরেশনের গাফিলতি রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে। বেঙ্গালুরুর পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। এদিকে, পিলার ভেঙে পড়ার ঘটনায় কর্ণাটক সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। তিনি বলেছেন, এটা ৪০ শতাংশ কমিশন সরকারের ফল। উন্নয়নমূলক কাজের কোনও গুণমান নেই।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ১০ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আজ সকালে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিয়ে দলের সভাপতি শেখ হাসিনা তাঁর দলের পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জাতির অবিসংবাদিত নেতা এবং দেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ সেনাপতি বঙ্গবন্ধু সেই থেকে দিনটিকে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালন করছে জাতি। প্রচ্ছদ বাংলাদেশ রাজধানী জাতির পিতা দেশে ফেরায় পূর্ণতা পায় বাঙালির বিজয় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ জাতির পিতা দেশে ফেরায় পূর্ণতা পায় বাঙালির বিজয় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। পাকিস্তানি কারাগারের অর্গল ভেঙে সদ্য স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রাখেন স্বাধীন দেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর আগমনে পূর্ণতা পায় বাঙালির বিজয় অর্জন। ক্যালেন্ডারের পাতা ঘুরে আজ সেই ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। ঢাকাসহ সারাদেশে নানা কর্মসূচি নিয়েছে আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে তাকে গ্রেপ্তার করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে আটক রাখা হয়। **ফিরে দেখা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঃ** জাতির পিতা পাকিস্তানের কারাগার থেকে ছাড়া পান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি। ওইদিন তাকে লন্ডনগামী বিমানে তুলে দেয়া হয়। সকাল সাড়ে ৬ টায় তিনি পৌছান হিথ্রো বিমানবন্দরে। বেলা ১০ টার পর থেকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকের সঙ্গে সরাসরি ও টেলিফোনে কথা বলেন বঙ্গবন্ধু। পরের দিন ৯ জানুয়ারি ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর একটি বিমানে দেশের পথে যাত্রা করেন।

১০ জানুয়ারি সকালে তিনি নামেন দিল্লিতে। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রিসভার সদস্য, প্রধান নেতারা, তিন বাহিনীর প্রধান ও সেদেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন সদ্য স্বাধীন দেশের জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু ভারতের নেতারা ও জনগণের কাছে তাদের অকৃপণ সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। তার এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন 'অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রা হিসেবে।' ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বেলা ১টা ৪১ মিনিটে ঢাকা এসে পৌঁছান বঙ্গবন্ধু। চূড়ান্ত বিজয়ের পর ১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানানোর জন্য অপেক্ষায় ছিল। আনন্দে আত্মহারা লাখ লাখ মানুষ ঢাকা বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত তাকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানান। বিকাল ৫ টায় রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে তিনি ভাষণ দেন। পরের দিন বিভিন্ন পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে লেখা হয়- 'স্বদেশের মাটি ছুঁয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মাতা শিশুর মতো আবেগে আকুল হলেন। **আনন্দ** - বেদনার অশ্রুধারা নামল তার দুচোখ বেয়ে। প্রিয় নেতাকে ফিরে পেয়ে সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হয়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তোলে বাংলার আকাশ-বাতাস। জননন্দিত জাতির পিতা শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে তার ঐতিহাসিক ধ্রুপদি বক্তৃতায় সবাইকে দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করে বলেন, আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়। আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা- বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের যুবক যারা আছে তারা চাকরি না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ তোমাদের মোবারকবাদ জানাই তোমরা গেরিলা হয়েছ, তোমরা রক্ত দিয়েছ, রক্ত বৃথা যাবে না, রক্ত বৃথা যায় নাই। বঙ্গবন্ধু বলেন, একটা কথা- আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি-ডাকাতি না হয়। বাংলায় যেন আর লুটতরাজ না হয়। বাংলায় যারা অন্য লোক আছে অন্য দেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক বাংলায় কথা বলে না, তাদের বলছি তোমরা বাঙালি হয়ে যাও। আর আমি আমার ভাইদের বলছি তাদের ওপর হাত তুলো না। আমরা মানুষ, মানুষ ভালোবাসি। তবে যারা দালালি করেছে, যারা আমার লোকদের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি হবে। তাদের বাংলার স্বাধীন সরকারের হাতে ছেড়ে দেন, একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। তবে আমি চাই স্বাধীন দেশে স্বাধীন আদালতে বিচার হয়ে এদের শাস্তি হবে। আমি দেখিয়ে দিতে চাই দুনিয়ার কাছে শান্তিপূর্ণ বাঙালি রক্ত দিতে জানে, শান্তিপূর্ণ বাঙালি শান্তি বজায় রাখতেও জানে। **স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে কর্মসূচি ঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারো নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে আওয়ামী লীগ। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ১০ জানুয়ারি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬ টায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবন ও সারাদেশে সংগঠনের সব কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল সাড়ে ৭ টায় বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। সকাল ১১ টায় টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদল শ্রদ্ধা নিবেদন করে। প্রতিনিধিদলের সদস্যারা হলেন- দলটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কর্নেল (অব.) ফারুক খান, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য আনোয়ার হোসেন, সাহাবুদ্দিন ফরাজী, ইকবাল হোসেন অপু, মারুফা আক্তার পপি ও গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা।

Name Change

I, BHARAG GURUNG (old name) S/O DALMAN GURUNG resident of Uttas Bari Sallabari Gaon Pokhriabong Khasmahal, Darjeeling- 734216 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BHARAT GURUNG, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. BHARAG GURUNG and BHARAT GURUNG all are same and one identical person.

Name Change

I, NAZMA BIBI (old name) W/O RAMIZ AKHTAR MOLLA resident of X-69/A KHALDHARI ROAD, PO BARTALA, Kolkata 700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NAZMA KHATOON, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. NAZMA BIBI and NAZMA KHATOON all are same and one identical person.

Name Change

I, TAPAN DAS (old name) S/O HARIMOHAN DAS resident of R.K.P DEB ROAD, USHUMPUR PALLY NO 3, PO AGARPARA, NORTH 24 PARGANAS-700119 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TAPAN KUMAR DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. TAPAN DAS and TAPAN KUMAR DAS all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, অভিষেক দেবনাথ, পিতা- রঙ্গলাল দেবনাথ, ঠিকানা- ৬২এ, পঞ্চাননতলা, প.অ- টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১২২, গত ৩০.১০.২০১৯ তারিখ মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণী, ব্যারাকপুরের নিকট এফিডেভিট বলে নিজের নাম পরিবর্তন করে আভ্যা নাথ নামে পরিচিত হইলাম। অভিষেক দেবনাথ এবং আভ্যা নাথ উভয়ই একই ব্যক্তি হিসাবে লিঙ্গান্তরের শারীরিক অস্ত্রোপচারের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারী হিসাবে পরিচিত হব।

Name Change

I, DURGADAS MUKHOPADHYAY (OLD NAME) S/o LATE AMULYACHARAN MUKHOPADHYAY residing at P-79, BANGUR AVENUE, BLOCK- D, POST- BANGUR AVENUE, PS - LAKE TOWN, KOLKATA - 700055 have changed (shall henceforth be known) DURGADAS MUKHERJEE (Dob - 07/10/1952), vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at alipore on 10/01/2023. DURGADAS MUKHOPADHYAY and DURGADAS MUKHERJEE all are same and one identical person.

Name Change

I, PANDEY MURALI DHAR (old name) W/O MURLIDHAR PANDEY resident of 67/21, STRAND ROAD, PO- BEADON STREET, PS- JORABAGAN, KOLKATA - 700066 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUSHILA DEVI PANDEY (DOB- 01/05/1938), vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at alipore on 10/01/2023. PANDEY MURALI DHAR and SUSHILA DEVI PANDEY all are same and one identical person.

Name Change

I, PIJUSH KANTI KAR (OLD NAME) S/o SHYAMAPADA KAR residing at HARIPUR HARIPUR SOUTH TWENTY FOUR PARGONAS PIN 743357, have changed (shall henceforth be known) as PIJUSH KAR vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. PIJUSH KANTI KAR and PIJUSH KAR all are same and one identical person.

Name Change

I, SUJATA MUKHOPADHYAY (OLD NAME) W/o DURGADAS MUKHERJEE residing at P-79, BANGUR AVENUE, BLOCK- D, POST- BANGUR AVENUE, PS - LAKE TOWN, KOLKATA - 700055 have changed (shall henceforth be known) SUJATA MUKHERJEE (Dob - 01/10/1962), vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at alipore on 10/01/2023. SUJATA MUKHOPADHYAY and SUJATA MUKHERJEE all are same and one identical person.

Name Change

I, MURALI DHAR PANDEY (old name) S/O LATE JAGDISH PANDEY resident of 67/21, STRAND ROAD, PO- BEADON STREET, PS- JORABAGAN, KOLKATA - 700066 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MURLIDHAR PANDEY (DOB- 15/10/1939), vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at alipore on 10/01/2023. MURALI DHAR PANDEY and MURLIDHAR PANDEY all are same and one identical person.

Name Change

I, SHREEPRAKASH PANDEY (old name) S/O MURLIDHAR PANDEY resident of 67/22, STRAND ROAD, PO- BEADON STREET, PS- JORABAGAN, KOLKATA - 700066 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHREE PRAKASH PANDEY (DOB- 01/07/1970), vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at alipore on 10/01/2023. SHREEPRAKASH PANDEY and SHREE PRAKASH PANDEY all are same and one identical person.

Name Change

I, PANDEY BIBITA DEVI (old name) W/O SHREE PRAKASH PANDEY resident of 67/21, STRAND ROAD, PO- BEADON STREET, PS- JORABAGAN, KOLKATA - 700066 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BIVA PANDEY (DOB - 17/05/1973), vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at alipore on 10/01/2023. PANDEY BIBITA DEVI and BIVA PANDEY all are same and one identical person.

Name Change

I, BINOD MONDAL (old name) S/O R MONDAL(Old Name) resident of 115 DUTTABAD ROAD SECTOR -1 SALT LAKE ,24 PARGANAS NORTH WB 700064 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) VINOD MANDAL S/o RAGHU MANDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. BINOD MONDAL S/O R MONDAL and VINOD MANDAL S/o RAGHU MANDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, GOLAM HOSSAIN MOLLICK (old name) S/O Late Abul Hayat Mallick resident of Chak Nabasan, Sarangabad, Budge Budge, P.S.- Budge Budge, South 24 Parganas, Pin- 700137 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GOLAM HOSSAIN MALLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. GOLAM HOSSAIN MOLLICK and GOLAM HOSSAIN MALLICK all are same and one identical person.

Name Change

I, KAMDA NESSA BIBI alias KAMARUNNESHA BIBI (old name) W/O SK NOOR NABI resident of V-34 KANKHULI ROAD,PO BARTALA, KOLKATA-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KAMRUNNESHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. KAMDA NESSA BIBI, KAMARUNNESHA BIBI and KAMRUNNESHA all are same and one identical person.

Name Change

I, SANKH NOOR NOBI (old name) S/O SANKH HAZI NOORUDDIN resident of V-34 KANKHULI ROAD,PO BARTALA, KOLKATA-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK NOOR NABI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. SANKH NOOR NOBI and SK NOOR NABI all are same and one identical person.

Name Change

I, NITESH KUMAR GUPTA (old name) S/O MAHESH KUMAR GUPTA resident of 98, Christopher Road, Brindaban Garden, Building No. 22, 2nd Floor, Flat No. 3 & 4, PO-Gobind Khatick Road, PS-Topsia, Kolkata-700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NITESH GUPTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. NITESH KUMAR GUPTA and NITESH GUPTA all are same and one identical person.

Name Change

I, RAVINDER KAUR (old name) D/O DURLABH SINGH resident of 93, Deshpran Sashmal Road, Flat-2/15A, Aasha Appt., Tollygunge, Kolkata-700033 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GURVINDER KAUR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/01/2023. RAVINDER KAUR and GURVINDER KAUR all are same and one identical person.

চাকরির শর্তে পঞ্চায়েত নির্মানে জমি দান করলেও অধরা চাকরি

তনুজ জৈন, মালদা, ১০ জানুয়ারি ঃ চাকরির শর্তে পঞ্চায়েতকে জমি দান করেছিলেন জমিদাতা। কিন্তু দীর্ঘ ৪১ বছর পেরিয়ে গেলেও হয়নি চাকরি। মৃত্যু হয়েছে জমিদাতার। চাকরির দাবিতে প্রশাসনের দোরগোড়ায় ঘুরছেন তার ছেলে। এদিকে তাদের দান করা জমিতে পঞ্চায়েতের নতুন ভবন উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে চাকরি না পাওয়া নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন জমিদাতার ছেলে। পঞ্চায়েতের নতুন ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চাকরির দাবি জমিদাতা মৃত মৈনুদ্দিন সেখের ছেলে আনসারুল হকের। হাইকোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত ও জেলা কেন তাকে নিয়োগ করাচ্ছেন না তা নিয়ে তিনি একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন পঞ্চায়েত ও ব্লক আধিকারিকদের সামনে। জানা যায়, মঙ্গলবার ছিল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন, হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের বিডিও অনির্বাণ বসু, পঞ্চায়েত প্রধান জৈনব নেশা, অঞ্চল সভাপতি পঙ্কজ কুমার দাস ও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মচারীগণ সহ সকল পঞ্চায়েত সদস্য। সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডাক পড়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা জমিদাতা মৃত মৈনুদ্দিন সেখের ছেলে আনসারুল হকেরও। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৯৮১ সালে তৎকালীন কংগ্রেস প্রধান ইউসুফ সেখের আমলে আনসারুল হকের বাবা মৃত মৈনুদ্দিন সেখ পাঁচ কাঠা জমি পঞ্চায়েত ভবন তৈরির জন্য দান করেছিলেন। সেই সময় পঞ্চায়েত প্রধান ও সরকারি আমলারা লিখিত আকারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। দীর্ঘ ৪১ বছর কেটে গেলেও চাকরি জোটেনি জমির মালিক পরিবারের। আনসারুল হক জানান, তার বাবার দান করা জমির উপরে গড়ে উঠেছে মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। চাকরির জন্য সরকারি অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরে ১৯৯৫ সালে মারা গিয়েছেন বাবা মইনুদ্দিন শেখ। তাঁর ছেলেও বাবার মতোই ঘুরে যাচ্ছেন সরকারি অফিসের এ টেবিল থেকে ও টেবিল। কিন্তু তিনি এখনও জানেন না চাকরি আদৌ হবে কি না। সাথে তার অভিযোগ, সে সময় সরকারি লোকেদের কথায় বিশ্বাস করে বাবা জমি দিয়েছিলেন। বাবার কাছে শুনেছিলেন জমি নেওয়ার জন্য সে সময় পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে সরকারি অফিসাররা বাবার কাছে রোজই যেতেন। অথচ জমি পাওয়ার পর চাকরির প্রতিশ্রুতির কথা তাঁরা ভুলে যায়। তারপরে পঞ্চায়েতেও পালা বদল হয়েছে কিন্তু তাদের কোনও সুরাহা হয় নি। হাইকোর্ট তাকে নিয়োগের জন্য অর্ডার দিলেও নিয়োগ করাচ্ছেন না জেলা ও পঞ্চায়েত। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ বসু বলেন, দান মানে স্ব ইচ্ছায় দান করা। সে ক্ষেত্রে কোন শর্ত থাকা উচিত না। তাই পঞ্চায়েতকে বলব ভবিষ্যতে এই ধরনের দানের ক্ষেত্রে যাতে কোন শর্ত না দেওয়া হয়। ব্লক প্রশাসনের তরফে ওনার চাকরির জন্য যা যা করার করা হয়েছে। হয়তো প্রক্রিয়াগত জটিলতায় আটকে রয়েছে। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পঙ্কজ কুমার দাস বলেন, ওনার বাবা কোনও শর্তের বিনিময়ে জমি দান করেননি। জমি দিয়েছেন বলে সরকারের কাছ থেকে ওনাদের দাবি রয়েছে। তাই সরকার যদি তাদেরকে কিছু দেয় আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। এক্ষেত্রে আমাদের কোন ভূমিকা নেই। সাধারণত সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করলে চাকরি বা আর্থিক প্যাকেজের শর্ত থাকে। দানের ক্ষেত্রে কোন রকম শর্ত থাকে না। তবে সেই সময় পঞ্চায়েত যদি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। প্রশাসনের উচিত সেটা মানবিক ভাবে দেখা।

তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত বিরোধীদলের পঞ্চায়েত প্রধান

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১০ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার বেথুয়াডহরি-১ পঞ্চায়েত এলাকায় সরকারি নির্মাণের কাজ পরিদর্শনে করতে গিয়ে শাসক দলের কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হলেন বিরোধী দলের পঞ্চায়েত প্রধান পুলক সিংহ। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানা এলাকার বেথুয়াডহরি-১ পঞ্চায়েতের জগদানন্দপুর মাঠপাড়া এলাকায়। জানা যায়, এদিন সকালে ওই এলাকায় একটি ড্রেনের কাজ চলছিল, সেখানে ওই কাজ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান পুলক সিংহ। সেই সময় বেশ কয়েকজন তৃণমূলের লোক সেখানে হাজির হয়ে ওই নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে বলেন। তিনি তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর শতাধিক লোক গিয়ে তার উপর চড়াও হন এবং তিনি ওই ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং করতে গেলে তার মোবাইল ফোনটি ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। সেই ফোনটি তিনি এখনও ফিরে পাননি। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি বিডিও এবং নাকাশিপাড়া থানায় অভিযোগ জানান। যদিও অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ড চালনার কাজে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন

নং ঃ কম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তারিখ ০৩.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৪র্থ তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, পিন-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। কাজের নাম ঃ ৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ড চালনার জন্য চুক্তি সম্পাদন। বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-আর২-২৭। ক্রম নং ও লট নং/ক্যাটাগরি; স্টেশনের নাম যথাক্রমে ঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআরপি-টিডব্লু-৩৮-২২-২ (পার্কিং ঃ দুই চাকার); শ্রীরামপুর। (২) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); [illegible]। (৩) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); নবদ্বীপধাম। (৪) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); মানকুণ্ডু। (৫) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); [illegible]। (৬) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); তারকেশ্বর। (৭) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); শেওড়াফুলি। (৮) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); [illegible]। (৯) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); [illegible]। (১০) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); [illegible]। (১১) [illegible] (পার্কিং ঃ দুই চাকার); পাণ্ডুয়া। (১২) [illegible] (পার্কিং ঃ মিশ্রত); বেলুড় মঠ। (১৩) [illegible] (পার্কিং ঃ মিশ্রত); আরামবাগ। (১৪) [illegible] (পার্কিং ঃ মিশ্রত); [illegible]। (১৫) [illegible] (পার্কিং ঃ মিশ্রত); [illegible]। (১৬) [illegible] (পার্কিং ঃ মিশ্রত); আরামবাগ। (১৭) [illegible] (পার্কিং ঃ মিশ্রত); কর্ণসুবর্ণ। (১৮) [illegible] (পার্কিং ঃ [illegible]); হাওড়া। (১৯) [illegible] (পার্কিং ঃ তিন চাকার); কাটোয়া। (২০) [illegible] (পার্কিং ঃ তিন চাকার); সালার। শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৮.০১.২০২৩-এ বেলা ১১টা। (HWH-383/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

The Assistant Director, Govt. Women ITI Siliguri, Darjeeling, WB invites e-Tenders from agencies/parties dealing with repair and maintenance work for Repair/up-gradation works of Desktop computers for different trades of WITI Siliguri. All other details may be obtained from website-https://wbtenders.gov.in

Sd/-

Assistant Director of Industrial Training
Govt. Women ITI Siliguri

ফর্ম নং. আইএনসি-২৬

(অনুসারী ধারা ৩০ কোম্পানি (নিগম) ধারা, ২০১৪)

সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্টার অফিস স্থানান্তর করতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে

কেন্দ্রীয় সরকার সকাশে

পূর্বাঞ্চল

বিষয়বস্তু হচ্ছে উপ-ধারা (৪) ধারা ১৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং ক্লজ (এ) উপ-ধারা (৫) ধারা ৩০ কোম্পানি (নিগম) ধারা, ২০১৪

এবং

বিষয়বস্তু নভকর কর্মাশিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড,

CIN : U51909WB1984PTC037493 যার রেজিস্টার অফিস ফ্ল্যাট নং. ১০, রাজশ্রী, ৩১ জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭, প.ব. আবেদনকারী

এতদ্বারা জনস্বার্থে সূচিত করা যায় যে কোম্পানি প্রস্তাব আকারে আবেদন রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার সকাশে অধীন ধারা ১৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদন পাওয়ার জন্য কোম্পানির মেমোরাণ্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশানে যা পাশ হয়েছে বিশেষ আলোচনায় অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭ নভেম্বর, ২০২২ যে কোম্পানি সক্ষম নিজেদের রেজিস্টার অফিসার স্থানান্তর করতে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে হরিয়াণা রাজ্যে''।

যদি কারোর কোন স্বার্থক্ষুন্ন হয়ে থাকে প্রস্তাবিত কোম্পানির রেজিস্টার অফিস স্থানান্তরে তাহলে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীরর অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে বা কারণ জানতে চান বা রেজিস্টার পোস্টের মাধ্যমে নিজের আপত্তি পাঠান এফিডেবিট আকারে নিজের আপত্তি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল, 'নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০' ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চোদ্দ দিনের মধ্যে সঙ্গে একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার অফিসের ঠিকানায় যা ওপরে উল্লিখিত।

নভকর কর্মাশিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড

স্বা /-অনন্ত জৈন

ডিরেক্টর

DIN : 06370928

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ১১.০১.২০২৩

ওন্দায় তৃণমূলের কোন্দল তুঙ্গে

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১০ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই আবারও উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি! ফের প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যার জেরে চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ায়। এবার দলের প্রাক্তন বাঁকুড়া জেলা সভাপতি ও ওন্দার প্রাক্তন বিধায়ক অরুপ খাঁ-র বিরদ্ধে পথে নামলেন ওন্দা ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের একাংশ। মঙ্গলবার সকালে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ 'ওন্দা ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠন ভাঙ্গার চক্রান্তকারী অরুপ খাঁ' প্ল্যাকার্ড নিয়ে ওন্দার জাতীয় সড়ক-৬০ ধরে তারা মিছিল করেন। সঙ্গে সকলের মুখে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' স্লোগান তো ছিলই। জানা গিয়েছে, ওন্দা ব্লক তৃণমূলের বর্তমান সভাপতি উত্তম বীট অরুপ খাঁ গোষ্ঠীর লোক হিসেবেই পরিচিত। অন্যদিকে ওই ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর অভিযোগ, অরুপ খাঁ এই দলীয় সংগঠনকে ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন। এমনকি ৩০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উত্তম বীট ব্লক সভাপতির পদ পেয়েছেন বলেও তারা দাবি করেন। ওন্দা ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে টাকার বিনিময়ে টিকিট দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আর ওই কাজে বর্তমান ব্লক তৃণমূল সভাপতি ও প্রাক্তন জেলা সভাপতি যুক্ত। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অরুপ খাঁকে সরানোর দাবি জানান তিনি। দলীয় কর্মীদের আরও অভিযোগ, পুরনো দিনের তৃণমূল নেতৃত্বকে না নিয়ে অরূপের নির্দেশ মতো কাজ করছে। যাদের হাত ধরে ওন্দায় তৃণমূল ক্ষমতায় আছে, তাঁদেরকে বাদ দিয়ে তৃণমূলকে শেষ করে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। তাঁদের দাবি, এদের না সরানো হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে এই ঘটনায় বিজেপির কটাক্ষ তৃণমূলের যে অস্তিত্ব নেই এটা তার প্রমাণ। উল্লেখ্য, আর কয়েক মাস বাদেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে একের পর এক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার শাসকদল তৃণমূল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখতে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব কড়া নির্দেশ দেয়। কয়েকদিন আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলার বার্তাও দেন। কিন্তু তারপরেও কোনও কাজ হয়নি। এদিন ফের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নেতৃত্ব কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই নজর কর্মী-সমর্থকদের।

পথে নামল খুদেরা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ জানুয়ারি ঃ ওভারলোড গাড়ি নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ, প্রতিবাদে পথ অবরোধ করলো কচিকাঁচারা। তাদের সঙ্গে পথ অবরধে সামিল হন অভিভাবক থেকে স্কুলের শিক্ষকরা। আধঘণ্টার বেশি সময় ধরে পথ অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে উঠে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের সদরঘাট আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মল্লারপুর থেকে হাজিপুর হয়ে মুর্শিদাবাদের কান্দি যাওয়ার ওই রাস্তার ধারেই রয়েছে স্কুল। ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন শতাধিক ওভারলোড বালি, পাথর বোঝাই লরি যাতায়াত করে। অভিযোগ ওই লরি এবং ডাম্পার গুলি বেপরোয়াভাবে যাতায়াত করার ফলে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েও যান নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় মঙ্গলবার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হন অভিভাবক এবং শিক্ষকরা। অভিভাবক ওহিদুল হোক বলেন, লরি-ডাম্পারগুলি যে গতিতে চলাচল করে তাতে যে কোন মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমরা বার বার পুলিশকে জানিয়েছি। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তাই পথ অবরোধে নামতে বাধ্য হয়েছি। প্রধান শিক্ষক মহম্মদ জসিমুদ্দিন বলেন, আমরা মাস ছয়েক আগে যান নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে মল্লারপুর থানায় লিখিত ভাবে জানিয়েছিলাম। কিন্তু মল্লারপুর থানার কোন হেলদোল দেখতে পায়নি। তাই অভিভাবকদের নিয়ে পথে নেমেছিলাম। এরপরেই পুলিশ স্কুলের সামনে দুজন সিভিক ভলন্টিয়ার এবং রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এসবিআই চুঁচুড়া আর.বি.ও., মিউনিসিপাল বাস স্ট্যান্ড ''রহড়া প্লাজা'', জে.সি. ঘোষ সরণী, পোস্ট-চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, শাখা ঃ এসপিবিবি, চুঁচুড়া শাখা

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (ধারা ৮(১))

এতদ্বারা ঃ

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন স্বীকৃত আধিকারিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ২৯.১০.২০২২ জানানো যায় গ্রাহক **সুরজিৎ দত্ত,** পিতা-স্বপন কুমার দত্ত, মুখার্জি বাগান, ঠাকুর গলি, ঠিকানা-গ্রীন ক্লাব, পোস্ট-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং-৭১২১০১, পশ্চিমবঙ্গ পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ৩৪,১৭,৩০৪.০০ (চৌত্রিশ লক্ষ সতেরো হাজার তিনশত চার টাকা মাত্র) ২৯.১০.২০২২ তারিখে** সঙ্গে সুদ ৩০.১০.২০২২ থেকে উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা ৪ ধারা ১৩ উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত ধারায় ৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে।

গ্রাহক/ জামিনদারকে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দাবী করবে **টাকা. ৩৪,১৭,৩০৪.০০ (চৌত্রিশ লক্ষ সতেরো হাজার তিনশত চার টাকা মাত্র) ২৯.১০.২০২২ তারিখে** সঙ্গে পরবর্তী সুদ ৩০.১০.২০২২ থেকে, খরচ ইত্যাদি।

গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষিত করা হচ্ছে অধীন বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক ঃ- সুরজিৎ দত্ত, পিতা-স্বপন কুমার দত্ত, মুখার্জি বাগান, ঠাকুর গলি, ঠিকানা-গ্রীন ক্লাব, পোস্ট-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং-৭১২১০১, পশ্চিমবঙ্গ। সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমির যার পরিমাপ প্রায় ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৬ ব.ফু. সঙ্গে দ্বিতল বসবাসের বাড়ি অধীন মৌজা-চুঁচুড়া, জেএল নং. ২০, আরএস ও এলআর দাগ নং-২৮১৬, এলআর খতিয়ান নং-৫৪০/১, ওয়ার্ড নং.-১৮, হোল্ডিং নং-৬৭/৬৬ চুঁচুড়া পৌরসভা, ডিড নং.-১-৯৬০৩ সাল ২০১৩, পোস্ট ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং.-৭১২১০১, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ ঃ ০৯.০১.২০২৩
স্থান ঃ চুঁচুড়া

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, অঞ্চল-৫
চুঁচুড়া আর.বি.ও, চুঁচুড়া

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist. – Hooghly, West Bengal, India
Tel.; 2680-2899/2319, TeleFax: 2680-6091

SHORT TENDER NOTICE

E- Tenders are invited form the bonafide Authorized Dealer for the (1) Supply of 60,000 Nos. (30,000 Nos. Green Colored & 30,000 Nos. Blue Colored) HDPE Plastic Green & Blue Colored House hold Bins of 10 Liter Capacity as per specification. Last date of submission of E-tender is 30.01.2023. **Tender ID No.:-2023_MAD_444623_1 NIT No.: WBMAD/C/HCM/SWM/NIT1/1e/23.** For more details please visit the website i.e. **wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman,
Hooghly-Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
Press Notice

Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-Tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-18/2022-23 dt. 09.01.2023 (2nd Call)** for 01 no scheme **(Tender ID: 2023_DM_443556_1)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **18.01.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 45/EO/JLD-II, Dated: 10/01/2023

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender (2 nd Call through Corrigendum against Cancellation for Retender) as follows: **NIeT No.-8(e)/EO/JLD-II/2022-23 dt 23.11.2022,** for 1 no. of scheme **(Tender ID 2022_DM_425263_2)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **20.01.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Vill-Krishnarampur, P.O.- Amgachia, Dist.-South 24 PGS, PIN-700104
Email id: amgachiagp91@gmail.com

NOTICE OF INVITING TENDER

Amgachia Gram Panchayat has invited 8 no. **NITs on 10.01.2023 vide NIT No. 26/AGP/TN/2023, 27/AGP/TN/2023, 28/AGP/TN/2023, 29/AGP/TN/2023, 30/AGP/TN/2023, 31/AGP/TN/2023, 32/AGP/TN/2023 and 33/AGP/TN/2023 Dt. 10.01.2023** scheduled to be opened on **31.01.2023** and last date of submission on **27.01.2023 (up to 4.00 pm).** For more details visit:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

বিশ্বভারতীর করা মামলা খারিজ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১০ জানুয়ারি ঃ অভিযোগের সারবত্তা না থাকায় বিশ্বভারতীর দায়ের করা মামলা খারিজ বোলপুর কোর্টে। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে বেআইনিভাবে কার্যালয়ে বন্দী, শারীরিক, মানসিক ও অপভাষা প্রয়োগ, ভাঙচুর, বিশ্বভারতীর সম্পত্তি বিনষ্ট এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক মাহাতোর বাড়িতে ঢিল মারা সহ একাধিক অভিযোগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক মাহাতো চারজন ছাত্র ও তিন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তার প্রেক্ষিতে বোলপুর আদালত গত বছর ১২ ডিসেম্বর পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট তলব করে। যথারীতি আদালতের নির্দেশ মেনে পুলিশ গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর ও চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি রিপোর্ট জমা দেয়। কিন্তু মামলায় অভিযোগের কোনো সারবত্তা না পেয়ে আদালত এই মামলার প্রতিপক্ষকে ডাকার প্রয়োজন বোধ করে নি এবং মামলা খারিজ করে দেয়, বলে জানান অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, অভিযোগের সারবত্তা না থাকায় আদালত প্রতিপক্ষকে শমনও জারি করার প্রয়োজন বোধ করে নি। প্রসঙ্গত, গত ২৩ নভেম্বর বেশ কয়েকটি দাবিতে উপাচার্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কথা বলতে যান কিছু পড়ুয়া। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের ঢুকতে বাধা দেয়। যার ফলে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পড়ুয়াদের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। এরপরই পড়ুয়াদের হাতে ঘেরাও হন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। ওইদিন প্রায় ১০ ঘন্টা ঘেরাও থাকার পর শাবল, গাঁইতির সাহায্যে নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ দিয়ে উপাচার্যকে ঘেরাও মুক্ত করা হয় বলে অভিযোগ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছিল, উপাচার্য আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সঙ্গে কোন রকম আলোচনায় না বসায় ২৪ নভেম্বর থেকে উপাচার্যর বাংলোর কিছুটা দূরে মঞ্চ বেঁধে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ চালান আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের দারস্ত হয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ঐদিন উপাচার্যকে আটকে রাখা, হুমকি দেওয়া, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো সহ একাধিক অভিযোগ তিন অধ্যাপক ও চার পড়ুয়ার বিরুদ্ধে বোলপুর আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার। চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি প্রতিপক্ষকে কোনো শমন জারি না করে মামলা খারিজ করে দেয় বোলপুর আদালত।

আরও ২ পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞসাবাদ

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১০ জানুয়ারি ঃ কাঁথি পুরসভায় টেন্ডার দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নোটিস পেয়ে মঙ্গলবার নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন আরও দুই পুলিশকর্মী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ওই দু'জনকে এদিন হাজিরার জন্য নোটিস দিয়েছিল আগেই। সেই নোটিস পেয়ে এদিন সকালেই নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন কাঁথি থানার এক সাব ইন্সপেক্টর এবং এক কনস্টেবল। সোমবার নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছিলেন কাঁথি থানার আইসি অমলেন্দু বিশ্বাস। গত শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপরি রাজাশেখর মান্থা ওই দুর্নীতি মামলার তদন্তভারের নির্দেশ দেন। তারপরই তৎপর হয় সিবিআই। এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। তাঁরা কথা বলেন টেন্ডার দুর্নীতিকাণ্ডের মূল অভিযোগকারী কাকলি পন্ডার সঙ্গে। সিবিআই অফিসারদের অনুমান, কোনও প্রভাবশালীর চাপেই অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েই কাঁথি থানার আইসিকে তলব করেন গোয়ান্দারা। সোমবারই নিজাম প্যালেসে টানা ছয়ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ চলে। এর পর কাঁথি পুরসভায় টেন্ডার দুর্নীতি মামলায় আরও দুই পুলিশকর্মীকে হাজিরার জন্য নোটিস দিয়েছিল সিবিআই। সেই নোটিস পেয়ে মঙ্গলবার সকালেই নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন কাঁথি থানার এক সাব ইন্সপেক্টর এবং এক কনস্টেবল। এই দুর্নীতি মামলা দায়েরের পিছনে কোনও প্রভাবশালীর হাত রয়েছে কি না, তা জানাতে চায় সিবিআই। সূত্রের খবর, সে ব্যাপারে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বে পরিচিত বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)

CIN NO-L34202WB1986PLC040542

রেজি. অফিস ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১

ই-মেল ঃ secretarial.qcml@rpsg.in, ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in

ফোন নং.ঃ (০৩৩) ৬৬২৫ ১০০০০/১৫০০, টেলি ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৩০৬৮৪৪

সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং নয়মাস শেষে ৩১.১২.২০২২

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৯.২০২২ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২১ অনিরীক্ষিত	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২১ অনিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৯৩.০৬	৮৬৯.১২	২৩৮.৪৬	১,১১৪.৮৭	১,৭৬৫.১৭	৩,৯১৩.৭২
২	লাভ/ (ক্ষতি) করের পূর্বে	৭৮.৪৩	২১৯.৩২	২৫১.৯১	৩১৩.৬৫	৭৯৫.০৯	২,৮৯৪.৭৭
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) সাধারণ কারবারে করের পর	৫৭.৭৩	১৬২.৪৪	১৭১.৪৬	২৩৪.৯৪	৫৫৬.১৩	২,১৯৯.৭৩
৪	মোট ব্যাপক আয়/ (ক্ষতি) মোট কর	১,২৫৩.০১	৪,০১৯.৩১	৭,০৪৬.১৮	(৬,৬১৬.৯৪)	৪০,০৮১.০০	৩৩,৬৫১.৮১
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬	সংরক্ষিত (রেভলিউশন রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	-	-	৮০,৬৮২.০৪
৭	শেয়ার প্রতি আয় (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে) ১০ টাকা প্রতি ক) মূল ঃ	০.৫৮	১.৬২	১.৭১	২.৩৫	৫.৫৬	২২.০০
	খ) মিশ্র ঃ	০.৫৮	১.৬২	১.৭১	২.৩৫	৫.৫৬	২২.০০

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর দ্বারা তাদের সভায় ১০ জানুয়ারি, ২০২৩।

২. উপরোক্ত সক্ষিপ্তরূপ বিস্তারিত আর্থিক ফলাফলের যা প্রদত্ত হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ মোতাবেক। ফলাফলের বিস্তারিত রূপ পাওয়া যাবে বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইট (url: www.bseindia.com) এবং কোম্পানি ওয়েবসাইটে (url: www.qcml.in)।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড-র পক্ষে
স্বা/- সুনীল ভাণ্ডারি
চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর
DIN: 00052161

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০. ০১.২০২৩

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Borough-III, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:

NIT No.: KMC/EE-III/BR-III/33/36/22-23 (1st Call)

Name of the Work : **Improvement of IPS and concrete passage and footpath at CIT Scheme-IV (M) Abinash Ch. Banerjee Lane, 99, 102 B.M. Road and different locations in Ward no. 33**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,91,144.89**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last Date & Time of Submission of Bid : **19.01.2023 at 12.00 noon**; Date and Time of opening of Bid : **21.01.2023 at 12:00 noon**; The Bid forms and other details are available on and from **11.01.2023** at **05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/020/2022-2023/R (2nd Call)
Name of the Work : **Relaying of road kerb and flat channel at Asutosh Sil Lane, Madan Mitra Lane, Binod Saha Lane and others in Ward no. 27**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,35,003.63**; Earnest Money : **Rs. 2,720.00**; Period of Completion : **21 Days**;

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/025/2022-2023/R (2nd Call)
Name of the Work : **Raising of road surface at Guruprasad Chowdhury Lane in Ward no. 38**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,60,287.21**; Earnest Money : **Rs. 9,210.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/022/2022-2023/R (2nd Call)
Name of the Work : **Repairs to IPS passage at 38/1, 39, 22A, Shibnarayan Das Lane, 4/3, 4/5 Heramba Das Lane and other places in Ward no. 38**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,56,116.75**; Earnest Money : **Rs. 3,130.00**; Period of Completion : **21 Days**;

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/22-23/014/R (2nd Call)
Name of the Work : **Restoration of I.P.S. and concrete paement at 15 Hanspukur Lane, Sikderpara Lane, etc. and others in Ward no. 23**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,09,941.24**; Earnest Money : **Rs. 4,200.00**; Period of Completion : **28 Days**;

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/022/011/2022-2023/R (2nd Call)
Name of the Work : **Repairs to sewer line, inspection pit, catch pit at 85 Bartala Street and other places in Ward no. 22**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,378.19**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/BUSTEE-29/2022-2023/R (2nd Call)
Name of the Work : **Repairing of bustee privies at 155/H/7, 155/H/11, 155/H/21, Keshab Chandra Sen Street, 18/H/17, 18/H/15, 18/H/11, Girish Bidya Ratan Lane etc. within Razabazar Bustee area in Ward no. 38**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,58,503.05**; Earnest Money : **Rs. 5,180.00**; Period of Completion : **25 Days**;

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/Bustee-16/2022-2023 (2nd Call)
Name of the Work : **Renovation of bustee passage at 151, Balaram Dey Street and other bustee in Ward no. 25**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,87,057.19**; Earnest Money : **Rs. 3,750.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/047/2022-2023/R
Name of the Work : **Renovation of Borough Office Building (BR-IV) in Ward no. 25**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,25,373.40**; Earnest Money : **Rs. 4,510.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/40/2022-2023/R
Name of the Work : **Renovation of sewer line from 26 K. K. Tagore Street to 32, K. K. Tagore Street in Ward no. 24**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,29,779.51**; Earnest Money : **Rs. 6,600.00**; Period of Completion : **20 Days**;

(10) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/028/021/2022-2023/R
Name of the Work : **Repairs to bustee sewer line at 17/2/H/17 Canal West Road in Ward no. 28**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,134.13**; Earnest Money : **Rs. 5,910.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last Date & Time of Submission of Bid : **19.01.2023 at 11.00 a.m.** (for Sl. no. 1 to 10); The Tender will be opened on : **21.01.2023 at 11:00 a.m.** (for Sl. no. 1 to 10); The Bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 at 05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 10).

The Executive Engineer (Civil)/Borough-X, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/BX/93/058/22-23/R
Name of the Work : **Improvement of sewerage system near premises nos. 1/15, 1/27 Poddar Nagar etc. in Ward no. 93, Borough-X**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,230.17**; Earnest Money : **Rs. 5,965.00**; Period of Completion : **60 Days**;

(2) NIT No.: KMC/EEC/BX/93/055/22-23/R
Name of the Work : **Improvement of sewerage system near premises nos. 150, P. A. Shah Road, Masjid Para Slum Area etc. in Ward no. 93, Borough-X**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,788.30**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **90 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EEC/BX/93/056/22-23/R
Name of the Work : **Construction of ladies bathroom at 70, P. A. Shah Road (Masjidpara Bustee), 94/1, P. G. M. Shah Road (Rangkal Bustee) in Ward no. 93, Borough-X**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,92,546.30**; Earnest Money : **Rs. 5,860.00**; Period of Completion : **90 Days**; Last Date & Time of Submission of Bid : **21.01.2023 at 12.00 noon** (for Sl. no. 1 to 3); Date and Time of opening of Bid : **24.01.2023 at 12:00 noon** (for Sl. no. 1 to 3); The Bid forms and other details are available on and from **11.01.2023 at 05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3).

(4) NIT No.: EE(C)/BX/81/64/2022-23/BUSTEE
Name of the Work : **Maintenance of IPS passage near 92, 56/1, 83, 63, 95, T. G. Road (Slum Area) etc. in Ward no. 81, Borough-X**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,91,069.60**; Earnest Money : **Rs. 5,830.00**; Period of Completion : **150 Days**; Last Date & Time of Submission of Bid : **19.01.2023 at 12.00 noon**; Date and Time of opening of Bid : **21.01.2023 at 12:00 noon**; The Bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 at 05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

Municipal Secretary invites tender online, two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/MS/23_01/2022/03
Name of the Work : **Food Packet arrangement for Observance of Netaji Birthday for the year 2023**; Estimated Amount (including GST) : **Rs. 1,34,400.00**; Earnest Money : **Rs. 2,700.00**;

(2) NIT No.: KMC/MS/26_01/2022/03
Name of the Work : **Food Packet arrangement for celebration of Republic Day for the year 2023**; Estimated Amount (including GST) : **Rs. 1,34,400.00**; Earnest Money : **Rs. 2,700.00**; Last Date & Time of Submission of Bid : **13.01.2023 at 05.00 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The Bid form and other details are available on and from **10.01.2023 at 05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2).

962/22-23

মেগা রিসোর্সেস লিমিটেড

U65999WB1993PLC058492

রেজি অফিস ঃ ১০, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণী (ক্লাইভ রো), ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

কর্পোরেট অফিস ঃ ২৪/১/১, আলিপুর রোড, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন ঃ ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, ইমেল ঃ megaresourceslimited@gmail.com

এতদ্বারা সূচিত করা যায় ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর করা হচ্ছে প্যান এবং অন্যান্য নথিপত্র না পাওয়ার জন্য ০১ ডিসেম্বর, ২০১৫ সম্পাদিত দলিল অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে বিভিন্ন সার্কুলার ভিত্তিতে যা জারি করেছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) সময় সময়, উল্লেখিত এবং মানসম্মত প্রক্রিয়ায় সিকিউরিটিজ হস্তান্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে যা ধার্য্য রয়েছে ফিজিক্যাল মোডে যা বাতিল/ফেরত হয়েছে নথিপত্রের ঘাটতির জন্য।

কোম্পানি পেয়েছে ট্রান্সফার ডিড, আসল শংসাপত্র যার ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র শেয়ার হস্তান্তর করতে ফিজিক্যাল ফর্মে কাট-অফ তারিখের পূর্বে যা স্থির করেছে সেবি যার সার্কুলার তারিখ ০২ ডিসেম্বর, ২০২০, বিস্তারিত নিম্নে উল্লেখিত ঃ

ক্র নং.	হস্তান্তরকারীর ফোলিও নং.	হস্তান্তরকারীর নাম এবং ঠিকানা	সার্টিফিকেট নং.	স্বতন্ত্র নং.	ইক্যুইটি শেয়ার সংখ্যা	হস্তান্তর যেখানে হবে তার নাম এবং ঠিকানা
১	৪২৬	খুশবু বিয়ারিং প্রা. লি. ২বি, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০২৪	০০০৬৮৫৭০১ থেকে ০০০৭২৫৭০০	৪০০০০	ওনিক ইন্ডিয়া প্রা. লি. ২৬ বেলভেডার রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, প.ব.
২	৪২৬	খুশবু বিয়ারিং প্রা. লি. ২বি, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০২৩	০০০৬৩৫৭০১ থেকে ০০০৬৮৫৭০০	৫০০০০	-একই-
৩	৪২৭	বিহার পিপারস প্রা. লি. ৭১, বি.আর.বি.বি. রোড কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০২০	০০০৪৮৫৭০১ থেকে ০০০৫৩৫৭০০	৫০০০০	-একই-
৪	৪২৭	বিহার পিপারস প্রা. লি. ৭১, বি.আর.বি.বি. রোড কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০২১	০০০৫৩৫৭০১ থেকে ০০০৫৮৫৭০০	৫০০০০	-একই-
৫	৪২৮	জয়প্রীত হোটেলস প্রা. লি. ১এ, গ্র্যান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০১১	০০০১২৫৭০১ থেকে ০০০১৭৫৭০০	৫০০০০	-একই-
৬	৪২৮	জয়প্রীত হোটেলস প্রা. লি. ১এ, গ্র্যান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০১২	০০০১৭৫৭০১ থেকে ০০০২০৫৭০০	৩০০০০	-একই-
৭	৪২৮	জয়প্রীত হোটেলস প্রা. লি. ১এ, গ্র্যান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০১৬	০০০৩২৫৭০১ থেকে ০০০৩৬৫৭০০	৪০০০০	-একই-
৮	৪২৯	গুডফেথ সিমেন্ট প্রা. লি. ১৫৬এ, লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০১৭	০০০৩৬৫৭০১ থেকে ০০০৪০৫৭০০	৪০০০০	-একই-
৯	৪২৯	গুডফেথ সিমেন্ট প্রা. লি. ১৫৬এ, লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০২২	০০০৫৮৫৭০১ থেকে ০০০৬৩৫৭০০	৫০০০০	-একই-
১০	০২৮	আশিয়ানা বিনিময় প্রা. লি. ১৩৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০২৮	০০০৯৬৫০০১ থেকে ০০১০০০০০০	৩৫০০০	-একই-
১১	০১৮	ম্যাগনেট বিনিময় প্রা. লি. ১৩৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০১৮	০০০৪০৫৭০১ থেকে ০০০৪৪৫৭০০	৪০০০০	-একই-

উক্ত শেয়ারহোল্ডারগন লক্ষ্য করবেন যে কোনরূপ আপত্তি প্রাপ্ত না হলে এই নোটিস প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আমাদের কর্পোরেট অফিস ঠিকানায় যা হল-২৪/ ১/ ১, আলিপুর রোড, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৭, উপরিউল্লিখিত শেয়ারগুলি হস্তান্তরিতের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মেগা রির্সোসেস লিমিটেড
স্বা /-
মনোজিৎ পাত্র (DIN : 09345777)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৩

বিরাট-রোহিতকে নিয়ে প্রশ্ন, টি-টোয়েন্টি আর খেলবেন দুই তারকা?

মুম্বই, ১০ জানুয়ারিঃ তারুণ্যের জয়গানই এ বার থিমসং হতে চলেছে ভারতীয় টিমের? যা পরিস্থিতি, তাতে কিন্তু এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রথমত বিবেচনায় ঢুকে পড়ছে বয়স। দ্বিতীয়ত, যত দিন যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট আরও বেশি করে হয়ে উঠছে তরুণদের ক্রিকেট। বয়স যত কম, সাফল্য তত বেশি। সে কথা মাথায় রেখেই টিমের দুই সিনিয়রকে নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিল বিসিসিআই। রোহিত শর্মা আগের দিনই বলেছেন, তিনি টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন না। তার মানে এই নয় যে, ভারতীয় টিমের হয়ে খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। নতুন নেতা হার্দিক পান্ডিয়াকে সামনে রেখেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে চাইছে ভারত। আর সেই কারণেই রোহিতের সঙ্গে বিরাট কোহলিকে নিয়েও খুব শিগগিরি আলোচনায় বসবেন নবনিযুক্ত নির্বাচক কমিটি। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে ভারতের ব্যর্থতার পর তরুণ টিমের পক্ষেই সাওয়াল করেছিলেন নির্বাচকরা। কিন্তু ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হার্দিক পান্ডিয়াকেই নেতা বাছা হয়েছিল। তার পর থেকেই গুঞ্জন ছিল, রোহিতকে কি আর টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে নেতা হিসেবে দেখা যাবে। যা পরিস্থিতি, তাতে হার্দিককেই নেতা চাইছে নির্বাচক মণ্ডুলী। ২০২৪ সালে পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। রোহিত ও বিরাটের বয়স আরও বাড়বে। সে কথা মাথায় রেখেই তরুণ টিমকে আরও বেশি করে দেখে নিতে চাইছেন নির্বাচকরা। চলতি বছরের শেষে দেশের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। সিনিয়রদের ওয়ার্কলোডের দিকেও নজর রাখছেন চেনত শর্মারা। যে কারণে দুটো ফর্ম্যাটে দুটো আলাদা টিম রাখতে চাইছে বোর্ড। আর সেই কারণেই নির্বাচকরা খুব শিগগিরি আলোচনায় বসবেন টিমের দুই সিনিয়রের সঙ্গে। তাঁদের মনোভাব বোঝা ও নিজেদের ভাবনা বুঝিয়ে দিতে চাইছেন নির্বাচকরা। একটা ব্যাপার নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই যে, টি-টোয়েন্টি টিমে রোহিত ও বিরাটকে রাখার পক্ষপাতী নন নির্বাচকরা। যে কারণে দুটো আলাদা টিমের ভাবনা সামনে রেখে এগোতে চাইছেন তাঁরা। গত বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সাফল্য পেয়েছিলেন বিরাট। কিন্তু রোহিত, লোকেশ রাহুলরা সে ভাবে ছাপ রাখতে পারেননি। যে কারণে টপ অর্ডার নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে নির্বাচকদের। পাওয়ার প্লে-তে টপ অর্ডারের কাছে ভয়ডরহীন ক্রিকেট চাইছে বিসিসিআই। ঈশান কিষান, রাহুল ত্রিপাঠী, শুভমন গিল, সঞ্জু স্যামসনের মতো ব্যাটাররা অপেক্ষায় রয়েছেন নিজেদের প্রমাণ করার জন্য। এঁদেরই বেশি করে টিমে সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবছেন নির্বাচকরা, যাতে আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে একটা টিম খাড়া করে ফেলা যায়। আর সেই কারণেই রোহিত-বিরাট যুগ পিছনে ফেলে সামনে এগোতে চাইছে বোর্ড।

রোনাল্ডোকে প্রাপ্য সম্মান কিন্তু দিতেই হবে, বলছেন মার্তিনেজ

লিসবন, ১০ জানুয়ারিঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার কি কাতার বিশ্বকাপের পর শেষ হয়ে গেল? পর্তুগালের কোচ বদলের পর কিন্তু তা আর বলা যাবে না। বরং, সিআর সেভেনকে 'সম্মান'ই দিতে চাইছেন নতুন কোচ। মরক্কোর কাছে হেরে কাতার বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর কোচ বদলের হাওয়া উঠে গিয়েছিল। ফেরাণ্ডো স্যান্টোসের বদলে সেই মতো নতুন কোচ হিসেবে টিমের দায়িত্ব নিলেন রবের্তো মার্তিনেজ। জাতীয় টিমের দায়িত্ব নেওয়ার পর রোনাল্ডোকে নিয়ে অবধারিত ভাবে প্রশ্ন উঠেছে। যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে রোনাল্ডোকে নিজের পরিকল্পনাতেই রেখেছেন মার্তিনেজ। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে যোগ দিয়েছেন সিআর সেভেন। ইউরোপের ফুটবলে আর দেখা না গেলেও তাঁর রেকর্ড, সাফল্যকে যে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, ভালো করেই জানেন মার্তিনেজ। পর্তুগালের নতুন কোচ বলেছেন, "মাঠে অনেক রকম সিদ্ধান্তই নিতে হয়। তবে আমি অফিসের মতো এত নিয়ম মেনে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোচ নই। বিশ্বকাপের টিমে ২৬ জন ফুটবলার ছিল। সেখান থেকেই আমি শুরু করব। রোনাল্ডো বিশ্বকাপের টিমে ছিল। ১৯ বছর ধরে জাতীয় টিমে খেলছে। ওকে কিন্তু প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতেই হবে। ফলে ওর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলব। আগামী দশ সপ্তাহের মধ্যে সেরা একটা টিম খাড়া করতে চাই। যাতে ইউরো কাপে টিম যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।" ২০১৬ সালে টিমকে ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন স্যান্টেস। অন্য দিকে আবার মার্তিনেজ টানা ছ'বছর ছিলেন বেলজিয়াম টিমের কোচ। তাঁর কোচিংয়ে সব প্লেয়ারই সুযোগ পাবেন, এমনই বলে দিচ্ছেমন মার্তিনেজ। "আমি ঘরোয়া লিগে খেলা ৫৪ জন সেরা প্লেয়ারকে পাব, যাদের বয়স ২৮এর থেকে কম। আমার কাজই হল সমস্ত প্লেয়ারকে সুযোগ দেওয়া। রোনাল্ডো তাদের একজন। একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই একটা টিম তৈরি হয়। তাতে দায়বদ্ধতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো ব্যাপারও থাকে।" রোনাল্ডো যে জাতীয় টিম থেকে অবসর নিতে চান, তা কখনওই বলেননি। সিআর সেভেনকে রেখেই মার্তিনেজ নতুন অঙ্ক সাজানোর চেষ্টা করবেন।

নেইমারদের নতুন কোচ মোরিনহো? ইঙ্গিত কার্লোসের

রিও ডি জেনেইরো, ১০ জানুয়ারিঃ তিতের পরবর্তী ব্রাজিলের জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হবেন কে? জল্পনা চলছে বিস্তর। সম্ভাব্য অনেকের নামই ঘুরছে রিও ডি জেনেইরোর আকাশে বাতাসে। তার মধ্যে সবচেয়ে জোরালো হিসেবে উঠে আসছে পর্তুগালের হোসে মোরিনহোর নাম। ফুটবল কেরিয়ার অতটা হ্যাপেনিং না হলেও কোচ হিসেবে মোরিনহো প্রথম সারির ম্যানেজারদের তালিকায় পড়েন। চেলসি, ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ম্যানেজার এ বার নাকি ব্রাজিলের জাতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য তৈরি। তেমনই ইঙ্গিত দিলেন সেদেশের প্রাক্তন ফুটবলার কার্লোস আলবের্তো। একটি ইতালিয়ান ক্রীড়া সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আলবের্তো পরবর্তী ব্রাজিল কোচ কে হবেন তা নিয়ে মন্তব্য করেন। তাতেই নাম উঠে আসে মোরিনহোর। ব্রাজিল ফুটবলে এই মুহূর্তে সবকিছুই যেন ওলট পালট হয়ে রয়েছে। কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের হেক্সা মিশন সম্পূর্ণ হয়নি। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নেইমারদের বিদায়ের পর সমালোচনার ঝড় উঠেছে। প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পরপরই তিতেরও বিদায় ঘটেছে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রাজিলের কোচের পদে মেয়াদ ছিল তিতের। চুক্তি পুর্ননবীকরণের দিকে ঝোঁকেননি এবং মেয়াদের আগেই দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তখন থেকে নেইমারদের কোচের পদে কর্মখালি। কে হতে পারেন ব্রাজিলের পরবর্তী কোচ? প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার এবং পোর্তোর হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী দলের সদস্য কার্লোস আলবের্তো এই প্রশ্নের উত্তরে হোসে মোরিহনোর দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তিনি বলেন, "আমি যদি সেটা বলে দিই তাহলে বোমা ফেলার মতো অবস্থা হবে। সেটা পারব না। হয়তো মোরিনহো ব্রাজিল দলের কোচ হবেন। এটা একটা তথ্য। কোথা থেকে এই তথ্য পেলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।" ২০১৭ সালেও সেলেকাওদের কোচ হিসেবে মোরিনহোর নাম উঠে আসছিল। তবে ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে দিলেন দেন 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'। ছয়বছর পর আরও একবার ব্রাজিলের কোচের পদে মোরিনহোকে দেখার সম্ভাবনার উঠে আসছে। সত্যি নাকি শুধুই জল্পনা, তা জানতে অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

ভারতের মিশন বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় কি নেই ঈশান-সূর্য?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কোনও ক্রিকেটারের আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলার মাপকাঠি কী হতে পারে? সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নাকি অতীতের সাফল্য? নানা মুনির নানা মতের মতো, এই প্রশ্নের উত্তরও নানা রকম হতে পারে। মঙ্গলবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে দাসুন শানাকার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে নামে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার একাদশে নজর রাখলে দেখা যায়, দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নাম নেই। তাঁরা হলেন ঈশান কিষাণ ও সূর্যকুমার যাদব। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা টসের সময় ঈশান-সূর্যর নাম না বলার পর থেকেই উঠছে নানা প্রশ্ন। চলতি বছরেই দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। যার ফলে, ভারতীয় শিবির চাইছে আগেভাগে শক্তিশালী দল তৈরি করে নিতে। তা করতে গিয়ে, কোনও ভাবে ক্রিকেটারদের উপেক্ষা করে বসছে না তো ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই ম্যাচে যে ঈশান কিষাণ ও সূর্যকুমার যাদব জায়গা পাবেন না, ম্যাচের আগের দিন প্রেস কনফারেন্সে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। সাম্প্রতিক ফর্ম নয়, অতীতের পারফরম্যান্স এমনকি ওডিআইতে গিলের ধারাবাহিক পারফর্ম্যান্স নজরে রেখে তাঁকে সুযোগ দিচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ওপেনিংয়ে যে কারণে, রোহিতের সঙ্গে নামার সুযোগ পাচ্ছেন না ঈশান কিষাণ। ওডিআই ফর্ম্যাটে ভালো পারফর্ম করেও ঈশান সুযোগ না পাওয়ায়, নিশ্চিত হতাশ হয়েছেন। তা হলে ওডিআই বিশ্বকাপে ঈশান সুযোগ পাবেন তো? দানা পাকাচ্ছে এই প্রশ্নও। তাঁর অনুরাগীরা ইতিমধ্যেই সরব নেটদুনিয়ায়।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ একদিনের ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন ঈশান। তার পরও তাঁর সুযোগ হল না শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইতে। দ্বিশতরান করার পরও, ঠিক পরের ম্যাচেই প্রথম একাদশে নেই ঈশান, এই বিষয়টা অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে টি২০-তে বিধ্বংসী ফর্মে থাকা সূর্যকুমার যাদবও লঙ্কানদের বিরুদ্ধে ওডিআইতে সুযোগ না পাওয়ার জন্য। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ টি২০ ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারতের মিডল অর্ডারের তারকা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। তারপরও ওডিআই ম্যাচে সুযোগ পাননি স্কাই। যা নিয়ে নেটিজেনরা তো প্রশ্ন তুলছেই। পাশাপাশি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফও সোশ্যাল মিডিয়ায় সূর্য-ঈশানের শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই ম্যাচে না থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। চলতি বছরেই ভারতে ওডিআই বিশ্বকাপ হবে। যার জন্য তা হলে সূর্যকুমার যাদবকে ভাবা হচ্ছে না? এই নিয়েও ক্রিকেট মহলে উঠছে প্রশ্ন।

ওমিদের টাকা না মেটাল জার্ভিসকে সই নয়, জানাল ফেডারেশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ ইস্টবেঙ্গলে নতুন সংকট। ইরানের ফুটবলার ওমিদ সিং ফের আলোচনায় চলে এলেন লাল হলুদে। তাঁর বকেয়া অর্থ নিয়ে ইরানের তারকা ফিফা এবং এএফসি (এশীয় ফুটবল কনফেডারেশন)-র কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ ফের বড় আকার ধারণ করল। ওমিদ লাল হলুদের থেকে পান প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা। সেই টাকা তিনি বহুবার চেয়েও পাননি। এএফসি থেকে ফেডারেশনের কাছে একটি নির্দেশিকা এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ওমিদের অর্থ না মেটানো পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল নতুন করে কোনও বিদেশিকে সই করাতে পারবে না। এএফসি ওই বার্তা আবার পেয়েছে ফিফা মারফত। ইতিমধ্যেই দিন তিনেক হয়ে গিয়েছে লাল হলুদের স্ট্রাইকার জ্যাক জার্ভিস শহরে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্পনসর ইমামির পক্ষ থেকে ইংল্যান্ড ফরওয়ার্ডের নাম ঘোষণা করা হয়নি। তার একটাই কারণ, ওমিদের ওই বকেয়া অর্থ। তার মধ্যে ক্লাব কর্তারা ইরানে ওমিদকে টাকা পাঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ভারত থেকে অর্থ ট্রান্সফারে ব্যাপক সমস্যা রয়েছে। সহজে ব্যাঙ্কে টাকা পাঠানো যায় না।

সেই নিয়েই সমস্যার জালে লাল হলুদ। জানুয়ারিতে নয়া উইন্ডো খুললেও নয়া বিদেশি নিতে পারবে না দল। ফিফা এর আগেই ইস্টবেঙ্গলকে বিদেশি সই করতে পারবে না জানিয়ে নির্দেশিকা দিয়েছিল। সেই জটিলতা কাটেনি তাদের, বরং ওমিদকে নিয়ে পুরনো সমস্যা ফের জাঁকিয়ে বসল ক্লাবে। এমনিতেই চলতি আইএসএলে পারফরম্যান্স একেবারেই ভাল নয় ইস্টবেঙ্গলের। যে বিদেশিদের আনা হয়েছে, তাঁরা অযোগ্য। তাই জার্ভিসকে নিয়ে আশার আলো দেখা গিয়েছিল। ১৩ জানুয়ারি ঘরের মাঠে জামশেদপুরের বিপক্ষে জার্ভিসকে পরিকল্পনায় রেখেছিলেন কোচ স্টিফেন। কিন্তু সমস্যার যে আবর্তে জড়িয়ে গিয়েছে ক্লাব, তাতে তাঁকে কবে সই করানো হবে সেটিই বিশ বাঁও জলে।

ইডেনের ম্যাচ ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে, ঘুরে গেলেন কলকাতার নগরপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারিঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ কলকাতায় খেলবে ভারত। ইডেনে সেই ম্যাচ ঘিরে সাজ সাজ রব। শুরু হয়ে গিয়েছে টিকিট বিক্রিও। তার মাঝেই কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল ইডেন ঘুরে গেলেন। খুঁটিয়ে দেখলেন সব ব্যবস্থা। জানালেন কী কী ব্যবস্থা নেবেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার ইডেনে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। ইতিমধ্যেই অনলাইনে ১০০০ টাকার টিকিট শেষ। সিএবি-র পক্ষ থেকে তিন ধরনের দামের টিকিট ছাড়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৬৫০ এবং ১৫০০ টাকার টিকিট এখনও কিছু রয়েছে। মঙ্গলবার ইডেন পরিদর্শনে এসে কলকাতার নগরপাল বিনীত বলেন, "ম্যাচের দিন নিরাপত্তার জন্য ২০০০ পুলিশকর্মী থাকবেন। ১৫ জন ডিসি এবং এসি পদমর্যাদার অফিসারদের উপর দায়িত্ব থাকবে। গঙ্গাসাগর মেলা চলছে, সেই কারণে যানজট সামলানোর জন্য আলাদা ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হবে ট্রাফিক পুলিশদের।" অনলাইন এবং কাউন্টার মিলিয়ে মোট ১৫ হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছে। রবিবার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। চলবে বুধবার পর্যন্ত। সেই টিকিট খুব বেশি বাকি নেই বলেই জানানো হয়েছে সিএবির তরফে। ইডেনে কিছু দিন আগেই নতুন আলো বসানো হয়েছে। সেই আলো বসানোর পর প্রথম বার আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করতে চলেছে ইডেন। যে এলইডি আলো বসানো হয়েছে তার অন্যতম বিশেষত্ব নিভে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্বালানো যায়। আগের আলোর মতো জ্বলতে বেশি সময় নেয় না। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার প্রধান স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "১২ জানুয়ারি ইডেনে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা যে ম্যাচ রয়েছে, তার মাঝে একটা লেজার শোয়ের আয়োজন করা হয়েছে। ইনিংসের মাঝে ৬ থেকে ৭ মিনিটের একটা শো হবে। নতুন আলো লাগানোর পর ইডেনে এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এর আগে লেজেন্ডদের ম্যাচে লেজার শো হয়েছিল। দেখে নেওয়া হয়েছিল সেখানে এক বার।"

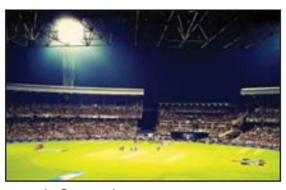

গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সিরিজ শুরু করল ভারত

সেঞ্চুরি বিরাটের, দুরন্ত হিটম্যান

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারিঃ সন্ধ্যায় শিশির পড়বে বলে টসে জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু সেটা কাজে এল না। বলা ভাল কাজে আসতে দিলেন না ভারতীয় ব্যাটাররা। প্রথমে রোহিত শর্মা ও শুভমন গিল এবং তার পরে বিরাট কোহলি। প্রথন দুই ব্যাটার শতরান ফস্কালেও কোহলি নিজের ৭৩তম শতরান করলেন গুয়াহাটিতে। ব্যাটারদের দাপটে ভারত তুলল ৩৭৩ রান। রান তাড়া করতে নেমে একমাত্র শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শনাকা লড়াই করলেন। দুর্দান্ত শতরান করলেন তিনি। কিন্তু তার পরেও দলকে জেতাতে পারলেন না শনাকা। প্রথম এক দিনের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রানের বড় জয় পেল ভারত। খেলার শুরুটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল কী হতে চলেছে। প্রথম ওভার থেকেই শ্রীলঙ্কার বোলারদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করলেন ভারতের দুই ওপেনার রোহিত ও শুভমন। শ্রীলঙ্কার বোলারদের থিতু হওয়ার সময় দিলেন না তাঁরা। ভারতকে সাহায্য করল গুয়াহাটির মাঠের আউট ফিল্ড। তীরের বেগে বল গেল। পাওয়ার প্লে-তে ফিল্ডারদের ৩০ গজের ভিতরে থাকার সুযোগ কাজে লাগালেন রোহিত। সেই পরিচিত পুল বার বার চোখে পড়ল। অন্য দিকে শুভমন খেলছিলেন মাটি ঘেঁষা শট। কভার অঞ্চলে একের পর এক চার মারলেন তিনি। দুই ব্যাটারই অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। দেখে মনে হচ্ছিল, শতরান করবেন দুই ওপেনার। কিন্তু দাসুন শনাকার বলে ৭০ রান করে এলবিডব্লিউ হলেন শুভমন। ১৪৩ রানে পড়ল ভারতের প্রথম উইকেট। রোহিতেরও শতরান হল না। ৮৩ রান করে দাসুন মদুশঙ্কের বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফিরলেন তিনি। রোহিত না পারলেও পারলেন বিরাট। বাংলাদেশে যে ছন্দে ছিলেন, সেই ছন্দেই দেখা গেল ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ককে। প্রথম থেকে ধীরে ধীরে রান করছিলেন। এক বার হাত জমে যাওয়ার পরে বড় শট খেলা শুরু করলেন। সেই সঙ্গে উইকেটের মধ্যে তাঁর দৌড়ে রান তো ছিলই। শ্রীলঙ্কার বোলারদের এক বারই সুযোগ দিয়েছিলেন কোহলি। ৫২ রানের মাথায় উইকেটরক্ষকের কাচে ক্যাচ দেন কোহলি। কিন্তু কুশল মেন্ডিস সেই ক্যাচ ছাড়েন। তার পরে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ৮০ বলে শতরান করলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের ৭২তম শতরান করলেন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে ৪৫তম শতরান হল তাঁর। ভারতের মিডল অর্ডারে শ্রেয়স আয়ার ও লোকেশ রাহুলও শুরুটা ভাল করেছিলেন। ভাল দেখাচ্ছিল তাঁদের। কিন্তু অর্ধশতরান করতে পারলেন না তাঁরা। শ্রেয়স ২৮ ও রাহুল ৩৯ রান করলেন। এক মাত্র রান পেলেন না হার্দিক পান্ডিয়া। ১৪ রান করে সাজঘরে ফিরলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে উইকেট হারিয়ে রান করল ভারত। ৮৭ বলে ১১৩ রান করে আউট হলেন কোহলি। ৩৭৩ রান তাড়া করতে গেলে শ্রীলঙ্কার শুরুটা যে রকম হওয়া প্রয়োজন ছিল সেটা হল না। কারণ, ভারতীয় পেসারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে হাত খুলে খেলতে পারলেন না শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা। টপ পর্ডারে পাথুম নিশঙ্ক ছাড়া বাকিরা ব্যর্থ। মিডল অর্ডারে ধনঞ্জয় ডি সিলভার সঙ্গে মিলে দ্রুত রান তুলছিলেন নিশঙ্ক। কিন্তু তাঁরা দু'জন আউট হওয়ায় বড় ধাক্কা খায় শ্রীলঙ্কা। নিশঙ্ক করলেন ৭২ রান। ডি সিলভা ৪৭ রান করে আউট হলেন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সব থেকে ভাল বল করলেন সিরাজ ও উমরান। পাওয়ার প্লে-তে জোড়া উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডার ভাঙলেন সিরাজ। পরের দিকে এক্সপ্রেস গতিতে শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করে দিলেন উমরান। ৩ উইকেট নিলেন তিনি। শেষ দিকে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক শনাকা শতরান করলেন। ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে সাবলীল দেখাল তাঁকে। টি-টোয়েন্টির ছন্দে এক দিনের ম্যাচেও রান করলেন শনাকা। একের পর এক বড় শট খেললেন। শেষ ওভারে নিজের শতরান করলেন শনাকা। যদিও তাতে বিশেষ কোনও লাভ হয়নি। কারণ বাকিরা অধিনায়ককে সঙ্গ দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেটে ৩০৬ রানে শেষ হল শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ৬৭ রানে ম্যাচ জিতে এক দিনের সিরিজ শুরু করলেন রোহিতরা। বৃহস্পতিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে দু'দল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501